চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 41 Wednesday, 10 January, 2024 * ২৯ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা * ২৪ পৌষ, ১৪৩০, বুধবার, ১০ জানুয়ারি, ২০২৪ * আজ ৮ পাতা * মূল্য– ৩ টাকা

গাছে পোকার আক্রমণ বাড়ছে। ঘন কুয়াশায় আলু গাছে ক্ষতি হচ্ছে বিস্তর। এক ধাক্কা সামলাতে না সামলাতেই আবারও নতুন সমস্যার মুখে আলু চাষিরা। ...*বিস্তারিত পাতা ৩*

শীতের মরসুমে রাজ্যের সকল পর্যটন কেন্দ্রের পাশাপাশি পূর্ববর্ধমানের পূর্বস্থলীর চুপী একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছে। ...*বিস্তারিত পাতা ৫*

বিনোদন জগতের বাসিন্দা হলেও, যুদ্ধকালে দেশের হয়ে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলেন হাতে। তাতে এবার আহত হলেন 'ফওদা' খ্যাত ইদান আমেদি। ...*বিস্তারিত পাতা ৬*

''আমার রিহ্যাব ভালোই চলছে। দ্রুত সুস্থ হচ্ছি। এনসিএর চিকিৎসকরা আমার ফিটনেসে খুশি। আশা করছি, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে কামব্যাক করব।'' ...*বিস্তারিত পাতা ৮*

## প্রয়াত উস্তাদ রশিদ খান

## রশিদ আমার ভাইয়ের মতো, ভাবতেই পারছি না ও আর নেই। মমতা

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জানুয়ারিঃ** মঙ্গলবার দুপুর ৩টে ৪৫ মিনিট। প্রয়াত হলেন ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সুর সম্রাট রশিদ খান। তাঁর অসুস্থতার খবর পেয়ে এদিন দুপুরে হাসপাতালে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। তার কিছু পরেই শিল্পীর প্রয়াণের কথা জানান চিকিৎসকরা। হাসপাতালে দাঁড়িয়েই এ ব্যাপারে গভীর শোক প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''রশিদ আমার ভাইয়ের মতো। ও আমাকে বলত, তুমি আমার মা। রশিদ নেই, এটা ভাবতেও পারছি না, আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।'' গত ২২ নভেম্বর কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় রশিদ খানকে। চিকিৎসকরা জানান, সম্প্রতি তিনি চিকিৎসায় সাড়া দিয়ে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছিলেন। কিন্তু মঙ্গলবার ভোরে সঙ্গীতশিল্পীর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। তড়িঘড়ি ভেন্টিলেশনে স্থানান্তরিত করা হয়। এরপর দুপুর ৩টে ৪৫ মিনিট নাগাদ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন রশিদ খান। মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামীকাল বুধবার রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় রশিদ খানকে শেষ বিদায় জানানো হবে। এদিন সন্ধে ৬টা পর্যন্ত কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালেই রাখা ছিল তাঁর মরদেহ। রাতে পিস ওয়ার্ল্ডে রাখা হয় সুর সম্রাটের দেহ। আগামীকাল বুধবার সকাল ৯টা থেকে রবীন্দ্রসদনে তাঁর মরদেহ রাখা থাকবে। সেখানেই শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পারবেন অনুরাগী সহ সকলে। বুধবার বেলা ১টায় রবীন্দ্রসদনে শিল্পীকে রাজ্যের তরফে গান স্যালুট জানানোর পর পরিজনেরা শেষ কৃত্যের জন্য দেহ নিয়ে যাবেন টালিগঞ্জের কবরস্থানে। উত্তরপ্রদেশে আদি বাড়ি হলেও কলকাতাতেই থাকতেন রশিদ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''উত্তরপ্রদেশে বাড়ি হলেও উনি (রশিদ) বাংলাকে ভালবেসে কলকাতায় রয়ে গিয়েছিলেন। শুধু রশিদ নয়, ওর পরিবারের সঙ্গেও আমার যোগাযোগ ছিল। অল্প বয়সে রশিদ চলে যাওয়ায় ওর স্ত্রী, মেয়ে ও ছেলে ভেঙে পড়েছে। এখন থেকে আমি ওদের অভিভাবক।'' রশিদ খানের ছেলেও বাবার মতো খুব ভাল গান করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''এত অল্প বয়সে ছেলেটা পিতৃহীন হয়ে গেল। খুব ভাল গান গায়। আশাকরি, আপনারা সকলে ওকে একটু সাপোর্ট দেবেন।''

# 'আমরা এক ইঞ্চি জমি ছাড়ব না'

## জয়নগরে হুঙ্কার মুখ্যমন্ত্রীর

**দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ৯ জানুয়ারিঃ** জয়নগরে সরকারি অনুষ্ঠানের মঞ্চে একেবারে হালকা মেজাজে পাওয়া গেল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। নিজের একেবারে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় জনসংযোগ সারলেন। 'ব্র্যান্ড মমতা'-র উপর জোর দিয়ে হালকা চালে বললেন, ''জয়নগরে কেন এসেছি, জানেন? আপনাদের জয়নগরের এমএলএ (বিধায়ক) আমায় অনেক জয়নগরের মোয়া দেয়। আর আমি নিজে সেগুলো খেলে তো মোটা হয়ে যাব। তাই সেগুলো আমি সবাইকে দিয়ে দিই। যেমন এখানে বিভাস আছে, বারুইপুরের। ওর একটা ফলের বাগান আছে। ও যত ফল পাঠায়, আমি তত লোককে দিয়ে দিই। ওরা ভাবে সব হয়ত দিদি খাবে। দিদি তো একবার সকালে খায়। একটু চা-টা, সামান্য কিছু। আর রাতে একবার খায়। তাছাড়া দিদি তো অন্য কিছু খায় না। এটা আজকের নয়, অনেকদিনের।'' মমতার সেই কথা শুনে হাসি ফুটে ওঠে শ্রোতাদের মুখে। অনেকেই হাততালি দিতে থাকেন। তারইমধ্যে জয়নগরের মোয়া ব্যবসায়ীদের কুর্নিশ জানান মমতা। তিনি বলেন, ''জয়নগরের মোয়া আজ জিআই ট্যাগ পেয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত হয়েছে। আমি তার কারিগরদের সকলকে, দোকানদারকে সকলকে (কুর্নিশ জানাচ্ছি)। যাঁরা জয়নগরের মোয়া তৈরি করেন, তাঁদের বলছি, জয় হোক, জয় হোক, জয় হোক, জয় হে, জয় হে, জয় হে। আপনারা শুনলে খুশি হবেন যে আমরা জয়নগরে একটা জয়নগরের মোয়া হাব তৈরি করছি। প্রায় ২.৫ কোটি টাকা দিয়ে। তার ফলে কী হবে...যত জয়নগরের মোয়া আপনারা এক জায়গা থেকে পেয়ে যাবেন।'' মমতা জানান যে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর-১ ব্লকের সেই সরকারি অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে মোট ৪৭৪ কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন এবং শিলান্যাস করেছেন। ৭৪টি প্রকল্পের উদ্বোধন হয়েছে। শিলান্যাস করা হয়েছে ১৪৬টি প্রকল্পের। সার্বিকভাবে সোমবার এবং মঙ্গলবার মিলিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় মোট ৭০০ কোটি টাকার প্রকল্প 'উপহার' দিয়েছেন বলে দাবি করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী।

সেইসঙ্গে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আর্থিক বঞ্চনার অভিযোগও তোলেন মমতা। তিনি দাবি করেন, ভোটের সময় বিজেপি শুধুমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে ভেদাভেদ করতে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গকে প্রাপ্য টাকা দেয় না। গত দু'বছরে রাজ্যে ৭৬টি কেন্দ্রীয় দল এসেছে। তারপরও টাকা দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু এটা কাদের টাকা? এটা কেন্দ্রীয় সরকারের নিজের টাকা নয়। রাজ্য থেকে যে টাকা তুলে নিয়ে যায় কেন্দ্রীয় সরকার, সেটার স্রেফ একটা অংশ দেয়। বাকি পুরোটাই রাজ্যের টাকা। বিজেপি সরকারের প্রতি তুমুল উষ্মা প্রকাশ করে মমতা বলেন, ''আমাদের টাকা তুলে নিয়ে যাচ্ছ। আর আমাদেরই সেই টাকা দেবে না কেন? এটা কখনও হতে পারে?'' এদিন প্রশাসনিক সভা থেকে বিলকিস বানো মামলার প্রসঙ্গ তোলেন তিনি। মমতা দাবি করেছেন, বিলকিসের ধর্ষকদের ছেড়ে দেওয়ার পর মামলা করেন মহুয়াই। সেই মামলায় জয় মিলেছে, যা কার্যত তৃণমূলের জয় বলেই মানছেন সুপ্রিমো। আজ মমতা বলেন, ''বিলকিস বানো মামলায় ধর্ষকদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের দলের মহুয়া মৈত্র যিনি সাংসদ ছিলেন, ওকে জোর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তবে উনি মামলা করেছিলেন। সেই মামলার একটি পক্ষ ছিলেন মহুয়া। এটা কিন্তু তৃণমূলেরই জয়।'' এ দিন, অপরাধ প্রসঙ্গে মুখ খোলেন মমতা। তিনি অভিযোগ করেন, কেউ কেউ তাঁকে নাকি বলেছেন গুন্ডাদের নেত্রী তিনি। মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানিয়েছেন তিনি কোনও অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন না। বলেছেন, ''আমরা ধর্ষকদের প্রশ্রয় দিই না। মানুষকে বিচার দিই আমরা।'' এদিন কেন্দ্রীয় এজেন্সির বিরুদ্ধে পাল্টা প্রশ্নও তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, বাংলায় ক্ষমতায় এসে ২০১২ সালে কাশ্মীর থেকে সারদা চিটফান্ডের মালিককে গ্রেফতার করেছিল তাঁর সরকার। কিন্তু সেই চিটফান্ড তদন্তের ভার নিয়ে এজেন্সি যে সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিল, তা থেকে মানুষের টাকা এখনও ফিরিয়ে দিতে পারেনি। ভোটের আগে নকল ভিডিও তৈরি করে বিজেপি ফের বাংলায় অশান্তির পরিবেশ তৈরি করতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ''বিজেপির সোশ্যাল নেটওয়ার্ক থেকে উল্টো পাল্টা ভিডিও ছড়াতে পারে। ওসব দেখে বিশ্বাস করবেন না। ওরা নাটক তৈরি করে। পাল্টা ভিডিও করুন। পুলিশে ডায়েরি করুন। আমরা অ্যাকশন নেব।'' নির্দিষ্ট ভাবে কোনও এজেন্সির নাম না করেও মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, ''বাড়িতে সোনা দানা রাখবেন কী করে! ইঁদুর-চামচিকেরা পাড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সব লুঠ করে নিয়ে যাবে। সিজারলিস্টও পাবেন না।'' মমতা বলেন, ''আসলে তৃণমূলকে ভয় পায়, তাই বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাজিয়ে নাটক করে গ্রেফতার করা হচ্ছে। ভাবছে এভাবে এলাকা খালি করে বিজেপি ডুগডুগি বাজাবে। কিন্তু অত সহজ নয়। আমরা বিনাযুদ্ধে এক ইঞ্চি জমি ছাড়ব না।''

## মাথা তুলবে ৩৮ তলা 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার', ব্লু প্রিন্ট দিলেন ফিরহাদ হাকিম

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জানুয়ারিঃ** ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার বললে আমেরিকার বিখ্যাত বহুতলের ছবি এখনও ভাসে সবার চোখে। ২০০১ সালে জঙ্গি হামলায় ভেঙে পড়ে সেই বহুতল। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন কলকাতাতেও এবার তৈরি হবে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার। শিল্প ও বাণিজ্যে নতুন দিশা দেখাবে সেই সেন্টার, এমনই দাবি করেছিলেন তিনি। তার জন্য গত বছর ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার থেকে প্রতিনিধিরাও এসেছিলেন শহরে। অবশেষে সেই সেন্টার তৈরির জন্য আন্তর্জাতিক স্তর থেকে ছাড়পত্র পেল রাজ্য সরকার। মঙ্গলবারই এ কথা জানিয়েছেন, কলকাতা পুরনিগমের মেয়র তথা হিডকোর চেয়ারম্যান ফিরহাদ হাকিম। তিনি জানিয়েছেন, ঠিক কোথায় তৈরি হবে সেই সেন্টার, কী কী থাকবে সেখানে। মোট ১৯ কোটি টাকা খরচে ওই ভবন তৈরি হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

এদিন হিডকোতে বোর্ড মিটিং করেন ফিরহাদ। সেখানেই এই বহুতল তৈরির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এরপর তিনি ওই ভবনের ব্লু প্রিন্ট প্রকাশ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, নিউ টাউনের সিবিডিতে তৈরি করা হবে এই নয়া বহুতল বাণিজ্যিক কেন্দ্রটি। চার বছর সময়সীমা ধার্য করা হয়েছে এই বাণিজ্যিক হাব তৈরির কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য। মোট ১৯ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হবে বলে এই বাণিজ্যকেন্দ্র। ৩৮ তলা তৈরি করা হবে। ৪ একর জমির ওপর এই নয়া ভবন তৈরি হবে। জানা গিয়েছে, এই বাণিজ্যিক কেন্দ্রে থাকবে বেসরকারি অফিস, বেশ কয়েকটি বড় বড় কনফারেন্স হল, ইটারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার, বিভিন্ন বেসরকারি ব্যাঙ্কের অফিস। মন্ত্রী এদিন উল্লেখ করেন, গোটা বিশ্বে এখন জায়গার খুব অভাব। কলকাতাতেও একই অবস্থা। তাই ভার্টিক্যাল এক্সপ্যানশন চলছে বিশ্বজুড়ে। জায়গার অভাব কমাতে এই ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারও ভার্টিক্যালি তৈরি করা হচ্ছে। অর্থাৎ জায়গা কম থাকায় বেশি উঁচু করা হচ্ছে ভবনটি।

## 'তিন মূর্তি'র বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর অভিযোগ, সিবিআই-কে সময় বেঁধে দিলেন বিচারপতি

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জানুয়ারিঃ** নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নাম জড়ানোর পর বর্তমানে জেলে বন্দি তাপস মণ্ডল, কুন্তল ঘোষ ও নীলাদ্রি ঘোষ। কিন্তু জেলে যাওয়ার পরও এদের বিরুদ্ধে অভিযোগের খামতি নেই। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় সংস্থা মুখ বন্ধ খামে কলকাতা হাইকোর্টে যে রিপোর্ট পেশ করেছে, তা দেখে দ্রুত এই তিনজনের বিরুদ্ধে চার্জ ফ্রেম করার নির্দেশ দিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। ২০১৬ সালের স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত মামলায় এদিন রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে। রিপোর্টে জানা গিয়েছে, তিনজনের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দিয়েছে সিবিআই। কতদিনের মধ্যে চার্জ ফ্রেম করতে হবে, সেটাও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এদিন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, এই তিনজন ট্রায়ালে দেরি করার চেষ্টা করেছেন। এদের জন্য অন্তত পক্ষে ৬ মাস পিছিয়ে গিয়েছে চার্জশিট জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া। বিচারপতি নির্দেশ দিয়েছেন, এই তিনজন নিম্ন আদালতে কোনও আবেদন করলে হাইকোর্টে তা জানাতে হবে। নিম্ন আবেদন আদালত শুনতে পারবে না। সিবিআই জানিয়েছে, দুর্নীতিতে এই তিনজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। চার্জ ফ্রেম করার জন্য ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে। কেন এতদিন চার্জ ফ্রেম করা হল না? এদিন কেন্দ্রীয় সংস্থার কাছে তা জানতে চেয়েছেন বিচারপতি। সিবিআই জানিয়েছে, কিছু অভিযুক্ত মামলা করায় তা সম্ভব হচ্ছে না। এই মামলায় কী অগ্রগতি হল, আগামী ১১ জানুয়ারি তার রিপোর্ট দেবে সিবিআই। উল্লেখ্য, অভিযুক্ত কুন্তল ঘোষ বন্দি থাকাকালীন খোদ কেন্দ্রীয় সংস্থার বিরুদ্ধেই অভিযোগ তুলেছিলেন। হেনস্থার অভিযোগ তুলে থানার দ্বারস্থও হয়েছিলেন তিনি। সেই মামলা গড়ায় হাইকোর্ট পর্যন্ত।

## শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে সিবিআই-এনআইএ তদন্তের দাবি, হাইকোর্টে মামলা দায়ের

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জানুয়ারিঃ** সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শাহজানের শেখের বিরুদ্ধে এবার খুনের অভিযোগ। ওই অভিযোগের নতুন করে সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ দুই পরিবার। সিবিআই ও এনআইএ তদন্তের দাবি জানিয়ে দ্বারস্থ পদ্মা মণ্ডল এবং সুপ্রিয়া মণ্ডল। মামলা দায়েরের অনুমতি চেয়ে আদালতে পদ্মা-সুপ্রিয়া। বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত মামলা দায়েরের অনুমতি দেন। ২০১৯ সালের ৬ জুন সন্দেশখালিরই বাসিন্দা প্রদীপ মণ্ডল, দেবদাস মণ্ডল এবং সুকান্ত মণ্ডল খুন হন। ওই ঘটনায় চার্জশিটে নাম ছিল শাহজাহান শেখের। সিআইডি তদন্ত করে চার্জশিট থেকে তাঁর নাম বাদ দেওয়া হয়। আগামী ১১ জানুয়ারি মামলার শুনানির সম্ভবনা রয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে সন্দেশখালিতে খুন হয়েছিলেন তিন বিজেপি কর্মী। শুভেন্দুর দাবি, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে ওই

এলাকাতে সমান্তরালভাবে প্রভাব ছড়াচ্ছিল বিজেপির। এলাকার ওই তিন বিজেপি কর্মী সংগঠনের বিষয়টি দেখতেন। তার জেরেই তাঁদের পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এই বিষয়টি নিয়ে সুর চড়ান। প্রথম থেকেই এই মামলায় মূল অভিযুক্তদের তালিকায় ছিলেন শেখ শাহজাহান। কিন্তু দেখা যায়, পরে যখন চার্জশিট তৈরি করা হয়, তাতে নাম ছিল না শেখ শাহজাহানের। এবার চার বছর পর নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে এই খুনের মামলা। উঠছে সিবিআই ও এনআইএ তদন্তের দাবি।

### বামেদের ব্রিগেড আত্মবিশ্বাস জোগাচ্ছে বিজেপি-কেই!

## নেতৃত্বের মুখে ফাঁস সুপ্ত সমীকরণ

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জানুয়ারিঃ** সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই ব্রিগেড সমাবেশ দেখিয়ে দিয়েছে জনসমর্থন কাকে বলে! কিন্তু গত রবিবারের ব্রিগেড সমাবেশের গুরুত্ব নেই বিজেপি-র নেতাদের কাছে। সূত্রের খবর, ব্রিগেড সমাবেশের লোকসমাগম নিয়ে দলের কর্মী-সমর্থকদের উদ্বিগ্ন হতে বারণ করছেন বিজেপি-র নেতারা। বরং তাঁদের পরামর্শ, দলের যে সব কর্মসূচি রয়েছে, তা ঠিক ভাবে পালন করতে। দলের কর্মীদের উদ্দেশে রাজ্য নেতারা বলছেন, গত ১৩ বছরে বামেদের ব্রিগেড সমাবেশে যত লোক হয়েছে, তত ভোট কমেছে। তাই ব্রিগেডের সমাবেশে লোকসমাগম দেখে ঘাবড়ানোর দরকার নেই। বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ''বামেদের উত্থান হচ্ছে বিশ্বাস করি না। বামেরা গৃহীত, পরীক্ষিত, প্রমাণিত। বামেদের মানুষ চিনে ফেলেছে। এই মুখোশকে কটা মুখ দিয়ে ঢেকে ফেলা যাবে না। তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই দিতে

পারে বিজেপি। তাই মানুষ ক্ষোভ উগরে দিতে ব্রিগেডে এসেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তৃণমূলকে হারাতে ভোট দেবেন বিজেপিকেই। বিজেপি ছাড়া ভোট অন্য জায়গায় যাবে না।'' অন্য দিকে বিজেপি নেতা রাহুল সিনহার বক্তব্য, ''৩৪ বছরের সরকারে যেদিন পরাস্ত হয়েছিল, সে বছরের ব্রিগেডের ভিড় মনে করে দেখুন। সিপিএমের জীবনের সবচেয়ে বড় ব্রিগেড ছিল সেটা। আর সিপিএমের জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃসময়ও ছিল সেটা।'' বিজেপি অন্য একটি সূত্রে খবর, ব্রিগেডের সমাবেশ দেখে গেরুয়া শিবির কিন্তু চাপে রয়েছে। যে দলটা কার্যত লোকসভা বিধানসভায় শূন্য, তাহলে কোন মহিমায় এত মানুষ চলে এল? কিন্তু বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব বলছে, ব্রিগেডের ভিড় দেখে চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই। শীর্ষ নেতৃত্ব যে অ্যাসাইনমেন্ট দিচ্ছে, সেটা বাস্তবায়িত করলেই, বামেদের ভোট বিজেপিই পাবে। যেমন একুশের নির্বাচনে রাজনৈতিক মহলের অনেকেরই ব্যাখ্যা ছিল, বামেদের অনেকটা ভোট কেটেছিল বিজেপিই। তাই দলীয় কর্মীদের মনের ধোঁয়াশা কাটাতে শীর্ষ নেতৃত্ব দিচ্ছেন দাওয়াই।

## নবান্নের কাছে রিপোর্ট তলব শাহের মন্ত্রকের

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জানুয়ারিঃ** সন্দেশখালির ঘটনায় এবার আরও চাপে রাজ্য সরকার। ঘটনার পাঁচ দিনের মাথায় রিপোর্ট তলব করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। সংবাদসংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর, এনফোর্সমেন্ট আধিকারিকাদের কেন আক্রান্ত হতে হল, তা নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে ইতিমধ্যেই রিপোর্ট চেয়েছে কেন্দ্র। গত শুক্রবার ওই ঘটনার পরই কেন্দ্রীয় বাহিনী তথা সিআরপিএফ রিপোর্ট পাঠিয়েছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে। এছাড়া, ইডি-র সদর দফতরে রিপোর্ট পেশ করেছিলেন আক্রান্ত ইডি অফিসাররা। তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশি অভিযানে গিয়েই আক্রান্ত হতে হয় ইডি-কে। মাথা ফাটে দুই আধিকারিকের। পরে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয় তাঁদের। এই ঘটনায় তোলপাড় হয়েছে রাজ্য রাজনীতি। প্রায় ৫ দিন কেটে যাওয়ার পরও শেখ শাহজাহান কেন অধরা, তা নিয়ে রাজ্য পুলিশকেই নিশানা করেছেন রাজ্যপাল। অর্থাৎ রাজ্যের দিকেই আঙুল উঠেছে প্রথম দিন থেকে।

## লোকসভা ভোটের আগে ডায়মন্ড হারবারে বিশেষ বৈঠকে অভিষেক

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জানুয়ারিঃ** নির্বাচনের আর খুব বেশিদিন বাকি নেই। মাস কয়েকের মধ্যেই হবে লোকসভা নির্বাচন। তার আগে দফায় দফায় রাজ্য জুড়ে হচ্ছে তৃণমূলের বৈঠক। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি জেলায় বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে। এবার রিভিউ বৈঠকে বসতে চলেছেন ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এর আগেও রিভিউ মিটিং করেছেন অভিষেক। তবে ভোটের আগে এই বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই জেলা ধরে ধরে বৈঠক করতে শুরু করেছে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। অভিষেকের বৈঠকে দলের নেতারা ছাড়াও উপস্থিত থাকবেন জেলা শাসক, বিডিও, জেলা পরিষদ সদস্য, পঞ্চায়েত প্রধান ও পুর প্রধান, পঞ্চায়েত সভাপতিরাও। সাধারণত সমগ্র জেলার বৈঠক হলে তখনই জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা উপস্থিত থাকেন। তবে এ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র একটি লোকসভা কেন্দ্রের বৈঠক হলেও সেখানে দেখা যাবে তাঁদের। থাকবেন দলের সব বিধায়কও। আমতলায় নব নির্মিত অডিটোরিয়ামে হবে ওই বৈঠক। ওই

কেন্দ্র থেকে পরপর দুবার জয়ী হয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার তিনি যদি ওই কেন্দ্র থেকে লড়েন, তাহলে তৃতীয়বারের জন্য টিকিট পাবেন তিনি। বর্তমানে অভিষেক দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের পদ সামলাচ্ছেন। ওই কেন্দ্রে অন্যান্য বিরোধী দল কাদের টিকিট দেবে, তা নিয়েও জল্পনা রয়েছে। উঠে এসেছে আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর নামও। রাজনৈতিক মহলের একাংশ বলছে, গত পাঁচ বছরে পরিস্থিতি বদলেছে অনেক। একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে শাসক দলের একাধিক নেতার বিরুদ্ধে। এই পরিস্থিতিতে লোকসভা ভোটে শাসকদলের রণকৌশল কী হবে, সেটাই দেখার।

# শিক্ষা দুর্নীতির শেষ চার্জশিটে পার্থ ঘনিষ্ঠ ২জনের নাম রাখল সিবিআই, শুনানি শুরু ১৫ জানুয়ারি

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জানুয়ারিঃ** প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষায় নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে শেষ তথা চূড়ান্ত চার্জশিট আদালতে পেশ করেছে সিবিআই। এই সর্বশেষ চার্জশিটে পার্থ চট্টোপাধ্যায় ছাড়াও দু'জন অভিযুক্তর নাম রাখল কেন্দ্রীয় তদন্ত এজেন্সি। তাঁদের একজন হলেন, স্কুল সার্ভিস কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান শর্মিলা মিত্র এবং মন্ত্রী পদে থাকাকালীন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের প্রাইভেট সেক্রেটারি সুকান্ত আচার্য। রাজনৈতিক মহলের অনেকের বলেন, ২০১৮ সালে এই শর্মিলা মিত্রর জন্যই স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন সুবীরেশ ভট্টাচার্য। তারপর সুবীরেশের জায়গায় বেহালা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শর্মিলাকে এসএসসির চেয়ারম্যান করেছিল শিক্ষা দফতর। আর ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বেহালা পশ্চিম থেকে ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সেখানে রিটার্নিং অফিসার ছিলেন সুকান্ত আচার্য। ভোটে জিতে মন্ত্রী হওয়ার পরে তাঁকেই সেক্রেটারি করে আনেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। গত নভেম্বর মাসে সুপ্রিম কোর্ট একটি রায়ে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিল

যে দু'মাসের মধ্যে শিক্ষা-নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত শেষ করতে হবে। এই দুর্নীতি কাণ্ডে ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম চার্জশিট পেশ করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্ত এজেন্সি। সিবিআইয়ের পেশ করা সেই চার্জশিটে স্কুল সার্ভিস কমিশনের উপদেষ্টা শান্তি প্রসাদ সিনহা, কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান সৌমিত্র সরকার, প্রোগ্রাম অফিসার সমরজিৎ আচার্য, সচিব অশোক কুমার সাহা এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদের চেয়ারম্যান কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম ছিল। যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও যাঁরা বেআইনি চাকরি পেয়েছিলেন বলে অভিযোগ এমন কয়েকজন প্রার্থীর নাম ছিল ওই চার্জশিটে। এর পর সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট পেশ করে সুব্রত সামন্ত রায় এবং প্রসন্ন কুমার রায় নামে দুই ফড়ের নাম রাখা হয়। এর পরের চার্জশিটে প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নাম রাখে সিবিআই। সিবিআই সূত্রে বলা হচ্ছে, হিসাব মতো নিয়োগ দুর্নীতির চার্জশিটে থাকা অভিযুক্তদের নাম ও পদ পর পর সাজালে দেখা যাবে বট গাছের মতো। যার শিকড়ে নাম পাওয়া যাবে পার্থ চট্টোপাধ্যায়, মানিক ভট্টাচার্যদের। তার পর স্কুল সার্ভিস কমিশন, প্রাথমিক পর্ষদ, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান, সচিব, উপদেষ্টা মায় প্রভাবশালীদের একটা বড় চক্র ছিল। সেই চক্রের সঙ্গে নিচের তলায় জড়িয়ে ছিলেন কিছু অফিসার, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মী, ফড়ে ইত্যাদি। সব মিলিয়ে অভিযুক্তদের লম্বা তালিকা। চূড়ান্ত চার্জশিট পেশ করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আদালতের কাছে আর্জি জানিয়েছে সিবিআই। এ ব্যাপারে ১৫ জানুয়ারি থেকে শুনানি শুরু হবে বলে জানিয়েছে আদালত।

# ভারতের বিদেশনীতি রূপায়নে এস জয়শঙ্করের উৎসর্গ ও অবদান অনুকরণীয়ঃ প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি ঃ ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্করকে তাঁর জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুভেচ্ছা বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, ভারতের বিদেশনীতি রূপায়নে এস জয়শঙ্করের উৎসর্গ ও অবদান অনুকরণীয়। মঙ্গলবার, ৯ জানুয়ারি ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্করের ৬৯-তম জন্মবার্ষিকী। এদিন সকালে এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, ডঃ এস জয়শঙ্করকে তাঁর জন্মদিনে শুভেচ্ছা। ভারতের বিদেশনীতি রূপায়নে এস জয়শঙ্করের উৎসর্গ ও অবদান অনুকরণীয়। এই বছর তাঁর জীবনে আরও সাফল্য এবং সুস্বাস্থ্য নিয়ে আসুক, যাতে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের দেশের সেবা চালিয়ে যেতে পারেন। প্রধানমন্ত্রীর থেকে শুভেচ্ছা পেয়ে আপ্লুত জয়শঙ্কর। এক্স মাধ্যমেই জয়শঙ্কর জানিয়েছেন, জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানোর জন্য ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী। আমাদের দেশের প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়নের জন্য কাজ করার সময় আপনার দৃষ্টিভঙ্গি একটি ধ্রুবক অনুপ্রেরণা।

## ভারতের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে সংরক্ষণে প্রবাসী ভারতীয়দের নিষ্ঠা প্রশংসনীয়ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি ঃ প্রবাসী ভারতীয় দিবস উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার সকালে সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রবাসী ভারতীয় দিবসের শুভেচ্ছা বার্তায় জানিয়েছেন, প্রবাসী ভারতীয় দিবস দিনটি, বিশ্বব্যাপী প্রবাসী ভারতীযদের অবদান এবং তাঁদের কৃতিত্ব উদযাপন করার একটি দিন।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও জানিয়েছেন, ভারতের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ এবং বৈশ্বিক সম্পর্ক জোরদার করার প্রতি প্রবাসী ভারতীয়দের নিষ্ঠা প্রশংসনীয়। তাঁরা বিশ্বজুড়ে ভারতের চেতনাকে মূর্ত করেন, একতা এবং বৈচিত্র্যের বোধকে লালন করেন।

## দেশ বাঁচাও' এটাই আইএনডিআই জোটের একমাত্র সংকল্পঃডি রাজা

পাটনা, ৯ জানুয়ারি ঃদেশকে বাঁচানোই আইএনডিআই জোটের একমাত্র লক্ষ্য। জোর দিয়ে বললেন সিপিআই-এর সাধারণ সম্পাদক ডি রাজা। মঙ্গলবার পাটনায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে ডি রাজা বলেছেন, 'দেশ বাঁচাও' এটাই আইএনডিআই জোটের একমাত্র

সংকল্প। তিনি বলেছেন, আইএনডিআই জোট এবং এর সমস্ত সঙ্গীদের একটিই সংকল্প রয়েছে যা হল 'দেশ বাঁচাও'। দেশকে বাঁচাতে হলে বিজেপিকে হারাতে হবে। তাই সাধারণ সংকল্প হল 'দেশ বাঁচাও, বিজেপি হটাও'।২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন নিয়ে আলোচনার জন্য পাটনায় দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকের পরে সিপিএ-এর সাধারণ সম্পাদক ডি রাজা আরও বলেছেন, আমাদের দেশকে বাঁচাতে হলে, বিজেপিকে হারাতেই হবে। তাই আইএনডিআই জোটের প্রধান সংকল্প হল 'দেশ বাঁচাও, বিজেপি হটাও'।

## তিমুর-লেস্তের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষা মোদীর, প্রধানমন্ত্রী জানালেন চমকার বৈঠক হয়েছে

গান্ধীনগর, ৯ জানুয়ারি ঃগুজরাটের গান্ধীনগরে মঙ্গলবার তিমুর-লেস্তের প্রেসিডেন্ট জোসে রামোস-হোর্তার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার তিমুর-লেস্তের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক নানা বিষয়ে কথা বলেছেন মোদী। এই বৈঠক সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজের এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন। মোদী জানান, তিমুর-লেস্তের প্রেসিডেন্ট জোসে রামোস-হোর্তার সঙ্গে চমকার বৈঠক হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী মোদী এক্স-এ টুইট করে জানিয়েছেন, আমাদের বৈঠকটি গান্ধীনগরের মহাত্মা মন্দিরে হয়েছে, রাষ্ট্রপতি হোর্তার জীবন ও কাজের উপর গান্ধীজির প্রভাব বিবেচনা করে এই বৈঠক আরও বিশেষ করে তোলে। আমরা দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আরও এগিয়ে নেওয়ার উপায় নিয়ে আলোচনা করেছি।

## বাতিল হচ্ছে অযোধ্যায় রামলালার দর্শন অনুষ্ঠান, কারণ জানেন?

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ অতিরিক্ত ভিারে আশঙ্কায় বাতিল হচ্ছে অযোধ্যায় রামলালার দর্শন অনুষ্ঠান। আগামী ১৭ জানুয়ারি একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল অযোধ্যায়। যেখানে প্রাণ প্রতিষ্ঠার আগেই রামলালার দর্শনের সুযোগ পেতেন ভক্তরা। গোটা শহরে রামলালার মূর্তি নিয়ে পদযাত্রার আয়োজন করেছিল ট্রাস্ট। কিন্তু, নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রেখে সেই পদযাত্রা বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। তবে ভক্তদের নিরাশ করছে না শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট। নির্ধারিত দিনেই জন্মভূমি প্রাঙ্গনের ভিতরে রামলালার নবনির্মিত মূর্তি দর্শনের সুযোগ মিলবে। ১৭ জানুয়ারি রাম জন্মভূমির অন্দরেই রামলালার মূর্তি নিয়ে হবে পদযাত্রা। ট্রাস্টের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, ভিড়ের কথা মাথায় রেখেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অযোধ্যার সিটি ট্যুর বাতিল করে জন্মভূমির প্রাঙ্গনেই রামলালার মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা হবে। তবে মোতায়েন থাকবে পর্যাপ্ত নিরাপত্তারক্ষী।অযোধ্যার জেলাশাসকের মতে, রামলালার দর্শন পেতে কেবলমাত্র স্থানীয়রাই নয়, দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসবেন রাম ভক্তরা। ফলে মাত্রাতিরিক্ত ভিড়ের আশঙ্কা করা হচ্ছে। এতে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে, যে কোনও মুহূর্তে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যেতে পারে। পদপিষ্ট হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলেও আশঙ্কা। ফলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই ১৭ জানুয়ারি রামলালার অযোধ্যা সিটি ট্যুরের অনুষ্ঠান বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। রামলালাকে এক ঝলক দর্শনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন সকলে। যদিও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রাম মন্দির ট্রাস্টের পক্ষ থেকে বারবার হাতজোড় করে সকলের কাছে ২২ জানুয়ারির অনুষ্ঠানে ভক্তদের না আসার অনুরোধ জানানো হয়েছে। সুরক্ষার বিষয়টি মাথায় রেখেই এমনটা জানিয়েছেন তাঁরা। নরেন্দ্র মোদী সকলকে ওইদিন বাড়িতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে দীপাবলি উৎসব পালনের আর্জি জানিয়েছেন। বছরের যে কোনও অন্য সময় অযোধ্যায় গেলেও ২২ জানুয়ারি যেন কেউ না যান, এমনটাই বারবার অনুরোধ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

## জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার প্রদান করলেন রাষ্ট্রপতি, অর্জুন পুরস্কার পেলেন মহম্মদ শামি

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি ঃরাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভারতের ক্রীড়া জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের মর্যাদাপূর্ণ জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার প্রদান করেছেন। অর্জুন পুরস্কার পেয়েছেন দাবাড়ু গ্র্যান্ড মাস্টার আর বৈশালী এবং ক্রিকেটার মহম্মদ শামি। রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতির হাত থেকে অর্জুন পুরস্কার গ্রহণ করেছেন ওজস প্রবীণ দেওতালে।এছাড়াও অর্জুন পুরস্কার পেয়েছেন প্যারা তিরন্দাজ শীতল দেবী। ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় চিরাগ সি শেঠি এবং সাত্বিক সাই রাজ রঙ্কিরেড্ডি দেশের সর্বোচ্চ ক্রীড়া সম্মান মেজর ধ্যানচাঁদ খেল রত্ন পুরস্কারে সম্মানিত হচ্ছেন। এদিন ২৬ জন ক্রীড়াবিদ অর্জুন পুরস্কার গ্রহণ করবেন। আটজন কোচকে দ্রোণাচার্য পুরস্কার দেওয়া হবে।

## পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১০জানুয়ারি ঃবুধবার, ২৪পৌষ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১০জানুয়ারি, ২০২৩, ৫৩৮ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ২৪পৌষ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসূধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সম্বৎ, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ২৪পৌষ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ২৪পৌষ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)শুক্ল পক্ষ তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭ঃ৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃঅশ্বী রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫ঃ৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭ঃ৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

## আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি মঙ্গলবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ২১মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ০৫ মিনিটে।

## মাথাভাঙ্গার লজে উদ্ধার মালদার শ্রমিকের দেহ

আমিরুল ইসলাম,হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদাঃমাথাভাঙ্গার একটি হোটেলের দরজা ভেঙে মালদার এক পরিযায়ী শ্রমিককে গত রবিবার রাতে পুলিশ উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করলে ওই রাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃতের নাম মহম্মদ জাহাঙ্গির (৩৫)। ওই শ্রমিক হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মিলনগরের বাসিন্দা। দত শনিবার বেলা ১১টা নাগাদ মাথাভাঙ্গার একটি বেসরকারি লজে ওঠেন তিনি। রবিবার দুপুরে খেয়েদেয়ে ঘরে ঢুকে আর ঘর থেকে না বেরোনোয় বিষয়টি লজকর্মীদের নজরে আসে। ডাকাডাকি করে কোনও সা।া না পেয়ে মাথাভাঙ্গা থানায় খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘরের দরজা ভেঙে অচৈতন্য অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে। মাথাভাঙ্গা থানার আইসি ভাস্কর প্রধান জানান, রাতেই হাসপাতালে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য সোমবার মাথাভাঙ্গা মর্গে পাঠানো হয়েছে। সোমবার সন্ধে পর্যন্ত মৃতের পরিবারের তরফে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি।হাসপাতালের চিকিৎসক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'অচৈতন্য অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে রবিবার রাতে হাসপাতালে আনা হয়েছিল। ফলে কী কারণে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে তা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট ছা।া বলা সম্ভব নয়।'মৃত্যুর খবর পেয়ে সোমবার মাথাভাঙ্গায় আসেন তাঁর আত্মীয় আবু হায়াত। তিনি বলেন, গত ২০ ডিসেম্বর জাহাঙ্গির কাজের জন্য কেরল যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বের হন। কেরলে তিনি গিয়েছেন কি না তা জানা নেই আবু হায়াতের। তিনি জানান, মিলনগড় গ্রামে তাঁর স্ত্রী-পুত্র থাকা সত্য এলাকারই একটি মেয়ে যার বিয়ে কোচবিহারে হয়েছিল তার সঙ্গে সম্পর্কে ছিল জাহাঙ্গির। কোচবিহারে ওই মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে এসেই মাথাভাঙ্গার লজে উঠেছিলেন। আমাদের সন্দেহ এই মৃত্যুর পিছনে ওই মেয়েটির হাত রয়েছে।এদিন মাথাভাঙ্গা মর্গে ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

## পৌষ পার্বণের আগে মাটির সরা বানাতে ব্যস্ত জেলার মৃৎশিল্পীরা

জয়দীপ মৈত্র,দক্ষিণ দিনাজপুরঃশীত মানেই নলেন গুঁড়ের মিষ্টি সুবাস। শীত মানেই পিঠে-পায়েস। আর পিঠে পায়েসের উৎসব মানেই পৌষ পার্বণ। পৌষ পার্বণের দিন এগিয়ে আসার সাথে সাথেই মৃত্ শিল্পীদের ব্যস্ততা তুঙ্গে। কয়েকদিন ধরেই চরম ব্যস্ততায় নাওয়া-খাওয়া প্রায় ভুলেই গিয়েছেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মৃত্ শিল্পীরা। বাঙালীর বারো মাসে তেরো পার্বণের অন্যতম পার্বণ হল পৌষপার্বণ।'মাসিমা মালপোয়া খামু' বাংলা সিনেমায় এই বিখ্যাত প্রবাদ যা প্রতিটি বাঙালী বাড়ির অন্দরমহলের অন্তর্নিহিত কথা সেই সময় সিনেমায় প্রকাশ পেয়েছিল। এখনও শীতের সময়টাতে প্রতিটি বাঙালীকে পিঠে পুলির উৎসব অর্থাৎ পৌষ পার্বণ উৎসবে মেতে উঠতে দেখা যায়। পূর্বে শহর থেকে গ্রাম একান্নবর্তী পরিবার ছিল সর্বত্রই। ঠাকুরমা, মাসিমা, দিদিমারা প্রতি বছর শীত পড়তেই ঢেঁকিতে চালের গুঁড়া তৈরি করে রৌদ্রে শুকিয়ে তা কৌটোযাত করতেন। আর পৌষ পার্বণের দিনে বাড়ির মহিলারা সকাল থেকেই গোটা বাড়ি গোবর দিয়ে লেপে সুন্দর সুন্দর আলপনা আঁকতেন। দুপুর হতে না হতেই চালের গুঁড়োর সাথে চিনি অথবা নলেন গুড় অর্থাৎ খেজুরের গুড় মিশিয়ে পিঠে পুলি তৈরির উপকরণ তৈরি করে ফেলতেন। পৌষ সংক্রান্তির দিন সন্ধে হতেই গৃহস্থ বাড়িতে শুরু হয়ে যেত রকমারী পিঠে পুলি বানানোর কাজ। এই পিঠে পুলি তৈরি করতে প্রয়োজন মাটির তৈরি সরা। এটি তৈরি করতে বেশ কয়েকদিন ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম যাচ্ছেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন পাল পাড়ার মৃত্ শিল্পীরা। শীতের শৈত্য প্রবাহকে উপেক্ষা করে এঁটেল মাটির সাথে প্রয়োজন মতো জল মিশিয়ে বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে সেই মাটিকে মাখিয়ে সরা তৈরির উপযোগী করে তোলা হয়। এরপর নরম মাটিকে সাঁচে ফেলে বিভিন্ন আকৃতির সরা তৈরি করা হয়। কোনও সরার নাম এক খুঁটির সরা আবার কোনটা সাত খুঁটির সরা। প্রতিটি সরার জন্য একটি করে মাটির ঢাকনাও তৈরি করেন মৃৎশল্পীরা। চলতি ভাষায় এটি ঢাকন নামে পরিচিত।এরপর সেই সরাগুলিকে রৌদ্রে শুকিয়ে আগুনে পোড়ানো হয়। তারপর সেগুলিকে একটি একটি করে বাছাই করে তা পাইকারি ও খুচরো হিসেবে বিক্রি করা হয়। আকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের সরা সহ ঢাকনার দামও বিভিন্ন রকম হয়। জেলার গঙ্গারামপুরের মৃত্ শিল্পী লক্ষ্মী পাল, কল্পনা পালরা জানান, শীতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে সরা, ঢাকন তৈরি করলেও এখন আর আগের মত সরা-ঢাকনের চাহিদা নেই। কারণ বর্তমানে শীতের দিনগুলিতে হাটে-বাজারে পিঠে-পুলি বিক্রি হয়।বাড়িতে পিঠে পুলি বানানো এখন আর অনেকেই নিজের ঘাড়ে নিতে চান না। জেলার আরেক মৃত্ শিল্পী দীনেশ পাল, দেবেন্দ্র পালরা জানান, 'সরা, ঢাকন বিক্রি আগের থেকে অনেক কমে গেছে।তার উপর মাটি সহ জ্বালানী খরচ বাড়লেও সেই অনুপাতে সরা, ঢাকনের দাম পাওয়া যায় না। বাপ ঠাকুরদার ব্যবসা ঠিকিয়ে রাখতে আমরা এই পেশাকে আঁকড়ে ধরে থাকলেও নতুন প্রজন্ম এই পেশা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে'। তবে পৌষ পার্বণের আগে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন মৃৎশিল্পীরা মাটি সরা বানাতে ব্যস্ত।

## সন্দেশখালি, বনগাঁকাণ্ডের পর সিজিও কমপ্লেক্সে জরুরি বৈঠক! থাকছেন ইডি ডিরেক্টর

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সোমবার মাঝরাতে শহরে এসেছেন ইডি-র ডিরেক্টর রাহুল নবীন।মঙ্গলবার দুপুরে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি দপ্তরে হাই প্রোফাইল বৈঠকে বসেন আধিকারিকরা।প্রসঙ্গত, সন্দেশখালিতে ইডি আধিকারিকরা আক্রান্ত হওয়ার পর থেকেই অপরাধীদের ধরতে যথেষ্ট তপর কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। আর সে কারনেই এই বিশেষ বৈঠক বলেই মনে করা হচ্ছে। সূত্রের খবর, রাহুল নবীন ছাড়া বৈঠকে রয়েছেন স্পেশাল ডিরেক্টর সুভাষ আগরওয়াল, অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর বিনোদ শর্মা, রেশন দুর্নীতির তদন্তকারী আধিকারিকরা, সিআইএসএফ আইজি, সিআরপিএফ আইজি বীরেন্দ্র কুমার শর্মা, প্রিন্সিপাল ডিরেক্টর, আযকর দপ্তর পঙ্কজ কুমার। আলোচনার বিষয় মূলত একটাই, কীভাবে বাগে আনা যাবে শেখ শাহজাহানকে। সেই উপায়ই খুঁজে বের করতে ইডি দপ্তরে এই হাই প্রোফাইল বৈঠক। রেশন দুর্নীতির তদন্তে গত শুক্রবার সকালে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ' তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের বাড়িতে যান ইডি আধিকারিকরা। তাঁর অনুগামীদের হাতে আক্রান্ত হন তিন ইডি আধিকারিক। তার পর থেকে তুঙ্গে রাজনৈতিক চাপানউতোর। তবে গন্ডগোলের মাঝে আচমকা ' শাহজাহান। সরবেড়িয়ার আকুঞ্জবেড়িয়ার বাড়িতে নেই তৃণমূল নেতা। প্রাথমিকভাবে ইডির অনুমান, কাঁটাতার পেরিয়ে বাংলাদেশে চলে গিয়েছেন তিনি। আইবি এবং বিএসএফকে সতর্ক করেছে ইডি। পরে বনগাঁতেও ইডির উপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। সেখানে বনগাঁর প্রাক্তন পুরপ্রধান শঙ্কর আঢ্যের বাড়িতে একই মামলায় তল্লাশি চালাচ্ছিল ইডি। তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়ার সময়ে ইডির কনভয়ে হামলা চলে। এসবের পর শাহজাহানকে বাগে আনতে মরিয়া কেঃদ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এদিনের বৈঠক থেকে তার কৌশল ঠিক হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

## সাগরমেলার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করছে রাজ্য পরিবহন দফতর! কী সুবিধা পাবেন জানেন ?

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ আগামী ১২ জানুয়ারি থেকে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত গঙ্গাসাগর মেলায় আগত পুণ্যার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য বিশেষ ট্রেন এবং বাসের ব্যবস্থা করছে রাজ্য সরকার। পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশন আগামী ১২ জানুয়ারি থেকে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত তীর্থযাত্রীদের জন্য বিশেষ ট্রেন পরিষেবার ব্যবস্থা করেছে। রেল সূত্রের খবর, বেশ কিছু লোকাল ট্রেনের যাত্রাপথ দীর্ঘ করা হচ্ছে। একটি নামখানা-লক্ষ্মীকান্তপুর লোকালকে শিয়ালদহ পর্যন্ত চালানো হবে। লক্ষ্মীকান্তপুর-নামখানা শাখায় রবিবার যে সব লোকাল ট্রেন চলে না, মেলা চলাকালীন সেগুলিও সচল রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।একটি করে নামখানা-লক্ষ্মীকান্তপুর এবং বালিগঞ্জ-মাঝেরহাট লোকালের পথ সামান্য বদল করে সেগুলি শিয়ালদহ পর্যন্ত চালানো হবে। এ ছাড়াও, একটি শিয়ালদহ-সোনারপুর লোকালকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত এবং একটি শিয়ালদহ-লক্ষ্মীকান্তপুর লোকালকে নামখানা পর্যন্ত চালানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। একাধিক ট্রেনের যাত্রাপথ সম্প্রসারিত করা ছাড়াও গঙ্গাসাগর মেলার জন্য চালানো বিশেষ ট্রেন এ বারও কলকাতা স্টেশন থেকে ছেড়ে বি বা দী বাগ, প্রিন্সেপ ঘাট, মাঝেরহাট হয়ে নামখানা পর্যন্ত যাবে।এর পাশাপাশি, মেলার কথা মাথায় রেখে রাজ্য সরকারের তরফে বিশেষ সরকারি বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মেলা চলাকালীন ১১ জানুয়ারি থেকে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত ওই সব সরকারি বাস একাধিক ট্রিপে পরিষেবা দেবে। মেলার জন্য রাজ্য পরিবহণ নিগম ২৭৫টি এবং দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম ৭৫টি বাসের জোগান দিচ্ছে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বাবুঘাট এবং হাওড়া থেকে লট-৮ পর্যন্ত বাস পরিষেবা মিলবে। এর মধ্যে ১৩ জানুয়ারি থেকে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মেলা চলাকালীন সব চেয়ে বেশি সংখ্যক বাস চালানো হবে। সরকারি বাসগুলি মেলা-পর্বে কমবেশি ২০০০ ট্রিপ পূর্ণ করার লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে।এ ছাড়াও লট-৮ থেকে কচুবেড়িয়া এবং নামখানা থেকে চেমাগুড়ি পর্যন্ত বিশেষ লঞ্চ ও ভেসেল চালাবে রাজ্য পরিবহণ নিগম। সরকারি বসে হাওড়া স্টেশন থেকে নামখানা এবং হাওড়া স্টেশন থেকে হারউড পয়েন্ট পর্যন্ত যাওয়ার জন্য ভাড়া পড়বে জনপ্রতি ৬৫ টাকা।

## রাশিফল

**মেষরাশিঃ**ভয় আপনার খুশিকে বিঘ্নিত করতে পারে। আপনাকে বুঝতে হবে যে এটি আপনার নিজস্ব ভাবনা এবং কল্পনার ।
**বৃষভ রাশিঃ**ব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেএ স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আজ কোনও পাওনাদার আপনার দরজায় এসে আপনাকে ঋণ নেওয়ার জন্য বলতে পারে।
**মিথুন রাশিঃ**আপনার জন্য নিছকই আনন্দ এবং মজা- যেহেতু আপনি পূর্ণমাত্রায় জীবন উপভোগ করতে নেমে পড়েছেন। আর্থিক দিকে উন্নতি নিশ্চিত।
**কর্কট রাশিঃ**আজ, আপনার স্বাস্থ্য সুস্থ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আপনার সুস্বাস্থ্যের কারণে আপনি আজ আপনার বন্ধুদের
**সিংহরাশিঃ**এমন ক্রিয়াকলাপে নিজেকে নিয়োজিত করুন যা আপনাকে আপনার শান্তভাব বজায় রাখতে সাহায্য করবে।
**কন্যারাশিঃ**প্রকৃতি আপনার মধ্যে লক্ষ্যণীয় প্রত্যয় এবং বুদ্ধি অর্পণ করেছে-কাজেই এটির সেরা ব্যবহার করুন। আপনার অবাস্তবু
**তুলারাশিঃ**আজ স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনার লগ্নি এবং ভবিষ্য লক্ষ্য সম্পর্কে গোপনীয়তা
**বৃশ্চিক রাশিঃ** প্রত্যেক মানুষের কথায় কান দিন, আপনি হয়তো আপনার সমস্যার সমাধান খুঁজে
**ধনু রাশিঃ** আপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সম্মুখীন হওয়া উত্তেজনা এবং চাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন।
**মকর রাশিঃ**স্ত্রীর ব্যাপারে অযথা নাক গলাবেন না- তাতে স্ত্রী রুষ্ট হবে। এর থেকে বরং নিজের দিকে নজর দিন। শু দিন হবে।
**কুম্ভ রাশিঃ**আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায.রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময ব্যয.করুন।। **মীন রাশিঃ** অপ্রত্যাশিত ভ্রমণ ক্লান্তিকর হতে পারে যা আপনাকে উন্মত্ত করে তুলবে। আপনার শরীরকে তেল দিয়ে মালিশ করা পেশীগুলিকে আরাম দেবে।পয়সা লাগানো যারা উদ্ভাবনীমূলক এবং যাদের ভালো অভিজ্ঞতা লাগানো যারা উদ্ভাবনীমূলক এবং যাদের ভালো

## ডোমবাড়ি বুরু হত্যাকাণ্ডের অমর বীর শহিদদের শ্রদ্ধা নিবেদন মুখ্যমন্ত্রী সোরেনের

রাঁচি, ৯ জানুয়ারি ঃ ডোমবাড়ি বুরু হত্যাকাণ্ডের অমর বীর শহিদদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। তিনি মঙ্গলবার শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, জালিয়ানওয়ালাবাগের মতো ঝাড়খণ্ডের অনেক নৃশংস ঘটনা ইতিহাসের পাতায় হারিয়ে গেছে।সোরেন মঙ্গলবার এক্স-এ লিখেছেন, এখানকার মাটি অমর সাহসী শহিদ এবং মহান আন্দোলনকারীদের সংগ্রাম এবং আত্মত্যাগে রঞ্জিত। ডোমবাড়ি বুরু ব্রিটিশ শোষকদের এমন নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতার সাক্ষী, যেখানে বহু মানুষ আত্মত্যাগ করেছিলেন। ডোমবাড়ি বুরু হত্যাকাণ্ডের অমর বীর শহিদদের প্রতি জানাই শত শত প্রণাম। ঝাড়খণ্ডের বীর শহিদরা দীর্ঘজীবী হোক।

## তামিলনড়ুতে ধর্মঘটে একাধিক ইউনিয়ন কোথাও থমকে, কোথাও স্বাভাবিক পরিষেবা

চেন্নাই, ৯ জানুয়ারি ঃবাস চালক ও কন্ডাক্টরের পদ পূরণ এবং রাজ্যজুড়ে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের জন্য মহার্ঘভাতা-মুক্তি সহ একাধিক দাবিতে তামিলনা।ুতে শুরু হয়েছে অনির্দিষ্টকালের বাস ধর্মঘট। তামিলনাড়ু স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন রাজ্যজুড়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য এই ধর্মঘট ডেকেছে। পরিবহন কর্তৃপক্ষ এবং ইউনিযন প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনায় মীমাংসা না হওয়ায় এই ধর্মঘট শুরু হয়েছে। তামিলনাড়ুর চেঙ্গালপাট্টু, নাগাপট্টিনম ও থুতুকুদিতে এই ধর্মঘটের মোটামুটি প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছে। তবে, রাজধানী চেন্নাইয়ে প্রভাব পড়েনি বলেই দাবি করেছেন তামিলনাড়ুর পরিবহন মন্ত্রী এসএস শিবশঙ্কর। ট্রান্সপোর্ট ইউনিয়নের ধর্মঘটের ঘোষণার প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার কোয়াম্বেদু বাসস্ট্যান্ড পরিদর্শন করার পরে তামিলনাড়ুর পরিবহন মন্ত্রী এসএস শিবশঙ্কর বলেছেন, সামগ্রিকভাবে বাস চলাচল খুবই স্বাভাবিক। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ

## দেহরাদূনে ক্লোরিন সিলিন্ডার লিকেজ হয়ে আতঙ্ক, প্রশাসনের তৎপরতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে

দেহরাদূন, ৯ জানুয়ারি ঃ খালি জমিতে রাখা ক্লোরিন সিলিন্ডারে লিকেজ হয়ে আতঙ্ক ছড়াল উত্তরাখণ্ডের দেহরাদূনে। ঘটনাস্থল দেহরাদূনের প্রেম নগর থানার অন্তর্গত ঝাঁজরা এলাকা। মঙ্গলবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা শ্বাসকষ্ট অনুভব করেন এবং অনেকেই চোখে জ্বালা অনুভব করেন। দেহরাদূনের এসএসপি অজয় সিং বলেছেন, দেহরাদূনের প্রেম নগর থানার অন্তর্গত ঝাঁজরা এলাকায় খালি জমিতে রাখা ক্লোরিন সিলিন্ডারে লিকেজ হয়ে মানুষের শ্বাস নিতে অসুবিধা হওয়ার খবর পেয়ে পুলিশ, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ এবং দমকলের দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়। মানুষজনকে নিরাপদ স্থানে পাঠানো হয়।সহসপুরের বিধায়ক সহদেব সিং

## শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন মুখ্যমন্ত্রী সাই

রায়পুর, ৯ জানুয়ারিঃ প্রয়াত নন্দকুমার বাঘেলের মরদেহে শ্রদ্ধা নিবেদিন করেছেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাই। তিনি মঙ্গলবার পাটন সদনে পৌঁছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলের পিতা প্রয়াত নন্দকুমার বাঘেলকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।মুখ্যমন্ত্রী সাই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বাঘেল এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে এদিন দেখা করেন। সেইসঙ্গে তাঁর সমবেদনাও প্রকাশ করেন। সাই, বাঘেলের পরিবারের সদস্যদের এই অপরিমেয় শোক সহ্য করার শক্তি দেওয়ার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন। মঙ্গলবার শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ ডঃ রমন সিং, উপ-মুখ্যমন্ত্রী অরুণ সাও, বিধায়ক কিরণ সিংদেব। তাঁরা সকলেই প্রয়াত নন্দকুমার বাঘেলকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলের পিতা নন্দ কুমার বাঘেলের ২০২৪ সালের ৮ জানুয়ারি প্রয়াণ ঘটে। গত ৩ মাস ধরে রাজধানী রায়পুরের শ্রীবালাজি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন নন্দ কুমার বাঘেল।

## ভারতে করোনায় ৬ জনের মৃত্যু নতুন করে আক্রান্ত ৪৭৫, সক্রিয় রোগী ৩,৯১৯

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি ঃদৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ফের কিছুটা কমল ভারতে, একইসঙ্গে নিম্নমুখী সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও। সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা নামল ৪-হাজারের নীচে। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৭৫ জন। সোমবার সারাদিনে ভারতে করোনায় ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ৩,৯১৯-তে পৌঁছেছে এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫,৩৩,৪০২।

## আসানসোলে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার আরএসএস কর্মী!বিক্ষোভ অগ্নিমিত্রার

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সোমবার রাতে আগ্নেযাস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার হন আরএসএস কর্মী। ধৃত সংঘ কর্মীর নাম সৌমিত্র তেওয়ারি ওরফে ছোটু। ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোল উত্তর থানার অন্তর্গত কন্যপুর সেনর্যালে কারখানা এলাকায়। খবর পেয়ে উত্তর থানার অন্তর্গত কন্যাপুর ফাঁড়িতে ছুটে যান বিজেপি রাজ্য কোর কমিটির সদস্য তথা আসানসোল দক্ষিণের বিধাযক অগ্নিমিত্রা পাল। অন্যদিকে ফাঁড়িতে পৌঁছে যাযন স্থানীয় পাঁচগাছিয়া পঞ্চায়েত প্রধান তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্য তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী ও সমর্থকরা। কন্যাপুর ফাঁড়িতে দুই দলের মধ্যে হয় স্লোগানের লড়াই শুরু হয়। একে অপরের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে শুরু করে। পুলিশ অগ্নিমিত্রা পলকে বলেন, আগ্নেযাস্ত্র-সহ তারা সৌমিত্র তেওয়ারিকে গ্রেপ্তার করেছে। আইনত যা নিযম রয়েছে, সেই মতো আদালতে পেশ করা হবে। এখানে কোন রাজনৈতিক বিষয় নেই।।তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা মনোরঞ্জন বন্দ্যোাপাধ্যায় বলেন, আমরা খবর পেয়েছি নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে কেউ আগ্নেযাস্ত্র দেখিয়েছে। তাই আমরা থানায় প্রতিবাদ জানাতে এসেছি। এই এলাকা সর্বদা শান্ত। সমস্ত ধর্মাবলম্বী মানুষ একসাথে মিলেমিশে থাকি। যাকে ধরা হযেছে সে কোন দলের তা আমরা জানিনা তবে বিজেপি নেত্রীরা যখন এসেছে তখন তাদের দলেরই হবে। ধৃত যুবক যাদেরকে মারধর করেছে, যাদের আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ভয় দেখিয়েছে তারা আমার এলাকার ছাত্র যুব। তারা পড়াশোনা করে। এখানে সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীর ছেলে মেয়েরা একসঙ্গে মিলেমিশে খেলাধুলা করে। কে কোন দল করে কি ধর্ম করে আমরা বিচার করি না। বিচার ব্যবস্থার উপর আমাদের সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে। পুলিশ সঠিকভাবে তদন্ত করুক।অগ্নিমিত্রা পল বলেন, সৌমিত্র একজন স্বযংসেবক। তাকে এখানে ধরে আনা হয়েছে। কেন ধরে আনা হযেছে সেই বিষয়টি জানতে এখানে এসেছি। পুলিশের সাথে কথা হয়েছে। কিছু বিষয় রয়েছে। সেগুলি এখনো পরিষ্কার নয়, সেই বিষয়টি আমরা দেখে নিচ্ছি। পুলিশকেও বলা হয়েছে। ইনভেস্টিগেশন করা হোক, যদি কেউ দোষ করে থাকে তাহলে তার শাস্তি হবে। যদি কেউ দোষ না করে থাকে তাহলে যেন তাকে অন্যায় ভাবে ফাঁসানো না হয়। কারণ সামনেই ভোট তো, দেখে দেখে যারা ভালো কার্যকর্তা, যারা লড়াকু কার্যকর্তা, আমরা এর আগেও দেখেছি, বহুবার তাদের উপর ফলস কেস দেওয়া হয়েছে। সেগুলো যাতে না হয় সেটা দেখার জন্য পুলিশকে বললাম।পুলিশের দাবি আগ্নেযাস্ত্র-সহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মঙ্গলবার তাকে আসানসোল আদালতে পেশ করা হবে। তাকে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে তদন্ত করে দেখবে কোথা থেকে সে আগ্নেযাস্ত্র পেল এবং কী উদ্দেশ্যে সে এই এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘুরতো। এই ধরনের সমস্ত তথ্য তার কাছ থেকে নেওয়া হবে হেফাজতে নিয়ে।

## গঙ্গাসাগর মেলার প্রথম দিনেই বিপত্তি, ঘন কুয়াশায় ব্যাহত ভেসেল পরিষেবা

কাকদ্বীপ, ৯ জানুয়ারি ঃ গঙ্গাসাগর মেলার প্রথম দিনেই বিপত্তি। ঘন কুয়াশার জেরে ব্যাহত হল ভেসেল পরিষেবা। প্রায় দেড়-দু' ঘণ্টা পুরোপুরি বন্ধ থাকল পারাপার। ঘন কুয়াশার কারণে মঙ্গলবার সকালে দৃশ্যমানতা একেবারেই কমে যায়। কাকদ্বীপের লট এইট থেকে কচুবেড়িয়া পর্যন্ত মুড়িগঙ্গা নদীতে ভেসেল পরিষেবা বন্ধ করে দেয় প্রশাসন।সকাল ৮টা থেকে ভেসেল চলাচল শুরু হলেও, দীর্ঘক্ষণ পরিষেবা বন্ধ থাকে। কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় কোনও রকম ঝুঁকি নেয়নি প্রশাসন। পরে কুয়াশা কাটতেই ভেসেল পরিষেবা স্বাভাবিক হয়।

# জীবিত ব্যক্তিকে মৃত বলার অভিযোগ, তাঁর প্রাপ্য চাকরি দেওয়া হয়েছে অন্যজনকে

**বনস্পতি দে, আরামবাগ হুগলিঃ** জীবিতকে বলা হয়েছে মৃত। অভিযোগ, তাঁর প্রাপ্য চাকরি দিয়ে দেওয়া হয়েছে অন্যজনকে। আর সেই অন্যজন আরামবাগের তৃণমূল নেতার ভাই বলেও অভিযোগ উঠছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতর শুরু হয়েছে এলাকায়। অভিযোগ, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরকে জায়গা দান করেন ওই ব্যক্তি। বদলে চাকরি পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা তিনি পাননি।

এখন তাঁকে মৃত বলে দাবি করে সেই চাকরি অন্য একজনকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখনও চাকরির জন্য সরকারি দফতরগুলিতে ঘুরছেন ওই ব্যক্তি। আরামবাগের প্রতাপনগর গ্রামের বাসিন্দা জীবনকৃষ্ণ নাথের দাবি, কয়েক বছর আগে এলাকায় পিএইচই-এর কাজের জন্য জায়গা দেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, এই জায়গার বদলে তাঁদের পরিবারের এক সদস্যকে চাকরি দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। জীবনকৃষ্ণের অভিযোগ, প্রতাপনগর জল প্রকল্প

**আরামবাগ**

যখন শুরু হয় তখন তাঁকে বা তাঁর ছেলেকে চাকরি দেওয়া হয়নি। বদলে চাকরি পান এলাকার তৃণমূল নেতা সোহরাব হোসেনের ভাই। জীবনকৃষ্ণের এমনও দাবি, এ নিয়ে কোর্টকাছারি করছেন বলে বাড়ি থেকে উৎখাতেরও চেষ্টা হয়। তিনি এলাকা ছেড়ে চলে যান। অভিযোগ, এরপরই জ্যান্ত জীবনকৃষ্ণ হয়ে যান 'মৃত'। জীবনকৃষ্ণ বলেন, ''আমার

প্রাপ্য চাকরি প্রাক্তন প্রধান এলাকার দাপুটে তৃণমূল নেতা শেখ সোহরাব হোসেনের ভাই মহম্মদ সিদ্দিকীকে দিয়ে দিয়েছে। আরামবাগ সাব ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার অফিসে এ নিয়ে তিনি জানিয়েছেন। তবে কোনও সমাধানই হয়নি। তবে যাঁর বিরুদ্ধে চাকরি নেওয়ার অভিযোগ সেই মহম্মদ সিদ্দিকীর দাবি, সমস্তটাই মিথ্যা। তিনি যে চাকরি পেয়েছেন, তা তিনি নিজের যোগ্যতায় পেয়েছেন বলে দাবি করেন। মহম্মদ সিদ্দিকী বলেন, ''অপারেটর পদে আমি দীর্ঘদিন ধরেই চাকরি করছি। আমার বেতনও আমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আসে।

সমস্ত কাগজপত্র আছে। সরকারি নিয়ম মেনেই সবটা হয়। আর উনি তো আদালতে গিয়েছেনই। সম্মানীয় আদালত নিশ্চয়ই কিছু একটা নির্দেশও দেবে। স্থানীয় আরান্ডি-১ গ্রামপঞ্চায়েতের বর্তমান প্রধানকে এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে, তাঁর বক্তব্য, সদ্য পদে বসেছেন তিনি। এ নিয়ে কিছু জানেন না। তবে জীবনকৃষ্ণ যে বেঁচে আছেন, সে কথা মানছেন তিনি। তার আরও বক্তব্য, আদালতের নির্দেশই শিরোধার্য। তৃণমূল নেতা সোহরাব হোসেনেরও বক্তব্য, সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা।

# নবদ্বীপ ইদ্রাকপুরের বাধে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পূর্বস্থলীর চুপী চড়

## আজ পরিদর্শনে ছয় দপ্তরের প্রতিনিধী

**গোপাল বিশ্বাস, নদীয়াঃ** শীতের মরসুমে রাজ্যের সকল পর্যটন কেন্দ্রের পাশাপাশি পূর্ববর্ধমানের পূর্বস্থলীর চুপী একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছে, এমনকি বীগত দিনে মূখ্য মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখেও এই চুপিকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব দেবার কথাও শোনা গিয়েছিল। চুপির অন্যতম বৈশিষ্ট্য তথা আকর্শন হলো শীতের মরসুমে এখানে হাজির হয় বহু প্রজাতির দেশ বিদেশের পরিযায়ী পাখি, সাথে চুপি এলাকায় বহু মানুষ মৎস্য জিবি হিসেবেও জীবন জিবিকা নির্ভর করে। মোটের ওপর বিশেষ করে শীতের মরসুমে কয়েক মাস সহ বছর ভর এই চুপিকে তথা চুপির পাখিয়ালয়কে ঘিরে বিভিন্ন ভাবে আর্থিক দিক থেকে লাভবান হয়ে থাকে স্থানীয় নৌকা চালক সহ বিভিন্ন ব্যাবসায়ী।

সামগ্রিক ভাবে পর্যটন কেন্দ্র তথা,টুরিস্ট স্পট হিসেবে একদা সমাদৃত এই চুপির বর্তমানে বিশেষ করে এবছরের শুরু থেকেই যেন ছেয়েছে কালো মেঘে, স্থানীয় সুত্রে জানা যায় বীগত কয়েক বছর ধরেই এই চুপির পাখিয়ালয়ে আসছেনা সেভাবে কোন পরিযায়ী পাখি, হারাচ্ছে চুপির পুরোনো ঐতিহ্য, স্মৃতি, ফলত পর্যটকদের আনাগোনাও আগের থেকে কমেছে অনেকটাই কম। আর এই চুপির এহেন পরিস্থিতির অন্যতম কারন হলো নবদ্বীপ ব্লকের ইদ্রাকপুরে একটি বাঁধ, বুধবার নবদ্বীপে সেই বাঁধ পরিদর্শনে এসে এমনটাই দাবী করেন, পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী ২ ব্লকের জেলার বনদপ্তর, এ ডি এফ, পরিবেশ দপ্তর, বনদপ্তর ,বিডিও সহ ছয় দপ্তরের আধিকারিকের প্রতিনিধী দল। জানা যায় নবদ্বীপ ব্লকের মায়াপুর - বামুনপুকুর ২ নং গ্রাম

পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ইদ্রাকপুর গ্রামের আনুমানিক দশহাজার মানুষের বসবাস, তাদের স্বাস্থ্য সহ প্রায় সকল প্রয়োজনীয়তা নির্ভর করতে হয় নবদ্বীপের ওপর, এমনকি এই নবদ্বীপে যোগাযোগের মাধ্যম ছিলো নৌকা পারাপার, অতীতে যা মাধাইপুর ঘাট থেকে ফেরি চলাচল করতো। পরবর্তী সময়ে ২০১৬ সালে নবদ্বীপের বর্তমানে যুব আবাশের পার্শ্ববর্তী এলাকায় তৈরী হয় একটি মাটির কাঁচা বাঁধ, যা সংযোগ স্থাপন করে ইদ্রাকপুর গ্রামের সাথে তথা নবদ্বীপের সাথে। যা বর্তমানে ইদ্রাকপুর বাঁধ নামেও পরিচিত। সুত্র মারফত আরও জানা যায় গ্রামের পড়ুয়া সহ সকলেই যোগাযোগ মাধ্যমের একটা স্থায়ী সমাধান চেয়ে আসছিলো দীর্ঘদিন ধরেই। আর মঙ্গলবার দুপুরে সেই বাঁধ পরিদর্শনে আসেন পূর্ব বর্ধমান জেলার এ ডি এফ ও সোমনাথ চৌধুরী, জেলার পরিবেশ দপ্তরের আধিকারিক অরূপ কুমার মাঝি, কাটোয়া বনদপ্তর এর আধিকারিক শিবপ্রসাদ সিনহা,বিডিও পৌষালী চক্রবর্তী সহ আরো অনেকে। সেখানেই পরিদর্নে আশা আধিকারিকেরা জানায় এই বাঁধ দেওয়ার ফলে অনেকটাই সমস্যায় পরতে হয়েছে পূর্বস্থলী চুপি এলাকার মাঝিদের, পাশাপাশি তারা আরও বলেন এই বাঁধ টা দেবার আগে সমগ্র এলাকায় গঙ্গার সাথে সরাসরি যোগাযোগ ছিলো, এখন যা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, ফলে জলে অনেকসময় পচনও ধরছে, পাটের সময় পাট পচানোর ফলে জলে ছড়াচ্ছে দূর্গন্ধও, যার ফলে পরিযায়ী পাখিরা এসে নিজেদের খাবাও ঠিকমতো পাচ্ছে না, ফলে আগের অবস্থান হারিয়ে যেতে বসেছে চুপির। তাই এদিন প্রথমে চুপির পাখিরালয় একটি বৈঠক ও পরবর্তী সময়ে এই বাঁধ পরিদর্শনে আসা। তারা জানায় আমরা সামগ্রিক বিষয় নিয়ে আমাদের উর্দ্ধতর কতৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট জমা দেবো, আর যদি এই আগের মতো এই জায়গা দিয়ে জল যাতায়াতের ব্যাবস্থা তথা গঙ্গার সাথে যোগাযোগ টা পুনরায় স্থাপন করা যায় সে বিষয়েও দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। প্রতিবছর পাখিরালয়ে পাখি গণনার কাজ হয় , আর তা থেকে জানা যায় সে বছর কতো প্রজাতির আর কতো সংখ্যায় পরিযায়ী পাখির আগমন ঘটেছিলো, এদিন চলতি বছরের পাখি গননার বিষয়য়ে প্রশ্ন করলে তারা জানায় এবছর যেহেতু এখনো পর্যন্ত সে ভাবে পাখিদের দেখা মেলেনি, তবে আমরা আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে এই পাখি গণনার কাজ শেষ করবো, আর ফেব্রুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহের রিপোর্ট জমা দেবো।

**আজ গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৪ প্রথম দিনে লট নম্বর ৮ পয়েন্টে কাকদ্বীপের বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা ও জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা সহ প্রশাসনের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে মেলা অফিসে একটি কো-অডিশন মিটিং অনুষ্ঠিত হলো। - নিজস্ব চিত্র**

# গ্রন্থ প্রকাশ ও পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান

**অভিজিৎ হাজরা, উলুবেড়িয়া, হাওড়াঃ** গ্রামীণ হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া - ১ নং ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভা কক্ষে কবিতা দেশ-এর উদ্যোগে ও সুলেখা সাহিত্য পত্রিকা আয়োজিত গ্রন্থ প্রকাশ, পুরস্কার প্রদান ও কবিতা বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে কবি সেখ নুরুল হুদা সম্পাদিত এই সময়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন উলুবেড়িয়া ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অতীন্দ্র শেখর প্রামাণিক।

দ্বিতীয় গ্রন্থ লেখক সেখ নুরুল হুদা রচিত ইসলামি অনুসঙ্গ ভাবনা অনু-ভাবনা গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন উলুবেড়িয়া- ১ নং ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এইচ এম রিয়াজুল হক। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ড.সুরঞ্জন মিদ্দে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এমদাদ হোসেন, দ্বীনিয়াত মুয়াল্লিমা কলেজের সাধারণ সম্পাদক শেখ হায়দার আলী, উলুবেড়িয়া কলেজের অধ্যাপক শাজাহান আলি খান, উলুবেড়িয়া কলেজের অধ্যাপিকা মমতাজ বেগম, বিশিষ্ট সাহিত্যিক সিদ্ধার্থ সিংহ, বিশিষ্ট সমাজসেবী আজিজুল ইসলাম মোল্লা, বিশিষ্ট সমাজসেবী সেখ মফিজুল প্রমুখ। এদিনের অনুষ্ঠানে সুলেখা সাহিত্য পত্রিকা প্রদত্ত পুরস্কার প্রদান করা হয়। সাহিত্যে- কাজী নজরুল ইসলাম পুরস্কার প্রদান করা হয় কবি কৃষ্ণা বসু ও সাহিত্যিক সিদ্ধার্থ সিংহকে। শিক্ষাব্রতে- ড. মহম্মদ শহীদুল্লাহ পুরস্কার প্রদান করা হয় সেখ হায়দার আলী ও খাদেমুল ইসলামকে। সমাজ সেবায় - হাজী মহম্মদ মহসীন পুরস্কার প্রদান করা হয় সেখ সফিকুল আলম ও একরাম আলিকে। নারী সমাজের অগ্রগতিতে - বেগম রোকেয়া পুরস্কার প্রদান করা হয় রহিমা বেগমকে। সাংবাদিকতায় সুলেখা সাহিত্য পত্রিকা প্রদত্ত স্মারক সম্মান প্রদান করা হয় সাংবাদিক অভিজিৎ হাজরা কে। অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন বিকাশ রায় ও কনকলতা দেবনাথ। কবিতা পাঠ করেন সন্দীপ গায়েন (দক্ষিণ ২৪ পরগণা), মোহ.বাসারাত আলি মল্লিক (হাওড়া), হিন্দোল মিত্র (কলকাতা), গুলশান (হাওড়া), মধুসূদন বাগ (হাওড়া), ইকবাল দরগআই (কলকাতা), রেসমিনা পারভিন (হাওড়া), সফিউল্লাহ নাইয়া (দক্ষিণ ২৪ পরগণা), উত্তর কুমার পাল (মুর্শিদাবাদ), আয়েষা সিদ্দিকা (মুর্শিদাবাদ), দেবব্রত মন্ডল (পূর্ব বর্ধমান), বিকাশ রায় (হাওড়া) । এছাড়া কবিতা পাঠ করেন কৌশিক গৌতম, সেখ গোলাম কুদ্দুস, মহসীন মোল্লা প্রমুখ।এদিনের অনুষ্ঠানের শুরু হয় সূচনা সঙ্গীতের মাধ্যমে। তারপর অতিথি বরণের পর স্বাগত ভাষণ দেন কবি ও সম্পাদক সেখ নুরুল হুদা। সমগ্র অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন ড.রঞ্জিত দাস।

# ঘন কুয়াশা ও শীত কমে যাওয়ায় হুগলিতে আলু চাষে দেখা দিয়েছে পোকার আক্রমণ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি ঃ** বৃষ্টি নেই। আকাশ পরিষ্কার। আগামী কয়েকদিনেও বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস দেননি আবহাওয়াবিদরা। তবুও ক্ষতির মুখে আলু চাষিরা। দিনের পর দিন ঘন কুয়াশা ও শীত কমে যাওয়ায় আলু চাষে দেখা দিয়েছে নতুন 'দোষ'। গাছে পোকার আক্রমণ বাড়ছে। ঘন কুয়াশায় আলু গাছে ক্ষতি হচ্ছে বিস্তর। এক ধাক্কা সামলাতে না সামলাতেই আবারও নতুন সমস্যার মুখে আলু চাষিরা। একদিকে অকাল বৃষ্টিতে তাঁদের আলু বীজ মাঠেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কোনওরকমে ফের ঋণ নিয়ে আবারও আলু বসিয়েছেন আলু চাষিরা। কিছুটা হলেও ঘুরে দাঁড়ান তাঁরা। কিছুদিন ভাল আবহাওয়া ছিল। কিন্তু কয়েকদিন ধরে ঘন কুশায়ায় আবারও তাঁদের ক্ষতির সম্মূখীন হতে হবে। সে ব্যাপারে একপ্রকার নিশ্চিত আলু চাষিরা। নতুন ভাবে বীজ লাগিয়েও শান্তি নেই। ঘন কুয়াশা আর শীত কমে যাওয়ায় আলুতে নানান পোকা মাকড় হয়ে যাচ্ছে।

চাষিরা বলছেন, আবার আলুতে নাভি-ধ্বসা রোগ হয়ে গেলে সবই নষ্ট হয়ে যাবে। তাই ফের মাথায় হাত গোটা আরামবাগ মহকুমা সহ আশপাশের এলাকার অগণিত আলু চাষির। এক চাষির বক্তব্য, ''ঋণ নিয়ে চাষ করেছিলাম। প্রচুর টাকার দেনা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অসময়ের বৃষ্টিতে সব শেষ হয়ে যায়। ভেঙে পড়েছিলাম। আবার ভগবানের নাম করে বীজ বুনি। এটাই তো সারা বছরের আয়ের সময়। কিন্তু এখন নতুন সমস্যা। শীত সেভাবে পড়লই কই। তার ওপর যা কুয়াশার দাপট। এই আবহাওয়ায় আলু গাছের গোড়ায় পোকা হয়ে যায়। তাতেও চাষের ক্ষতি হয়। যে সমস্ত চাষিরা ঋণ নিয়ে চাষ করেছিলেন, তাঁদের মাথায় বাজ পড়ছে। জেলা প্রশাসনের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন তাঁরা। গত কয়েকদিন ধরে কলকাতা-পার্শ্ববর্তী এলাকা ও জেলাগুলিতেও মারাত্মকভাবে কুয়াশা দাপট বেড়েছে। প্রতি বছর অন্তত ডিসেম্বর শেষ থেকে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ, মকর স্নানের সময়ে শীত থাকে বাংলায়। এবার তেমনটা হচ্ছে না। সঙ্গে কুয়াশার চাদরে ডেকেছে আকাশ। স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়া। রোদ না ওঠায় আলু গাছের গোড়াতেও পোকা হয়ে যাচ্ছে। ফলে আলু চাষিদের অবস্থা যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই রয়ে গিয়েছে।

# হাটে ঢুকে দুষ্কৃতিদের হুমকি, প্রতিবাদে হাওড়া থানার সামনে বিক্ষোভ

**শ্রেয়া আদক, হাওড়াঃ** হাটে ঢুকে দুষ্কৃতিদের হুমকি, প্রতিবাদে হাওড়া থানার সামনে বিক্ষোভ মঙ্গলাহাটের পোড়া হাট ব্যবসায়ীদের। হাওড়া থানার সামনে অবরোধ বিক্ষোভ মঙ্গলাহাটের পোড়া হাট ব্যবসায়ীদের। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, প্রোমোটারের দলবল এসে তাদের দেখে নেওয়ার হুমকি দিচ্ছে। বলা হচ্ছে তাদের হাটে এন্ট্রি না দিলে তারা ব্যবসায়ীদের ব্যবসা করতে দেবে না। আতঙ্কিত পোড়া হাটের ব্যবসায়ীরা মঙ্গলবার দুপুর ১২টা নাগাদ ঘটনার প্রতিবাদে এবং সুষ্ঠুভাবে ব্যবসা করতে দেওয়ার দাবিতে হাওড়া থানার সামনে অবরোধ করেন। বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পরে ব্যবসায়ীদের তরফ থেকে থানায় ডেপুটেশনও দেওয়া হয়। এদিন জিতেন্দ্র গুপ্তা নামের এক হাট

ব্যবসায়ী বলেন, গত ২০ জুলাই মধ্যরাতে হাওড়ার পোড়া মঙ্গলাহাট পুড়ে গিয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবসা করছিলাম। আবার দুষ্কৃতিরা সক্রিয় হয়েছে। আমাদের হুমকি দিচ্ছে। এই ব্যাপারে প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। এদিনের ঘটনা হাতের বাইরে বেরিয়ে গিয়েছে। প্রায় প্রতিটি দোকানে গিয়ে সেই দোকানের মালিকদের প্রোমোটারের গুন্ডাবাহিনী হুমকি দিচ্ছে। পুলিশ কি ব্যবস্থা নিচ্ছে তা জানায়নি। এই ব্যাপারে থানাতেও জানানো হয়েছে। আরেক ব্যবসায়ী বলেন, আমরা ব্যবসায়ীরা চাই শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবসা করতে। আমাদের সঙ্গে ১০ জন পরিবার যুক্ত আছে। আমাদের কাজ বন্ধ হলে তাদের কাজ বন্ধ হবে। তাদের যখন বন্ধ হবে তারাও আমাদের সঙ্গে আসবে। প্রসঙ্গত, হাওড়ার পোড়া মঙ্গলাহাটে গত ২০ জুলাই গভীর রাতে বিধ্বংসী আগুন লাগে। ঘটনাস্থলে আসে দমকলের ১৮টি ইঞ্জিন। বেশ কয়েক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রায় ৫,০০০ বর্গ ফুট এলাকা জুড়ে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ভস্মীভূত হয়ে যায় কয়েকশো দোকান। অন্তর্ঘাতের অভিযোগ ওঠে এই ঘটনায়।

# হাওড়ায় পাইকারি সবজি বাজারে বরফ তৈরির কারখানায় গ্যাস লিক করে আতঙ্ক

**হাওড়া, ৯ জানুয়ারিঃ** হাওড়ায় পাইকারি সবজি বাজারে বরফ তৈরির কারখানায় গ্যাস লিক করে আতঙ্ক। গ্যাস লিকের আতঙ্ক হাওড়া স্টেশন সংলগ্ন পাইকারি সবজি বাজারে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের ১টি ইঞ্জিন। এলাকায় বরফ তৈরির কারখানায় এদিন গ্যাস লিক করে। গ্যাসের তীব্র ঝাঁঝাল গন্ধে মঙ্গলবার বিকেল নাগাদ আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। বাজারে সব ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের সেখান থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।কারখানার মালিক পাপ্পু সিনহা বলেন, এখানে গ্যাস লিক করেছে। হাওয়াতে গন্ধ ছাড়ে। রিপেয়ারিং এর কাজ চলছে। এখানে লাইসেন্স আছে। পাইপ পরিস্কার করার কাজ চলছে। পরিস্কারের সময় এমন গন্ধ ছাড়ে। এটা অ্যামোনিয়া গ্যাস। কোনও সাইড এফেক্ট নেই। রাজেশ সোনকার নামের এক ব্যবসায়ী বলেন, আমার বাজারে দোকান আছে। এখানে গ্যাস লিক হয়েছে। শুনে এখানে এসেছি। এসে দেখি চারিদিকে গ্যাস ছড়িয়ে গিয়েছে। এখানে বাজারের সকল দোকানদার পালিয়ে গিয়েছিল। ওই সময় বাজার খালি হয়ে গিয়েছিল। গ্যাস কমতে লোক এসেছে।

এরকম ঘটনা এর আগেও ২ বার হয়েছে। এখানে বহু মানুষ বসবাস করেন। এর পাশাপাশি কেনাবেচার জন্য অনেক দূর থেকে আসেন। আমরা চাইছি এই কারখানা বন্ধ হোক। আরেক ব্যবসায়ী বলেন, মাল বেচছিলাম। তখন একটা আওওয়াজ হল। ধোঁয়া বেরচ্ছিল। তীব্র গন্ধে থাকতে পারছিলাম না। ছুটে সেখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম। এমন জায়গায় এই ধরনের কারখানা থাকা উচিৎ নয়।

# শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাবে বন্ধ কৃষ্ণপুর বেলেরপাড় শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের পঠনপাঠন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, হরিপাল হুগলিঃ** স্কুলের একজন শিক্ষিকা। তিনিও অবসর নিয়েছেন। আর তারপর থেকেই বন্ধ হয়েছে পড়াশোনা। স্কুলের দরজায় তালা। আসছে না পড়ুয়ারা। শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ না হলে পুরোপুরিই বন্ধ হয়ে যাবে স্কুল। আশঙ্কা করছেন অভিভাবকরা। দ্রুত শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগের দাবিতে গ্রামের বাসিন্দারা সরব হলেও প্রশাসন জানিয়ে দিল আর কোনও শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগ হবে না ওই স্কুলে। হুগলির হরিপালের কৃষ্ণপুর বেলেরপাড় শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের পঠনপাঠনই এখন স্থগিত।

গত ৩১ ডিসেম্বর অবসর নিয়েছেন একমাত্র শিক্ষিকা। আর গত বছরেই স্কুলে পাট চুকেছে পড়াশোনার। ওই এলাকার বেশিরভাগ পরিবারের সদস্যরাই দিন আনা দিন খাওয়া। বেসরকারি কোনও স্কুলে তাঁদের সন্তানদের ভর্তি করাটাই বিলাসিতার সামিল। এই পরিস্থিতিতে গ্রামের ওই স্কুলটি ভরসা। গ্রামবাসীরা এটাও আশঙ্কা করছেন, ওই স্কুলটি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেলে স্কুলের ভবন দুষ্কৃতীদের আখড়ায় পরিণত হবে। বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক কাজকর্মও হতে থাকবে তবে জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে জানিয়ে দেওয়া হল,

**হরিপাল**

আর কোনও শিক্ষক বা শিক্ষিকা নিয়োগ হবে না ওই স্কুলে। তবে ওই স্কুলের পড়ুয়াদের অন্য কোনও স্কুলে ভর্তি করার আশ্বাস দিয়েছে জেলা প্রশাসন। এ রাজ্যে শিশু শিক্ষা মিশনের কর্মসূচি অনুযায়ী, ১৯৯৭-৯৮ সালে চালু হয় শিশু শিক্ষা কেন্দ্র। মূলত প্রাক প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্য নিয়ে বামফ্রন্ট সরকার শুরু করে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলি। প্রচলিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে পাঠক্রম রয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা হয় এসএসকে-তে। পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পঠনপাঠন হয় এমএসকে গুলিতে। রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতরের অধীন শিশু শিক্ষা মিশন এই কেন্দ্র দুটি চালায়। জানা গিয়েছে, বাম আমলে ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল হরিপালের কৃষ্ণপুর গ্রামের এসএসকে-টি।বর্তমানে এই স্কুলে ছাত্র ছাত্রীরা সংখ্যা ছিল ৭০-৮০ জন। এতদিন এক জন শিক্ষিকা ও দুজন শিক্ষা কর্মী ছিলেন স্কুলে। অভিযোগ গত ৩১ ডিসেম্বর ওই শিক্ষিকা অবসর নেওয়ার পরই বন্ধ হয়ে যায় পড়াশোনা। বন্ধ হয়েছে মিড ডে মিলও। এক প্রকার তালা বন্ধ হয়ে পড়ে আছে স্কুলটি। যদিও হুগলি জেলা পরিষদের শিক্ষা ও তথ্য সংস্কৃতি দফতরের কর্মাধ্যক্ষ ডঃ সুবীর মুখোপাধ্যায় বলেন, ''একটা সময় শিশুদের শিক্ষা মুখি করতে এই ধরণের স্কুল চালু করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে প্রাথমিক স্কুলগুলিতেই ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে।

সেকারণেই শিশু শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে নতুন করে শিক্ষক নিয়োগের কোনও চিন্তা ভাবনা নেই সরকারের। তাঁর বক্তব্য, যে ভাবনা নিয়ে এই শিশু শিক্ষা কেন্দ্র গুলি তৈরি করা হয়েছিল, বর্তমানে তার প্রয়োজনীয়তা কমে গিয়েছে। ওই শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে যারা পড়াশোনা করছিল তাদের জন্য অবশ্যই উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

# ইডি আধিকারিকদের হেনস্থা, হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের বাইলানি বাজারে বিক্ষোভ বিজেপির

**সৌরভ দাশ, হিঙ্গলগঞ্জঃ** রেশন দুর্নীতির তদন্তে সন্দেশখালিতে যাওয়া ইডি আধিকারিকদের হেনস্থার স্বীকার হতে হয়। সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শাজাহান শেখের অনুগামীদের হাতে প্রহৃত হন ইডি আধিকারিকরা বাদ যায়না সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরাও। এই ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার বিজেপির হিঙ্গলগঞ্জ মণ্ডুল ৩ এর পক্ষ থেকে হাসনাবাদ বাইলানি বাজার হাসনাবাদ থেকে শীতলিয়া গামী রোডে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। সন্দেশখালিতে ইডি আধিকারিকদের উপর হামলা হলো কেন? জবাব চেয়ে পথে নামেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের যদি এভাবে মারধোর করা হয়,তাহলে সাধারন মানুষের নিরাপত্তা কোথায় প্রশ্ন তোলেন বিজেপির মন্ডল সভাপতি সুকুমার চন্দ্র মন্ডল।

# নববারাকপুর পুষ্পমেলা বাংলার নামকরা পুষ্প প্রদর্শনী এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ঃ চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য

**নববারাকপুর, ৯ জানুয়ারিঃ** নববারাকপুর পুষ্পমেলা প্রদর্শনী নববারাকপুরে মুকুটে উজ্জ্বল একটি পালক। দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে চলছে। নববারাকপুর পুরসভার পরিচালনায় ।এত ভালো ভাবে চলছে। ২০১১ সালে নির্বাচিত হবার পর ১২ সাল থেকে পুষ্পমেলায় আসছি। দেখার মতো পুষ্প প্রদর্শনী পাশাপাশি বিরাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সারা উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় শুধু নয় সারা বাংলায় নাম করে নিয়েছে নববারাকপুর পুষ্পমেলা ও প্রদর্শনী ।এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বার্তা রয়েছে ।উত্তরোত্তর শ্রী বৃদ্ধি কামনা করি। সোমবার সন্ধ্যায় নববারাকপুর পুষ্পমেলার তৃতীয় দিনে সুদৃশ্য সাংস্কৃতিক মঞ্চে উপস্থিত থেকে কথা গুলি বলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। মন্ত্রী পুষ্পমেলা প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন ।সাথে ছিলেন পুরপ্রধান, উপপুরপ্রধান সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গন।জেলার ছোট পুরসভা ২০ টি ওয়ার্ড।পৌরদপ্তরে নাম রয়েছে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। ছোট পৌরসভা। নামটা অনেক বড় হয়েছে।

এলাকার মানুষ সহযোগিতা করেন এবং পাশে থাকেন বলে সম্ভব হয়েছে। বাংলার নামকরা পুষ্পমেলা এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সবাই মিলে আরো সুন্দর হোক এই পুষ্পমেলা। পৌরসভা আরো বেশি করে মানুষের কাছ অবধি পৌছোক।

এত সুন্দর সুন্দর বিভিন্ন রকমের গোলাপ। পরিচর্যা করেন। ভেবে পাওয়া যায় না। এক রং থেকে অন্য রঙে মেশানো। অনেক পরিশ্রমের ফসল। পরিশ্রম করলে

সুন্দর হওয়া যায়। দমদম উত্তর বিধানসভার সব কিছুর সেরা। উজ্জ্বল পালক। আরো ভালো হোক। পুরসভার কাজ শুধু নর্দমা পরিস্কার নয় সুন্দর আলো কিংবা রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্নতা নয়। সার্বিকভাবে হয় তো নাগরিক পরিষেবা দিতে হয় সেটা সব দিক থেকে সক্ষম।ছোট পুরসভা নামটা অনেক বড় হয়েছে। সব কিছু নিয়ে পুর্ন উৎসব। দেখার মতো। আরো বেশি করে প্রকাশ করবে। পুষ্পমেলা প্রদর্শনীর পাশাপাশি নামকরা খ্যাতনামা সংগীত শিল্পীরা সুরের মূচর্ছনায় মানুষের মনকে ভরিয়ে তোলে। মেলায় সুস্বাদু মাঝদিয়ার নলেন গুড় জয়নগরের মোয়া, মন্ডা মিঠাই মিষ্টি স্টলে ভিড় জমিয়েছে। মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য কে উত্তরীয় পরিয়ে ফুলের তোড়া দিয়ে সম্মানিত করেন।মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সংগীত পরিবেশন করে শ্রোতাদের মন জয় করলেন জনপ্রিয় শিল্পী অনুপম রায়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
# দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ৪১ সংখ্যা, বুধবার, ২৪ পৌষ ১৪৩০

## মোদির শুভেচ্ছা হাসিনাকে

বাংলাদেশের নির্বাচন শেখ হাসিনার জয় নিশ্চিত ছিল। তবুও সবাই সেই জয়ের সংবাদ শোনার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি আগেই একবার বলেছিলেন যে শেখ হাসিনা বাংলাদেশের আবার প্রধানমন্ত্রী হলে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের মৈত্রী আরও দৃঢ় হবে। ডিজিটাল ভারত গড়ার লক্ষ্যে তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন তখন বাংলাদেশ নেটে তথ্য প্রযুক্তি বাংলাদেশ গড়ার ডাক দিয়েছিল। বাংলাদেশকে তথ্য প্রযুক্তি দিয়ে ভারত সাহায্য করছে এবং তার সঙ্গে দিয়েছে সামরিক আস্ত্র। এবারে ভারত চেষ্টা করছে বাংলাদেশের সঙ্গে সামরিক চুক্তি করবে যার ফলে দুই দেশের মধ্যে নিরাপত্তার বিষয়টা বেশি করে নজর রাখা যাবে। সামরিক চুক্তি যদি বাংলাদেশের সঙ্গে হয়ে যায় তাহলে কিন্তু চিন সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না। চিন বাংলাদেশে প্রবেশ করার কৌশলকে বন্ধ করে দিয়েছেন শেখ হাসিনা। সেই কারণে চিন সরকার বাংলাদেশের ওপরে একটু বিরাগ পোষন করে। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বন্ধুত্ব নিবিড়। এবারে জি-২০ সম্মেলনে ভারত বাংলাদেশকে অতিথি দেশ হিসাবে আমন্ত্রণ করেছিল এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাতে অংশ গ্রহণ করেন এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমস্যা থেকে অর্থনৈতিক সমস্যার কথা তুলে ধরেছিলেন। তিনি জি-২০ উপস্থিত রাষ্ট্র নেতাদের কাছে আবেদন রেখে ছিলেন যে বাংলাদেশ আধুনিক করে গড়ে তুলতে তারা যেন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের যোগসূত্র তৈরি হয়ে গিয়েছিল স্বাধীনতা বাংলাদেশ গড়ার সময় থেকে যেটা চিন বা পাকিস্তান বেশি পছন্দ করছে না। পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই গোপনে বাংলাদেশের আওয়ামি লিগের বিরুদ্ধে দলকে উস্কানি দিচ্ছে বলে খবর পেতে শুরু করে দিয়েছে। চিন এখন বাংলাদেশের আওয়ামি লিগকে বেশি পছন্দ করছে না। তার একটি মাত্র কারণ আওয়ামি লিগ এখন চিনকে ভয় পেতে শুরু করেছে। শ্রীলঙ্কায় চিন যা করেছে তা কিন্তু সবার কাছে ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নেপালের রাজতন্ত্রকে ধ্বংস করে দিয়ে সেখানে কমিউনিস্ট পার্টির শাসন চালানোর কৌশল গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সেই কৌশল বেশি দিন টেকে নি। নেপালে এখন গণতান্ত্রিক দেশে পরিণত হয়েছে। যদি সেখানে চিনপন্থী দল রয়েছে তবে তার রাজনৈতিক সুবিধা বেশি করতে পারছে না। বাংলাদেশের ওপরে নজর রাকতে শুরু কর দিয়েছিল চিন সরকার। তারা চট্টগ্রামের ওপরে বেশি করে নজর দিতে থাকে। চট্টগ্রামের একটি বন্দর লিজে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার তাতে রাজি হয়নি। পদ্মা সেতু তৈরি করার পরই চিন এই প্রস্তাব দিয়েছিল। চিন চট্টগ্রামে বন্দরে প্রবেশ করে সেখান থেকে মায়ানমার এবং আরও অন্যান্য দেশের ওপরে নজরদারি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ভারতের বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর চিনের এই কৌশলকে একেবারে বানচাল করে দিয়েছেন। এদিকে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল খুবই সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। তিনি কোনও ভারত বিরোধী শক্তিকে মাথা তুলতে দিচ্ছেন না। যেখানেই ভারত বিরোধী তৎপরতা দেখতে পাওয়া গিয়েছে সেখানেই ভারত নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো করে ফেলেছে, সেটা বিদেশে হোক বা স্বদেশে হোক। সব জায়গায় ভারত এখন একই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে ভারত বিরোধী কোনও তৎপরতা দেখা দিলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে দমন করে দেওয়া হবে। যার ফলে কানাডা এবং আমেরিকার সঙ্গে ভারত বেশ খানিকটা মত বিরোধ করতে শুরু করে দিয়েছে। খলিস্তান পন্থীদের কানাডা সরকার ইচ্ছা করে আস্কারা দিতে শুরু করে দিয়েছে বলে ভারত মনে করে। এদিকে বাংলাদেশের আওয়ামি লিগ কিন্তু বিএনপি এবং জামায়েতে ইসলাম দলকে ভারত বিরোধী শ্লোগান তুলতে দিতে নারাজ। যদি দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে বিএনপি এবং জামায়েতে ইসলাম ভারত বিরোধী শ্লোগান তুলে নির্বাচন করতে চেয়েছিল বেং তদারিক সরকার প্রতিষ্ঠা করে বাংলাদেশে সরকার তৈরি করার ব্যাপারে মত প্রকাশ করেছিল। কিন্তু তাতে সুবিধা লাভ করতে পারেনি। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে শেখ হাসিনার জনপ্রিয়তা। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারতে রাষ্ট্রদূত অভিনন্দন জানিয়েছেন। এদিকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ দিন ভারত কাকে বাংলাদেশে পাঠাবেন তা নিয়ে এখনও স্থির করে নি বিদেশ মন্ত্রক। বাংলাদেশের প্রধামন্ত্রী চাইছেন যে ভারতে প্রধানন্ত্রী মোদি স্বয়ং উপস্থিত থাকুন। তিনি তো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দাদা রূপে পরিচিত। তাই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আবদার করেছেন যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদিকে তাঁর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে হবে।

## মার্কিন চিন কূটনীতি

আমেরিকার সঙ্গে জাপানের সামরিক চুক্তি রয়েছে। তার পরে জাপানকে আরও নিজস্ব সামরিক বাহিনী তৈরি করার ব্যাপারে আমেরিকা দ্বিমত পোষন করছে না। চিনকে শায়েস্তা করতে আমেরিকা যে চিনকে কোনও কৌশল অবলম্বন করতে পারে বলে জানতে পারা গিয়েছে। চিন সবচেয়ে বেশি ভয় পেতে শুরু করে দিয়েছে গোটা ইউরোপ না তাদের পণ্যের ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করে দেয়। তাহলে চিন একেবারে না খেতে পেয়ে মারা যাবে। চিনের শক্তিশালী আর্থিক বাজার হচ্ছে ইউরোপ। সেই ইউরোপ আমেরিকার অধীনে বলা যেতে পারে। ইউরোপ আমেরিকার কথা শোনে। তারা চিনের ব্যাপারে একেবারে পাত্তা দেয়নি। তার ফলে চিন ভয় পেতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে চিন আমেরিকার ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। শুধু আমেরিকার সঙ্গে নয় তাইওয়ানের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ভালো রয়েছে তাদের সঙ্গে চিন কোনও রকমভাবে সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করছে না বলে জানতে পারা গিয়েছে। চিনের ক্ষেপণাস্ত্র আছড়ে পড়েছিল জাপানের বিশেষ আর্থিক অঞ্চলে। তা নিয়ে জাপান কড়া ভাষায় প্রতিবাদ করেছে। এদিকে কানাডার কূটনীতিক জিম নিকোলকে ডেকে পাঠিয়ে ছিল চিনের বিদেশ মন্ত্রক। তাইওয়ান নিয়ে কানাডা চিনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিল। তার ফলে চিন প্রতিবাদ করে বলতে শুরু করে দিয়েছে কানাডা সরকারকে এর সংশোধন করতে হবে। ভুল সংশোধন করতে বলা হয়েছে। এদিকে কানাডা সরকার বলতে শুরু করে দিয়েছে তারা যা বলেছে তা ঠিক। সেখান থেকে এক পাও সরে আসবে না। তার ফলে কানাডার সঙ্গে চিনের কূটনীতিতে খানিকটা আঘাত লাগল বলা যেতে পারে। ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়ার তীব্র প্রতিবাদ করতে শুরু করে দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। তারা বলেছে সামরিক মহড়াতে ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষা কারাটা একেবারে আন্তর্জাতিক সামরিক আইন বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত। চিনকে এ সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে হবে। চিন সমারিক মহড়াতে একেবারে অনড় অবস্থান গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। চিনের চেয়ারম্যান শিন জিংপিন বলেছেন সামরিক মহড়া বন্ধ করবে না চিন। কারোর আপত্তি থাকলে চিনের সঙ্গে তাদের মতবিরোধ হতে পারে। তাইওয়ানের সীমান্ত ঘেঁষে ছয়টি এলাকায় চিন সামরিক মহড়া করতে শুরু করে দিয়েছিল। ৬৮ যুদ্ধ বিমান এবং ১৩ টি চিনা রণতরী এই সামরিক মহড়াতে অংশ গ্রহণ করেছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। এদিকে তাইওয়ান বলতে শুরু করেছে চিন আন্তর্জাতিক সামরিক আইন লঙ্ঘন করছে। তারা চিনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। আকাশ পথ এবং সমুদ্র পথ ধরে তাইওয়ানকে হেনস্থা করছে চিন সরকার। তাইওয়ানের প্রধানমন্ত্রী সু সেন চাং বলেছেন তারা তাদের মাতৃভূমিকে ভালোবাসেন। তবে অনেকেই বলতে শুরু করে দিয়েছে যে সামরিক মহড়ার তলে তলে চিন তাইওয়ান দখল করার চেষ্টা করছে।

## শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

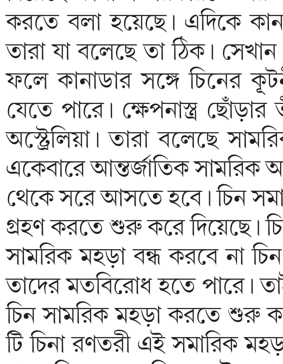

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে বিজ্ঞান শিক্ষা ছাড়া একটি জাত কোনও সময়ে অগ্রসর হতে পারে না। বিজ্ঞান চর্চা করার প্রয়োজন রয়েছে। কুসংস্কারকে দূর করতে গেলে বিজ্ঞানকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে আসতে হবে। যে দেশের নাগরিকদের বেশি করে বিজ্ঞান চর্চা করতে হবে। তারা যেন কোনও সময়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে না তার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। দেশবাসীকে কুসংস্কারকে বর্জন করতে হবে।

# ভারতের সশস্ত্র সংগ্রাম মাথা চাড়া দিতেই জওহরলাল এবং সুভাষ নৈতিক সমর্থন দিলেন

**রবীন্দ্র কুমার শীল**

ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল বিপ্লবীরা। যদিও সেই সব পদক্ষেপ সাফল্য লাভ করতে পারেনি। তবুও ব্রিটিশ সরকারকে ভাবতে হয়েছিল যে ভারতে শাসন ব্যবস্থা কায়েম রাখতে গেলে ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করতে হবে এবং তাদের একেবারে তাচ্ছিল্য করা যাবে না। ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামের ভিত্তি স্থাপন করে গিয়েছিলেন বিপ্লবী অরবিন্দ। তাঁর পথ ধরেই পরবর্তীকালে বিপ্লবীরা ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত হয়। বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিপ্লবী সংগ্রাম এবং সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এর মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকির কিংসফোর্ট হত্যা অভিযান। এটা বড় রকমের দুঃসাহসিক অভিযান। সমগ্র ব্রিটিশ সরকারের ভিতকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। তারপরে আসতে হবে বিপ্লবী বাঘা যতীনের বালেশ্বের সংগ্রামের ঘটনায়। বালোসোরে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের সংগ্রাম বাংলার বিপ্লবীদের সাহস জুগিয়ে ছিল। এরপরে আসতে হয় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনায়। সেখানে মাস্টারদা সূর্য সেন যেভাবে সেনা বাহিনী নির্মাণ করে ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে লড়াই করেছিল তা কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলনকে সাহস দিতে থাকে। তারপরে রয়েছে ভগৎ সিংয়ের আইনসভায় বোমা নিক্ষেপ। এটা শেষ না হতেই আবার শুরু হল লর্ড আরইউনের স্পেশাল ট্রেন উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা যা গান্ধিজির মনকে গভীরভাবে আহত করেছিল। এর আগে ঘটে গিয়েছে দিল্লিতে বসন্ত বিশ্বাসের মাধ্যমে রাসবিহারী বোসের নেতৃত্বে দিল্লিতে ভারতের ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ হত্যা পরিকল্পনা। খুব অল্পের জন্য রক্ষা পেয়ে গিয়েছিলেন ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ। মাস্টার মাইণ্ড বিপ্লবী রাস বিহারী বোসকে ধরা যায়নি। কিন্তু অবোধ বিহারী, আমির চাঁদ এবং বসন্ত বিশ্বাসের ফাঁসি হয়েছিল।

এর আগে ১৯০৯ সালে আলিপুর বোমা মামলা ১৯০৮ সালে শুরু হয়েছিল। মামলায় অরবিন্দ ছাড়া পেলেও বারীন্দ্র কুমার ঘোষ এবং উল্লাসকর দত্তের ফাঁসির হুকুম হয়। যদিও পরে হাইকোর্টে আপিল করে ফাঁস রদ হয়ে দ্বীপান্তরের সাজা হয়। গান্ধির অহিংসা আন্দোলন ভারতে এসে উপস্থিত হয়েছিল অনেক পড়ে। তখন ভারত তথা বাংলা বিপ্লবী আন্দোলন ছাড়া অন্য কোনও পথ নির্মাণ করতে পারছিল না। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছিল সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। তারপরে ধীরে ধীরে গান্ধিজি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অহিংসার প্রবেশ করিয়েছিলেন কংগ্রেসের মঞ্চকে ব্যবহার করেই। কংগ্রেসে যদি গান্ধিজি ঠাঁই না হতো তাহলে কিন্তু গান্ধিজির সত্যাগ্রহ, অসহযোগ বা ভারত ছাড়ো আন্দোলন জনপ্রিয়তা লাভ করতো না কিনা সন্দেহ। অর্থাৎ গান্ধিজির প্রতিটি আন্দোলন গণ আন্দোলনে পরিণত হতে পেরেছিলেন একটি মাত্র কারণ হচ্ছে কংগ্রেসের সদস্যদের সক্রিয় অংশ গ্রহণে। আর বিপ্লবী আন্দোলন বা সংগ্রামের পাশে ভারতের সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা ছিল না। সেখান বিপ্লবীদের নিজেদের শক্তির ওপরে ভরসা করে লড়াইতে জিইয়ে রাখতে হয়েছে। ভারতের বিপ্লবী আন্দোলন খুবই গোপনে করতে হয়েছে। এবং এই বিপ্লবী আন্দোলনকে ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়ার জন্য ইরেজ শাসকেরা গোড়ায় আঘাত করতে শুরু করে দিয়েছিল। তারা বিপ্লবী সমিতির সদস্যদের ধরে ধরে গ্রেফতার করতে শুরু করে। কিন্তু কত বিপ্লবী সমিতির সদ্যসদের ধরে ধরে গ্রেফতার করবে ইংরেজ পুলিশ। পরে তাদের ওপরে কড়া নজর রাখতে শুরু করে। ইতিমধ্যে কলকাতায় ঘটে গেল রডা কোম্পানির অস্ত্র লুণ্ঠন (১৯১৪)। সেই অস্ত্র গিয়ে উপস্থিত হতে থাকলো বিপ্লবী সমিতির সদস্যদের কাছে। কলকাতার পুলিশ কর্তা চার্লস টেগার্ট তৎপরতার সঙ্গে রডা কোম্পানির অধিকাংশ অস্ত্র উদ্ধার করেছিলেন। ভারতের সশস্ত্র আন্দোলনকে রুখে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন গান্ধিজি। তিনি তাঁর অহিংসা মন্ত্র দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত করার ইচ্ছাকে ব্যাপকভাবে প্রসারিত করেন। তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। তিনি তখন গান্ধিজির সঙ্গে হাত মিলিয়ে যদি বাংলার তরুণ সম্প্রদায়তে কংগ্রেসে অংশ গ্রহণ করতে উৎসাহিত না করতেন তাহলে সুভাষচন্দ্র বোসের মতো তরুণ কংগ্রেস দল পেত কিনা তাতে সন্দেহ রয়েছে। প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্র ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেওয়ার ফলে ভারতের স্বদেশি আন্দোলনকারীদের কাছে সুভাষ সমাদর লাভ করতে শুরু করেছেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে তিনি বিতারিত হওয়ার ফলে ছাত্র সমাজে বিশেষ করে বাংলার

তরুণ সমাজের কাছে তিনি তখন বলতে গেলে একজন হিরো। বিপ্লবীরাও অপেক্ষা করেছিল এই রকম একজন ছাত্র নেতা পাওয়ার জন্য। বাংলার সংগ্রামকে আরও বেশি উজ্জ্বল করে তুলতে সুভাষের মতো সাহসী তরুণ খুবই প্রয়োজন ছিল। এদিকে গান্ধির সঙ্গে বিপ্লবীদের মানসিক দূরত্ব তৈরি হয়ে গিয়েছে। গান্ধিজি বাংলা সফর করে বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন যে বিপ্লবীদের তাঁর অহিংসা আন্দোলনে যুক্ত করতে হবে। তখন বাংলার তরুণ সমাজ বিশেষ করে তারা হিংসাত্মক সংগ্রামকে বেশি করে প্রাধান্য দিতে থাকে। গান্ধিজির অহিংসা আন্দোলন ইংরেজ শাসকদের ভয়ের কারণ নয় এটা তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল। গান্ধিজি ইংরজ শাসকদের কাছে মানবিক সহানুভুতি লাভ করা প্রত্যাশায় অপেক্ষা করেছিলেন যাকে বিপ্লবীরা সহজে গ্রহণ করে নিতে পারেনি। তার ফলে গান্ধিজির সঙ্গে বিপ্লবীদের মানসিক দূরত্ব দেখা দিতে শুরু করে। গোপীনাথ সাহা কলকাতা পুলিশ কর্তা চার্লস টেগার্ট ভেবে একজন নিরীহ ইংরেজ আনের্স্ট ডে'কে হত্যা করলেন। তাতে কংগ্রেসের নেতা মহাত্মা গান্ধি খুবই ক্ষুব্ধ হন। তিনি বারবার একটি কথা বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন যে কয়েকজন ইরেজ শাসকদের হত্যা করে ভারতের স্বাধীনতা আসবে না। ইংরেজ প্রশাসকদের ধরে ধরে হত্যা করতে থাকলে ইংরেজরা তখন নিরীহ ভারতবাসীদের ওপরে অস্ত্র প্রয়োগ করতে থাকবে। তাতে রক্তক্ষয় হবে। কাজের কাজ কিছু হবে না। সেই কারণে গান্ধিজি বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন যে এমন একটি সংগ্রাম করতে হবে যেখানে সবার অংশ গ্রহণ থাকবে। লড়াই হবে সম্মুখে। পিছন থেকে কোনও লড়াই সাফল্য লাভ করতে পারে না। বিপ্লবীরা পিছন থেকে সংগ্রাম করছে। তাদের সংগ্রামে ভারতের সর্বস্তরে জনগণের কাছে পৌঁছাতে পারছে না এবং জনগণ অংশ গ্রহণ করতে পারছে না বা বিপ্লবী আন্দোলনের গতি প্রকৃতিকে ধরতে পারছে না। তার ফলে বিপ্লবী আন্দোলন জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। কংগ্রেস তখন ভারতের একটি শক্তিশালী জাতীয় সংগঠন। এই সংগঠনের মধ্যে অহিংসা এবং সহিংসা বিরোধ গেলে গেল। কোন পথসঠিক তা নিয়ে চলতে থাকলো তর্কবিতর্ক। সুভাষ চন্দ্র বোস থেকে শুরু করে অধিকাংশ তরুণ কংগ্রেস সদস্যরা বিপ্লবী আন্দোলনকে সমর্থন করতে থাকে। কংগ্রেস ইংরেজ শক্তিকে পাশে রেখে স্বাধীনতা সংগ্রাম করতে চায় তাতে সায় দিতে পারলেন না সুভাষ চন্দ্র বোস। তার ফলে তিনি একটি সময়ে কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে সরে গেলেন। এবং জাপানে রাস বিহারী বোসের পথকে অনুসরণ করতে থাকলেন। সুভাষ বোস কংগ্রেস ত্যাগ করে যখন ফরওয়ার্ড ব্লক তৈরি করেছেন তখন রাস বিহারী বোস জাপানে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি তৈরি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলার উদ্যোগ গ্রহণ করছেন। সুভাষ বোসের কাছে সেই খবর এসে পৌঁছাতে শুরু করে। কংগ্রেসের মধ্যে সুভাষ চন্দ্র বোস থাকলে তিনি সব সময়ে বিপ্লবীদের সমর্থন করে এসেছেন। মাঝে মধ্যে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বিপ্লবীদের সমর্থন করছেন। ১৯২৯ সালে এপ্রিল মাসে আইনসভায় বোমা বিস্ফোরণ হলে তাতে ব্রিটিশ সরকারের ভিত নড়ে উঠেছিল। গান্ধিজি বিপ্লবীদের এই ধরনের আচরণে নিন্দা করতে শুরু করেন। তিনি বলেছিলেন যে স্বাধীনতার নামে বোমা নিক্ষেপকারীরা বোমা ছুঁড়েছেন সে স্বাধীনতার তাঁরা সম্মানহানি করেছেন।' তিনি আরও লেখেন, 'এমনকী গোপনেও এই কাজের প্রতি কোনো রকম অনুমোদন জানানো কংগ্রেসিদের পক্ষে উচিত হবে না'। তিনি জানান যে সরকার সঠিক সময়ে সসম্মানে জাতীয় দাবিগুলি মেনে নিয়ে বোমার ব্যবহার রুখতে পারতো।' অতএব গান্ধিজি ভগৎ সিং-এর কাজকে পাগলামি বলে নিন্দা করার সঙ্গে সঙ্গে জাতির স্বার্থে তাকে ব্যবহার করেন।' অন্য দিকে জওহরলাল নেহরু বড়োলাটকে জানান, 'যে তরুণরা এই ঘটনা ঘটিয়েছেন তাঁদের দ্বার্থহীনভাবে নিন্দার কথা বলা উদ্ভট'। বোমা বিস্ফোরণে সঙ্গ মস্কোকে যুক্ত করার শাসকদের প্রচেষ্টা তাকে বিদ্রুপ করেছিলেন তিনি। নেহরু ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্তের বিবৃতি কংগ্রেস বুলেটিনে প্রকাশ করার ইচ্ছা পোষন করেছিলেন। তার জন্য তাঁকে গান্ধিজির ভর্ৎসনা শুনতে হয়েছিল। নেহরু গান্ধির কাছে ক্ষমা চেয়ে লেখেন, 'আমি দুঃখিত যে ভগৎ সিং এবং দত্তের বিবৃতি কংগ্রেস বুলেটিনে ছাপানোর আপনি অনুমোদন করেননি'। নেহরু কখন গান্ধিজির সিদ্ধান্তের ওপরে কলম চালাতেন না। তবে তিনি লিখেছিলেন যে 'কারণ সাধারণতভাবে কংগ্রেস মহলে বিবৃতিটি দারুণ সমাদর পেযেছে'। সুভাষের কাছে আইনসভায় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ছিল, 'বিপ্লবী আন্দোলনের দৃশ্যমান প্রকাশ'। এই সময় থেকে বিপ্লবীদের চিন্তার সঙ্গে গান্ধিজির চিন্তার ফারাক ঘটতে শুরু করে দিয়েছিল। বিস্ফোরণের ফলে ভগৎ সিং এবু বটুকেশ্বর দত্ত গ্রেফতার হলেন এবং তাদের সঙ্গীসাথীদের তল্লাশি করতে শুরু করে দিল ইংরেজ পুলিশ বাহিনী। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় সব গ্রেফতার হওয়ার সব বিপ্লবীদের বিচার করা হয়েছিল। কিন্তু বিপ্লবীদের সংগ্রাম এখানেই থেকে থাকেনি। কারাগারে রাজনৈতিক বন্দিদের প্রতি অবিচারের প্রতিবাদে অনশন ধর্মঘট শুরু হয়েছিল। এই ধর্মগট গোটা দেশের নাগরিকদের সহানুভূতি লাভ করে। সেই সময়ে গান্ধি নিরবতা পালন করেছিলেন। এমনকী নেহরুতে একটি লেখা চিঠিতে এই আন্দোলনকে 'অবান্তর প্রদর্শন' বলে উল্লেখ করেছেন। সেই সময় যতীন দাসের শহীদ হওয়ার ঘটনায় সমগ্রা জাতি উদ্বেলিত হয়ে গিয়েছিল। নেহরু পর্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু গান্ধিজি একটি কথাও সেই সময়ে ব্যয় করেননি। তিনি এই প্রসঙ্গটাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছিলেন। জওহরলাল নেহরু জেলের মধ্যে অনশনকারীদের দেখতে যান এবং সকলের সঙ্গে তিনি কথাও বলেছিলেন। তিনি বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের ব্যাপরে নিশ্চিত হয়ে বলেছিলেন যে 'আমাকে তাঁরা জানান যে তাঁদের ব্যক্তিগত পরিণতি যাই হোক না কেন, তাঁর তাঁদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকবেন'। ১৯২৯ সালে আগস্ট মাসের ৯ তারিখে লাহোরের একটি সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে নেহরু ধান্দাবাজ ও স্বার্থপর কংগ্রেসিদের সঙ্গে নিঃস্বার্থ অনশনকারী বন্দিদের তুলনা করে বলেছিলেন, 'এই সাহসী তরুণরা জেলের ভিতরে যে সংগ্রাম চালাচ্ছেন তার গুরুত্ব আমাদের বুঝতে হবে। আত্মত্যাগের জন্য জনগণের কাছ থেকে প্রশস্তি ও শিরোপা পাওয়ার জন্য তাঁরা লড়ছেন না।

## মোদি বিরোধিতা করতে গিয়ে তিন মন্ত্রী সাসপেন্ড হলেন

আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিরোধিতা করা একেবারে অসম্ভব। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে সবার আর্থিক দড়িটা ভারত এখন নিজের হাতে ধরে রেখে দিয়েছে। কোনও রকমভাবে আলগা করছে না। যার ফলে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন এবং চিনের চেয়ারম্যান শি জিনপিং পর্যন্ত মোদির প্রশংসা করতে শুরু করে দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী লক্ষদ্বীপ সফরে গিয়েছিলেন। তিনি সেখানকার সমুদ্র তটের সৌন্দর্য উপভোগ করে বলেছেন পর্যটন টানারা ক্ষেত্রে অতি উত্তম স্থান। পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে লক্ষদ্বীপকে তুলে ধরার কারণে মলদ্বীপের তিনজন মন্ত্রী কটাক্ষ করেছেন মোদিকে। সমাজ মাধ্যমে তা প্রকাশিত হওয়ার ফলে বর্ণবিদ্বেষী ও ভারত বিরোধী শুরু করে দিয়েছিল মালদ্বীপে। যার ফলে দুই দেশেক কূটনৈতিক সম্পর্কে টান পড়তে শুরু করে দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সেই তিনজন মন্ত্রীকে সাসপেন্ড করলো মলদ্বীপের চিনপন্থী হিসাবে পরিচিত প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জুর সরকার। লক্ষদ্বীপ সফরে গিয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি লক্ষদ্বীপ সফরে গিয়ে ভারতীয়দের সমুদ্র পর্যটনের উল্লেখযোগ্য স্থান হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। সেই ছবি দেখে অনেকে লক্ষদ্বীপের সঙ্গে মলদ্বীপের তুলনা করে। তারপরে মোদিকে লক্ষ্য করে মলদ্বীপের তিন জন মন্ত্রী কটাক্ষ করতে শুরু করেন। মলদ্বীপের এই তিনজন মন্ত্রীরা হলেন যথাক্রমে মরিয়াম শিউনা, মালশা শরিফ ও আবদুল্লা মাহজুম মাজিম। মরিয়াম সরাসরি মোদিকে কটাক্ষ করে বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন। তারপরে আরও দুইজন মন্ত্রী এই কটাক্ষের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা বলতে শুরু করে দিয়েছিলেনযে মলদ্বীপের সমুদ্র তটের সঙ্গে ভারতীয় সমুদ্র তটের তলনা না করাই ভালো। মলদ্বপের সমুদ্রতট আরও বেশি সুন্দর এবং পর্যটন ক্ষেত্রে অতি মনোরম স্থান। মলদ্বীপের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া একেবারে অসম্ভব ভারতের। মন্ত্রীদের সূত্র ধরে অনেক রাজনৈতিক নেতোরা ভারতেক কটাক্ষ করতে শুরু করেন এবং ভারতীয় পর্যটক সম্পকে বিরূপ মন্তব্য করে। তারপরে শুরু হয়ে গিয়েছিল পাল্টা প্রতিক্রিয়া। সমাজ মাধ্যমে ভারতীয়রা বয়কট মলদ্বীপ বলে আওয়াজ তুলতে শুরু করে। মলদ্বীপের এহেন আচরণের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন অক্ষয় কুমার। তারপরে ভারতর লক্ষদ্বীপ এবং মহারাষ্ট্রে সিন্ধুদুর্গের মতো সমুদ্রতট পর্যটন ক্ষেত্রে আকর্ষনীয় স্থানের প্রচারে অংশ গ্রহণ করেছিলেন শচীন তেন্ডুলকর, জন আব্রাহাম, সলমন খান, শ্রদ্ধা কাপুরের মতো ভারতীয় তারকারা। এই বিষয়টা নিয়ে সরব হয়েছিলেন মলদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ নাশিদ এবং ইব্রাহিম মহম্মদ সোলিও। নাশিদ বলেছেন যে মলদ্বীপ সরকারের প্রতিনিধি মরিয়াম শিউনা একটি গুরুত্বপূর্ণ মিত্র দেশের নেতার সম্পর্কে অত্যন্ত খারাপ ভাষা প্রয়োগ করেছেন। মলদ্বীপ সুরক্ষা এবং উন্নতিতে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মহম্মদ মুইজ্জু সরকারের উচিত এই মন্তব্য থেকে দূরত্ব তৈরি করা। ভারতকে স্পষ্টভবে বোঝাতে হবে যে এই মন্তব্যের সঙ্গে মলদ্বীপ সরকারের নয়। এদিকে বিদেশ মন্ত্রক সূত্র থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে মালেতে নিযুক্ত ভারতীয় দূতাবাসের হাইকমিশনারও বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে মুইজ্জু সরকারকে জানিয়েছে। তাদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে সমাজ মাধ্যমে বিদেশি নেতা এবং কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অপমানকর মন্তব্যের কথা তারা জানে। এর সঙ্গে মলদ্বীপ সরকারের কোনও যোগ নেই। এটা ব্যক্তিগত মত। তবে সরকারের পদে থেকে এই ধরনের মন্তব্য করাটা একটি অপরাধ। এটা করা যায় না। সেই কারণে মলদ্বীপের মুইজ্জু সরকার এ ব্যাপরে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। পরপরই মরিয়া শিউনা, মালশা শরিফ এবং আব্দুল্লা মাহজুম মাজিদকে সাসপেন্ড করা হয়। কেন এই ধরনের মন্তব্য করার প্রয়োজন পড়লো তার কৈফিয়ত চাওয়া হয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। ভারতের কাছে মলদ্বীপ সরকার দুঃখ প্রকাশ করেছে

## ব্রিগেডে জমায়েত হলেই চলবে না ব্যালটে জমায়েত চাই

কোনও নির্বাচন আসলেই বামফ্রন্ট বিশাল জমায়েত দেখিয়ে থাকে ব্রিগেড ময়দানে। কিন্তু সেটা করে দলের কোনও লাভ হয় না। তাতে দল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা বলতে থাকে যে সিপিএম দল শুধু জনসভা করতে পারে বিশাল বিশাল। কাজের বেলায় দেখতে পাওয়া যায় সব ফাঁকা। কোনও কাজে লাগে না এখন বামফ্রন্ট নেতাদের। পশ্চিমবঙ্গে বাম দলের শক্তি নেই। এখন তাদের চেহারাটাই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মাত্র। তাতে রক্ত মাংস নেই। হাড়ও শক্তিশালী নয়। মুখ বিপ্লবের কথা বলে। ব্যালটে বিপ্লব দেখাতে পারে না। সেখানে দেখতে পাওয়া যায় বিরোধী দলের নেতা লোকসভা বা বিধানসভার সদস্য নির্বচিত হয়ে গিয়েছে। এদিন মহম্মদ সেলিম এই কথা বলতে শুরু করে দিয়েছেন। ভুয়ো ভোট রুখতে এবারে সাহস করে এগিয়ে আসতে হবে। নির্বাচনকে সুষ্ঠু এবং অবাধ করতে সবাইকে ব্রত গ্রহণ করতে হবে। আতঙ্ক তৈরি করতে শুর করলে তার জবাব দিতে হবে। নাহলে কিন্তু নির্বাচনে জেতা একেবারে অসম্ভব হবে। যে রাজনৈতিক দল অন্যায় শক্তি দেখাবে তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে, তার জবাব দিতে হবে। লড়াই করে জিতহে হবে। লড়াই লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই এই শ্লোগানকে ভুলে গেলে চলবে না। এই শ্লোগানকে মনে রেখে আন্দোলনকে জিইয়ে রাখতে হবে। ব্রিগেডে বাম দলে বিশাল সমাবেশ হল। গ্রামাঞ্চল থেকে বহু সিপিএম দলের সমর্থকেরা দুইদিন আগে থেকে কলকাতায় এসে উপস্থিত হয়। এবারে লোকসভার ভোটে সিপিএম মরিয়া হয়ে লড়াই করবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। লোকসভায় ভেটে সিপিএম বাংলা থেকে কয়েকটি আসন পাওয়ার দিকে পদক্ষেপ গরহণ করতে শুরু করেছে। কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এবারে সিপিএম দল এগিয়ে চলতে শুরু করবে। কংগ্রেস যদি বাম দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে লোকসভার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে তাহলে বাম দলে নেতাদের কোনও আপত্তি নেই। বিজেপিকে পরাস্ত করতে কংগ্রেস সিপিএম দল এক সারিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এদিকে সিপিএম দল থেকে বলা হয়েছে যে 'এক দেশ এক নির্বাচন' করাতে চায় কেন্দ্রীয় সরকার। সেটা করা একেবারে অসম্ভব। যদিও কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বলা হয়েছে বিধানসভা এবং লোকসভার নির্বাচন এক সঙ্গে করতে পারলে আর্থিক সাশ্রয় হবে। লোক সভার নির্বাচনের জন্য ব্যয় আবার বিধানসভার নির্বাচনের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় করতে হবে না। এক সঙ্গে দুটো নির্বাচন করলে ব্যয় কমবে। দেশের আর্থিক ব্যয় কমাতে হবে। আয় বৃদ্ধি করতে হবে। আয় বৃদ্ধি হলে উন্নয়ন হবে। ভরতকে উন্নয়নশীল দেশ বলে গ্রহণ করতে শুরু করবে বিশ্বের সব রাষ্ট্র নেতারা। কিন্তু বাম দলের নেতারা বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে এক দেশ এক নির্বাচন করলে আদর্শগত পার্থক্য থাকবে। লোসভার নির্বাচনের সময়ে জাতীয় সমস্যার কথা বলা হয়ে থাকে। আবার বিধানসভার নির্বাচনের সময়ে রাজ্যের সমস্যার ওপরে জোর দেওয়া হয়ে থাকে। লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচন এক সঙ্গে হলে সবাইকে সঠিক সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা একেবারে অসম্ভব। সেই কারণে এক দেশ এক নির্বাচন করা যায় না। ভারতের মতো বিশাল দেশে রাজ্যের সমস্যার সঙ্গে জাতীয় সমস্যারা বেশ পার্থক্য থাকে। এক দেশ এক নির্বাচন শুরু হলে বড় দলগুলি যা নির্বাচনের জন্য খরচ করতে পারবে তা কিন্তু ছোট দলগুলি করতে পারবে না। ভোট হয়ে যাওয়ার পরে সরকার পড়ে গেলে তার কোনও দিশা দেখাতে পারছে না আইন কমিশন এবং এর বিকল্প পথ কীভাবে তৈরি করা যেতে পারে তার কোনও পথ নির্ণয় করতে পারছে না কেন্দ্রীর সরকার। গত ২ সেপ্টেম্বর ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দকে চেয়ারম্যান করে উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কমিটি ৫ জানুয়ারি এ প্রসঙ্গে দেশের নাগরিকদের মতামত চাওয়া চায়।

## হেরিটেজ ঃ কলকাতার কফি হাউস

কলকাতার কফি হাউস বলতে কলেজ স্ট্রিট পাড়ার কফি হাউসের কথা মনে করা হয়ে থাকে। এই কফি হাউসের আগেকার নাম ছিল অ্যালবার্ট হল। এখানে আগে নাটক এবং থিয়েটার হতো। এই অ্যালবার্ট হলেই এক সময়ে কলকাতা মেডিকে কলেজের প্রথম মেডিকেল ক্লাস শুরু হয়েছিল। তারপরে এই মেডিকেল ক্লাস শুরু হয়েছিল সংস্কৃত কলেজে। এক সময়ে

বাংলা এবং সংস্কৃত ভাষায় চিকিৎসা শাস্ত্র পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তখন বাংলায় মেডিকেল ছাত্রদের ভর্তি করানোর পরীক্ষক ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। এই কলেজের ছাত্র ছিলেন মধুসূদন গুপ্ত। তিনি প্রথম শবব্যবচ্ছেদ করেছিলেন মেডিকেল কলেতে এন্যাটমি বিভাগে। কফি হাউস যখন অ্যালবার্ট হলে নামে পরিচিত ছিল সেই সময়ে বড় বড় সভা এখানে হয়েছিল। কবি নজরুলকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। সেই সভার সভাপতিত্ব করে ছিলেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন সুভাষ চন্দ্র বোস।

## চিঠিপত্র ঃ আফগানে মহিলা বিক্ষোভ

'রেভলিউশনারি অ্যাসোসিয়েশন অব দ্য উইমেন অব আফগান' এর মহিলা সদস্যরা বলেছেন আমেরিকা সরকার এই তালিবান সরকারকে আফগানিস্তানে নিয়ে এসেছে। তারাই অর্থ দিয়েছে তালিবান সরকারকে। আমেরিকা চায় আফগান যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। আফগান মাথা তুলে দাঁড়ালে তাদের বিপদ। সেই কারণে তারা আফগানকে একেবারে অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখতে চায়। আফগান গণতান্ত্রিক সরকারকে আমেরিকা সরকার সমর্থন না করার ফলে জঙ্গি তালিবান সরকার আফগানে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। তালিবানরা আমেরিকাকে এক সময়ে শত্রু দেশ বলে চিহ্নিত করেছিল। কিন্তু আজকে তালিবানরা আমেরিকার সবচেয়ে বড় বন্ধু। আফগানিস্তানে তালিবান সরকারের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে বড় বড় নেতারা প্রকাশ্যে এসে উপস্থিত হলেও সিরাজুদিন হাক্কানির মতো নেতারা এসে উপস্থিত হননি। তালিবান নেতারা এদিন সদস্য প্রয়াত আল কায়দা নেতা জাওয়াহিরির ওপরে হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন। তালিবান সরকারের প্রতিষ্ঠাতা মোল্লা ওমরের গান এদিন রাস্তায় শুনতে পাওয়া গিয়েছিল। নর্দান অ্যালায়েন্সের যে নেতা তালিবান অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন আহমেদ শাহ মাসুম। **সব্যসাচী ভট্টাচার্য, রাজা রামমোহন সরণি, কলকাতা**

# প্রাক্তন উপাচার্য দাপ্তরিক ফোন ফেরত না দিয়ে বিতর্কে, বিশ্বভারতী কাটলো টাকা

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ৯ জানুয়ারি ঃ প্রাক্তন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী অবসর গ্রহণ করার পরও, বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না তাঁর। নিয়ম মাফিক আট নভেম্বরে অবসর গ্রহণের পর দাপ্তরিক তিনটি মুঠোফোন বিশ্বভারতীর কাছে ফেরত দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তিনি তা করেন নি। আর তাতেই জোর বিতর্ক। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে তাঁর পাওনা গন্ডা যা সব মিটে গেলেও, আট দিনের উনপঞ্চাশ হাজার টাকা পাওনা ছিল তাঁর। সেখান থেকেই মুঠোফোন বাবদ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা কেটে নিয়ে চার হাজার টাকা বেতন হিসেবে তাঁর হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রাক্তন উপাচার্য কাউকেই বিশ্বাস করেন না। আর সে কারণেই মোবাইল তিনটি হাতছাড়া করতে চান নি বলে, তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে জানা গেছে। বিশ্বভারতী সূত্রে জানা গিয়েছে, উপাচার্যের পাওনা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে প্রথম থেকে অবসরগ্রহণের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি বিতর্কিত ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তিনি বিতর্কিত ছিলেন।

# ৪০ লক্ষ টাকা অর্থাব্যয়ে রাস্তার সূচনা করলেন মন্ত্রী তাজমুল হোসেন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৯ জানুয়ারি ঃ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের বরাদ্দকৃত প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা অর্থাব্যয়ে মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লকের ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের সুরতপুর গ্রামের রশিদ এর বাড়ি থেকে সুকুরুদ্দিন এর বাড়ি পর্যন্ত

৩৫০ মিটার ঢালাই রাস্তার শুভ সূচনা করলেন রাজ্য সরকারের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন। এছাড়াও এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য মর্জিনা খাতুন, তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মুশারফ হোসেন, যুব সভাপতি জিয়াউর রহমান, ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দল নেত্রী সুখী বেগম সহ ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ববৃন্দ। উল্লেখ ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের সুরতপুরের কোনো পাকা রাস্তা না থাকায় বিভিন্ন সমস্যার মুখে পড়তে হতো এলাকাবাসীদেরকে। বর্তমানে এই রাস্তার কাজের সূচনা হওয়ার পরে অনেক আনন্দে রয়েছেন এলাকাবাসী। এই রাস্তা হওয়ার ফলে অনেকটাই সুবিধা হবে বলে মনে করেন এলাকাবাসী।

# পরিবেশ বান্ধব 'এক্সোটিকা' অ্যাচিভার্স মিট হল দীঘায়

দুরন্ত বার্তা, দীঘা, ৯ জানুয়ারি ঃ দীঘা উইলোউড কেমিক্যালস লিমিটেডের পক্ষ থেকে 'এক্সোটিকা' অ্যাচিভার্স মিট হল দীঘায়। ২০২৩ সালের সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে নতুন বছরে এই 'এক্সোটিকা' অ্যাচিভার্স মিট। সোমবার ও মঙ্গলবার দু'দিন ব্যাপি এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলার প্রায় ২০০ বিক্রেতা। যারা পরিবেশ বান্ধব এই দানাদার 'এক্সোটিকা' কীটনাশককে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছেন। পাশাপাশি যে সব বিক্রেতারা 'এক্সোটিকা'কে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে ভালো পারফরম্যান্স করেছেন তাদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে উইলোউড কেমিক্যালস লিমিটেড। দানাদার কীটনাশক 'এক্সোটিকা'র সাফল্য উদযাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উইলোউড কেমিক্যালস লিমিটেডের জেনারেল ম্যানেজার তথাগত সান্যাল, পশ্চিমবঙ্গের রিজিওনাল ম্যানেজার শান্তনু পত্র, পূর্ব ভারতের মার্কেটিং ম্যানেজার উজ্জ্বল গুহ প্রমুখ। এই দানাদার কীটনাশক প্রস্তুত কারক সংস্থার দাবি, বাজারে মাজরা পোকা পাতামোড়া লাল কৃমি ভেঁপু সহ বিভিন্ন কীট রোধ করার জন্য যে সমস্ত কীটনাশক রয়েছে তাদের থেকে ভালো কাজ দেয় এই 'এক্সোটিকা' দানাদার কীটনাশক। এটি ক্যাপসুলেটেড প্রযুক্তিতে তৈরি হওয়ায় দীর্ঘ মেয়াদী সুরক্ষা দেয়। নীল ত্রিভুজ মার্কা কীটনাশক তাই পরিবেশে ক্ষতি করে না। এছাড়া দামও সামর্থ্যর মধ্যে হওয়ায় সহজেই কৃষকদের মন জয় করতে পেরেছে এই কীটনাশক।

# নবীন প্রবীন বিতর্ক উড়িয়ে দিলেন চন্দ্রিমা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৯ জানুয়ারি ঃ ''তৃণমূলে নবীন প্রবীন নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। নবীন প্রবীণ বিতর্ক তৈরী সংবাদ মাধ্যমের। এই নিয়ে সংবাদমাধ্যমের ভাবনার কিছু নেই। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যা বলার বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী যা বলার বলেছেন। এই নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই''। মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমান জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে বর্ধমান সংস্কৃতি লোকমঞ্চে সংঘবদ্ধ শপথ অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে একথা বলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী তথা রাজ্য মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য। বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা, ১০০ দিনের কাজে বকেয়া টাকা না দেওয়া, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সহ মহিলাদের অসম্মানের প্রতিবাদে মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমান জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী শিখা সেনগুপ্তের আহ্বানে ওই প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। ওই প্রতিবাদ সভায় কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিভিন্ন কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে চন্দ্রিমা দেবী বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন প্রকল্প নকল করেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। স্বাস্থ্য সাথী, কন্যাশ্রী সহ একাধিক প্রকল্প আগে এই রাজ্যে চালু করেন মুখ্যমন্ত্রী এবং ওই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নও করা হয় অত্যন্ত দ্রুত গতিতে। কিন্তু ওই প্রকল্পগুলি কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কপি করলেও সেগুলি বাস্তবায়ন করতে পারেনি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পর এক বছরের মধ্যেই নির্বাচনে মহিলাদের ৫০ শতাংশ সংরক্ষন চালু করে মহিলাদের ক্ষমতায়নের পথ সুগম করে দিয়েছেন। পৌরমাতা তথা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা সভানেত্রীর আহ্বানে এদিন বর্ধমানের সংস্কৃতি লোকমঞ্চ উপচে পরে মহিলাদের ভীড়। পূর্ব বর্ধমান জেলায় বিভিন্ন ব্লক এবং বিভিন্ন এলাকা থেকে মহিলারা মিছিল করে মহিলারা মিছিল করে সংস্কৃতি মঞ্চে এসে উপস্থিত হন নেতৃত্ব দিলেন রাজ্য মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য, সম্পাদক স্মিতা বক্সী। উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী শিখা সেনগুপ্ত, বিভিন্ন ব্লকের সভাপতি এবং বর্ধমান পৌরসভার ৩৫ জন মহিলা সভাপতি। উল্লেখ্য, সামনেই সামনেই আসছে লোকসভা ভোট। এই লোকসভা ভোটের আগেই মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু করলো বলেও মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

Online tender are invited by the Principal, Purulia Government Engineering College, Purulia -723103 from bidder regarding climate resilient integrated Rural infrastructure (refresher course) NS Batch-7 etc. through electronic tendering (etendering) process. The details of which will be available in website https://wbtenders.gov.in from 10/01/2024. Last date of submission of tender is 23/01/2024.

## e-Tender Notice

**P.O-cum-D.W.O, B.C.W & TD, Purulia invites e-tender of 2023-24**

| NIT NO. | Tender Id | End date |
|---|---|---|
| NIT-13(e) | 2024_DM_640308_1 | 24.01.2024 |
| | 2024_DM_640308_2 | 24.01.2024 |
| | 2024_DM_640308_3 | 24.01.2024 |
| | 2024_DM_640308_4 | 24.01.2024 |
| NIT-14(e) | 2024_DM_640321_1 | 24.01.2024 |
| | 2024_DM_640321_2 | 24.01.2024 |

Details may be seen on website http://wbtenders.gov.in

**Sd/-PO-cum-DWO BCW & TD, Purulia**


# নতুন রূপে সেজে উঠেছে হরিশ্চন্দ্রপুর ডিয়ার পার্ক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৯ জানুয়ারি ঃ নতুন রূপে সেজে উঠেছে হরিশ্চন্দ্রপুরের ডিয়ার পার্ক। শীতের মরশুম পড়তেই ভিড় করেন বহু সাধারণ মানুষ। এমনকি মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের বারদুয়ারীতে অবস্থিত এই পার্কে জেলার বাইরে থেকেও বহু পর্যটক ঘুরতে আসেন। হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের প্রত্যন্ত এলাকা বারদুয়ারি। এখানেই ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে তৈরি করা হয়েছে ডিয়ার পার্ক। দিনের পর দিন এই পার্কের চাহিদা বাড়ছে সাধারণের মধ্যে। কারণ এখানে রয়েছে প্রায় ৩০ টি হরিণ, বিভিন্ন প্রজাতির দেশি-বিদেশি পাখি, খরগোশ। এছাড়াও শিশুদের বিনোদনের জন্য নানান ধরনের খেলার সামগ্রী, পার্কের মধ্যে রয়েছে একটি পুকুর সেখানে বোটিং করার সুব্যবস্থা রয়েছে। এত কিছু টানে মানুষ এখানে ভিড় করেন। মূলতঃ শিশুদের খেলা ঘোরার জন্য একেবারে আদর্শ জায়গা। বারদুয়ারী পার্কে প্রবেশ মূল্য মাত্র ১০ টাকা। সারা বছর বহু মানুষ এখানে আসেন। তবে শীতের মরশুমে ভিড় উপচে পড়ছে। সাধারণ মানুষের ভিড় বাড়তে থাকায় ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে আরও সৌন্দর্যায়ন বৃদ্ধি করা হচ্ছে এই পার্কের। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন করে এখানে একটি সেলফি জন তৈরি করা হচ্ছে। যেখানে লেখা থাকবে আই লাভ ইউ হরিশ্চন্দ্রপুর। এছাড়াও শিশুদের বিনোদনের জন্য আরও বেশি করে খেলনা বসানো হচ্ছে। বিভিন্ন পশুদের বড় বড় মডেল তৈরি করা হবে পার্কের ভেতরে। পুকুরে আরও বেশি করে নৌকাবিহার করার জন্য বোট তৈরি করা হচ্ছে। এই পার্কের আশেপাশের জেলা ও জেলার বাইরে থেকে বহু মানুষ পিকনিক করতে আসেন। ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত মানুষ এখানে বেশি ভিড় করেন। তবে পার্কের মধ্যে কোনরকম পিকনিক করা যায় না। দিনভর এখানে ঘোরা যায় মনোরম পরিবেশে। আশেপাশের সাধারণ মানুষ পিকনিক করে থাকেন আর এই পার্কে ঘুরে যান। এখন থেকে ভিড় বাড়ছে তাই এই পার্কে আরও সুন্দর করে সাজানোর কাজ দ্রুত গতিতে শেষ করার পরিকল্পনা নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

# জাস্টিস গাঙ্গুলী অযাচিত মন্তব্য করেছেন, মন্তব্য চন্দ্রিমার

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৯ জানুয়ারি ঃ উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালিতে ইডি আধিকারিকদের মারধরের নিন্দা করেন বীরভূম সাংসদ শতাব্দী রায়। একইভাবে নিন্দা করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ দফতরের মন্ত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গ মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, কাউকেই মারধর করা উচিত নয়। আইন কাউকে বা কারো কাজ অপছন্দ হতে পারে। কিন্তু তাবলে আইন আছে। এদিন রাজ্যের ভিজির বক্তব্য উল্লেখ করে তিনি বলেন, রাজ্যের ইডি বলেছেন, যে যেখানে বেআইনি কাজ করবেন, তিনি তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। আইন সঙ্গত কাজ হতে হবে। শাহজাহানের ব্যাপারটাও আইনী প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে। তবে ইডি ইডির যে অফিসার সেদিন রেডে গেছিলেন তার সম্পর্কেও অনেক অভিযোগ আছে। জাস্টিস গাঙ্গুলী প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন, জাস্টিস গাঙ্গুলীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলছি, এই বিষয়ে কোন মামলা বিচারপতির সামনে ছিল না। অথচ অযাচিতভাবে এই ধরনের কথা বলতে পারেন কিনা তার বিবেচনা করা উচিত। মঙ্গলবার বোলপুর গীতাঞ্জলি প্রেক্ষাগৃহে বীরভূম জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের ডাকে কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলার প্রতি বঞ্চনা, একশো দিনের কাজে টাকা না দেওয়া এবং বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ও মহিলাদের অসম্মানের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, প্রিয়দর্শিনী হাকিম, সিউড়ি বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, জেলা মহিলা নেত্রী সাহারা মণ্ডল, বোলপুর সাংসদ অসিত মাল, সভাধিপতি কাজল সেখ, নানুর বিধায়ক বিধান চন্দ্র মাঝি প্রমুখ। মঙ্গলবার এভাবেই বোলপুরে দলীয় সভার পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ দফতরের মন্ত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গ মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য মন্তব্য করেন। একইভাবে বিজেপির ধর্ম নিয়ে রাজনীতি ও ভণ্ডামিকে কটাক্ষ করেন মন্ত্রী। সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, অযোধ্যায় রাম মন্দির হচ্ছে তো কী হবে? হোক! আমরা যে মাটির উপর এই বাংলায় দাঁড়িয়ে আছি সেখানে পাঁচটা সতী পীঠ এবং একটি শক্তি পীঠ আছে। অর্থাৎ বিজেপি ধর্মীয় চরিত্রকে যতই পোস্টার বয় বানিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চেয়ে থাকুক না কেন, তৃণমূল কংগ্রেস এই নিয়ে ভাবিত নয়। বাংলায় সতী পীঠ ও শক্তিপীঠ আছে। অর্থাৎ ঠারে ঠারে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, বাংলার মাটি শক্ত মাটি। পাশাপাশি, রাজ্যপালের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে আর্টিকেল ৩৫৫ প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রাজনৈতিক জল্পনার বিরুদ্ধে মন্ত্রী বলেন, রাজ্যপাল চাইলেই তো হয় না। আর্টিকেল ৩৫৫ রাজ্যপাল সঠিকভাবে বুঝেছেন কিনা জানি না।

## পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ঃ এনআইটি/০২/২৪/২, তারিখ ০৮.০১.২০২৪। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলী প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত দফাসমূহ সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। ক্রমিক নম্বর ও টেন্ডার নম্বর; বিবরণ; ইএমডি যথাক্রমে ঃ টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২২.০১.২০২৪-এ দুপুর ১ টা ৩০ মিনিট। (১) ০১২৩১০১৭এ; ডেকোরেটিভ থার্মোসেটিং সিন্থেটিক রেজিন বন্ডেড সংগ্রহের কাজ ইত্যাদি; ৪,৩৩,০২০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৩.০১.২০২৪-এ দুপুর ১ টা ৩০ মিনিট। (২) ০৬২৩১২৮৫; ফায়ার রিটারড্যান্ট কার্টেন ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ; ৬৩,০০০ টাকা। (৩) ১৫২৩৫০৪৫বি; ট্রান্সফরমার অয়েল ফিল্টেশন প্ল্যান্ট ৩০০০ এলপিএইচ সংগ্রহের কাজ; ৫২,০০০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৪.০১.২০২৪-এ দুপুর ১ টা ৩০ মিনিট। (৪) ০৮২৩১০২০; পলিমাইড আচ্ছাদিত কপার কন্ডাক্টর সংগ্রহের কাজ; ১,৯৩,৬৮০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৫.০১.২০২৪-এ দুপুর ১ টা ৩০ মিনিট। (৫) ০৪২৩৫০৪৫এ; সূচনার কাজ সমেত স্নের হুইলার মার্ক III/IV টাওয়ার ওয়াগনের হাইড্রোস্ট্যাটিক পাওয়ার প্যাকের সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, সূচনা; ১,৭০,৫১০ টাকা। (৬) ০৮২৩১০৮৬এ; ব্যাটারি চার্জিং ইউনিট, ২০০ অ্যাম্পিয়ার, ১৩০ ভোল্ট ইত্যাদি; ৭৭,৭৭০ টাকা। (৭) ১১২৩১৮৩৭; ২০ মিমি বোর-এর হোস কানেকশন x ৫৫০ মিমি; ৯৩,৭২০ টাকা। (৮) ১১২৩১৮৪৮; হোস; ৭৬,৪১০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৯.০১.২০২৪-এ দুপুর ১ টা ৩০ মিনিট। (৯) ১০২৩১০৩৫এ; কনভেনশনাল লোকোর জন্য অয়েল কুলার রেডিয়েটর; ২,৬৮,৭৫০ টাকা। (১০) ১০২৩১১২৯; ব্রাশ হোল্ডার ইত্যাদি ক্রয়; ৩,০২,২২০ টাকা। (১১) ১০২৩১৪৪০; পলিইউরিথেন স্প্রিং প্যাড ইত্যাদি ক্রয়; ৭০,০১০ টাকা। (১২) ২০২৩১৮৮২এ; অ্যাক্সেল গাইড হেলিক্যাল স্প্রিং এমইএমইউ টিআর. কোচের জন্য সংগ্রহের কাজ। আইসিএফ ড্রয়িং নং. এমইএমইউ/টিসি-০-১-০০২ অল্ট এফ/২ অথবা সাম্প্রতিকতম আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নম্বর. ডব্লুডি-০১-এইচএলএস-১৯৯৪ রেভ.৩ অফ জানুয়ারি ২০০৯। অ্যামেন্ডমেন্ট স্লিপ নং.-০৩ অফ জুন ২০২২ মেটিরিয়াল - আইএসঃ ৩১৯৫; ১,৯৬,৮৮০ টাকা। (১৩) ২১২৩১০৭১এ; বিওএক্সএন ওয়াগনের জন্য এম্পটি লোড ডিভাইস অ্যাসেম্বলি-ইএলডি-১০ সংগ্রহের কাজ; ০। (১৪) ২১২৩১০৭৩; কাসনাব বগি ইত্যাদির জন্য ব্রেক বিম কমপ্লিট সংগ্রহের কাজ; ৩,৬৬,৮৪০ টাকা। (১৫) ২১২৩১১৩৪; শিভড্রু ডিজাইন ইত্যাদির জন্য ওভারহলিং রাবার কিট; ১,৭৭,৬৩০ টাকা। (১৬) ২১২৩১১৫৫এ; কাসনাব বগির ইত্যাদির উচ্চতা সমন্বয়ের জন্য প্যাকিং প্লেট সংগ্রহের কাজ; ৮৭,৬৬০ টাকা। (১৭) ২১২৩১২৪৬এ; কভারড ওয়াগনের জন্য ডোর স্টেনলেস কটার লক সংগ্রহের কাজ; ৯৬,৩৬০ টাকা। (১৮) ২১২৩১২৫৩এ; বিওএক্সএন ওয়াগনে জন্য অ্যাঙ্কর প্লেট সমেত সেফটি প্লেট সংগ্রহের কাজ ইত্যাদি; ০। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ৩০.০১.২০২৪-এ দুপুর ১ টা ৩০ মিনিট। (১৯) ১০২৩১৭৯৩এ; ট্রান্সফরমার অয়েল কুলিং ব্লোয়ার ইত্যাদি ক্রয়; ২,১১,৮৭০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ৩১.০১.২০২৪-এ দুপুর ১ টা ৩০ মিনিট। (২০) ১২২৩৫৩৪০; থিক ওয়েব স্যুইচ ড্রয়িং নং-৬১৫৫ নির্মাণ ও সরবরাহ; ৫,৬০,৫৯০ টাকা। (২১) ২১২৩১০৫০এ; কাসনাব ২২ এইচএস বগির জন্য আউটার স্প্রিং ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ ১,৫৯,৭৪০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০১.০২.২০২৪-এ দুপুর ১ টা ৩০ মিনিট। (২২) ০৮২৩১০৩২; আর্ম সমেত ক্যাপটন-পলিমাইড ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ; ০। (২৩) ১০২৩১০৬৪; রোলার বেয়ারিং-এর সেট ইত্যাদি ক্রয়; ৬০,৩২০ টাকা। (২৪) ১০২৩২৪২৬; লোকো কনভেনশনাল এসি আর্থিং সার্কিট ড্যাম্পিং প্যানেল; ০। (২৫) ১৫২৩৫১৮০; ডব্লুআরএস-III -এর জন্য ইওটি ক্রেন ১০ টন সংগ্রহের কাজ; ১,৭২,০০০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০২.০২.২০২৪-এ দুপুর ১ টা ৩০ মিনিট। (২৬) ১৫২৩৫১৯৫; অ্যানেক্সার/এইচপিএম/কেপিএ অনুসারে কমিশনিং হাইড্রোলিক প্রেস ভার্টিকাল এএমসি সহ, ক্ষমতা ঃ ৪ - কলাম ৩০০ টি (টার্ন কী ভিত্তিতে)-এর সরবরাহ; ১,৫৯,৭৬০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৫.০২.২০২৪-এ দুপুর ১ টা ৩০ মিনিট। (২৭) ১৫২৩৫০৭২এ; ইওটি ক্রেন ক্ষমতা ২০টি ৫০ এম অ্যাঙ্গেল সমেত প্রকার ডিএসএল এবং রিমোট কন্ট্রোল সংগ্রহ, সরবরাহ এবং সূচনার কাজ; ১,২৫,০০০ টাকা। (২৮) ১৫২৩৫১১৯; ইপি ব্রেক টেস্ট বেঞ্চ (এসকর্ট/নর ব্রিমসে/কেইভলি নির্মিত) প্রযুক্তিগত নির্দিষ্টকরণ অনুসারে নকশা, সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, পরীক্ষা এবং সূচনা বিষয়ক সংগ্রহের কাজ; ৫৯,৯৪০ টাকা। (২৯) ১৫২৩৫১৯৪; পরিশিষ্ট/পিসিএস এম/সি (এসপিএম)/কেপিএ অনুসারে নিউম্যাটিক কয়েল স্প্রেডিং মেশিন (টার্ন কী ভিত্তিতে) সরবরাহ ও সূচনার কাজ; ৫১,১৮০ টাকা। (৩০) ২১২৩১৪৭৭এ; বিওবিওয়াইএন ওয়াগন ইত্যাদির জন্য গিয়ার বক্স (আর.এইচ) ও গিয়ার বক্স (এল.এইচ) সংগ্রহের কাজ; ০। (৩১) ২১২৩১৫২২এ; উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন আধুনিকীকৃত ড্রাফ্ট গিয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদি; ৩,২৫,৫৫০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১২.০২.২০২৪-এ দুপুর ১ টা ৩০ মিনিট। (৩২) ১৫২৩৫১৪৫এ; সংশ্লিষ্ট নির্দিষ্টকরণ অনুসারে ৪০ মিটার ডিএসএল সমেত ইওটি ক্রেন, ক্যাপাসিটি ঃ ১০/৫ টি-র সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা এবং সূচনা; ৮০,০০০ টাকা। (৩৩) ১৬২৩১০০৮এ; রেগুলেটিং সরঞ্জাম সংগ্রহের কাজ; ০। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৯.০২.২০২৪-এ দুপুর ১ টা ৩০ মিনিট। (৩৪) ১৫২৩৫১৫২৪; রোটারি স্ক্রু বিদ্যুৎচালিত এয়ার কম্প্রেশর ক্যাপাসিটি ঃ ৫০০ সিএফএম; ১০ কেজি/বর্গ সেমি সরবরাহ ও সূচনা; ৫৪,০০০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৬.০২.২০২৪-এ দুপুর ১ টা ৩০ মিনিট। (৩৫) ০৮২৩১৩০৮; ২৩০ লিটার ক্ষমতা ডিপ ফ্রিজার সংগ্রহের কাজ ইত্যাদি; ০। দ্রষ্টব্য ঃ উপরোক্ত টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং https://www.ireps.gov.in-এ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইন বিড জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলির বিশদ বিবরণের জন্য ও অন্যান্য সাপ্লাই টেন্ডারগুলির জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন।

STORES-61/2023-24

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

## JANAI GRAM PANCHAYAT

**Vill-Janai PO-Janai Dist-Hooghly West Bengal**

E-Tender are invited by the Prodhan of Janai Gram Panchayat under Chanditala-II Dev block, janai, Hooghly from reputed and resourceful contractors for the work Sl no 1:-NIT no-21/JGP dt 08.01.2024 Tenderid-2024_ZPHD_641362_1 Publish Date-09.01.2024 10.00 AM; Name of The Work- Community Toilet at Sakti Sadhana Mandir Sansad 3 UNDER JANAI GRAM PANCHAYAT; Fund – 15 th FC Tied; Tender Amount-Rs.179955.00, Sl no 2:- NIT no-22/JGP dt 08.01.2024 Tenderid-2024_ZPHD_ 641374_1 Publish Date-09.01.2024 10.00 AM; Name of The Work- Upgradation of Solar Pump with Feeder Channel UNDER JANAI GRAM PANCHAYAT; Fund –5TH SFC Tied; Tender Amount-Rs.200465.00, NIT no-22/JGP dt 08.01.2024 Tenderid- 2024_ZPHD_ 641374_2 Publish Date-09.01.2024 10.00 AM; Name of The Work- U C Pilling Near Barasat Kabarsthan Under Janai Gram Panchayat; Fund – 5 TH SFC Tied ;Tender Amount-Rs.200295.00, Completion Time- 15 days .Late Time of Online Submission of technical & Financial BID up to:- 26.01.2024, 11.30 AM,DATE of opening technical & Financial BID 29.01.2024 11.30AM For details visit website https://wbtenders.gov.in

**Sd/- Pradhan**
**Janai Gram Panchayat**

## NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-36/2023- 24(2 nd Call) of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 01(One) nos. works/ Schemes under 5 th SFC Fund in the portal: www.wbtenders.gov.in. Tender ID: 2024_DM_641815_1. Document download/ sell starting from 09.01.2024 up to 24.01.2024 10.00 AM. Bid submission starting from 09.01.2024 up to 24.01.2024 at 04:00 PM. And Opening on 27.01.2024 at 04:05 P.M. For details please visit website.

**Sd/- Executive Officer**
**Para Panchayat Samity**

## জনবিজ্ঞপ্তি

**জাইক লিজিং অ্যান্ড কমার্শিয়াল ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড**
**১, ক্রকড লেন, গ্রাউন্ডফ্লোর, রুম নং - জি২, কলকাতা - ৭০০০৬৯**
CIN: U65910WB1993PLC138101

সার্কুলার নং DKBR (PD) CC No. গণ এর সাথে সম্মতিতে ০৬৫ / ০৩.১০.০০১ / ২০১৫-১৬ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা জারি করা ০৯ জুলাই, ২০১৫ সময়ে সময়ে সংশোধিত, নোটিশ এতদ্বারা দেওয়া হল যে এই ধরনের প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতাগুলি মেনে চলার সাপেক্ষে এবং এই ধরনের শর্ত পূরণ করা, যদি থাকে, প্রয়োজন হয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বা অন্য কোনও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা, মিঃ হরিদেও মন্ডল (ডিআইএন-০৭৭১৭৪৫৮), এ/ ১৬, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, পাপড় গলি, লেক গার্ডেন, কলকাতা-৭০০০৪৫, পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী, পেশা- পরিষেবা রয়েছে- পরিচালক পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন এবং তাঁর জায়গায় মিঃ মনীশ অগ্রবাল (ডিআইএন-০০১২৯২৪০) পেশা- পরিষেবা, ৩৮৬এ, ব্লক জি, নিউ আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০৫৩, পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করছেন, কোম্পানির নতুন পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন, ডব্লুইএফ ২২ ডিসেম্বর, ২০২৩। শেষ পর্যন্ত কোম্পানির ব্যবস্থাপনা মিঃ সুরেশ আগরওয়াল (ডিআইএন-০০৫৮৭৬২৩), এবং মিঃ সাকেত আগরওয়াল (ডিআইএন-০০১২৯২০৯) এবং মিঃ মণীশ আগরওয়াল (ডিআইএন-০০১২৯২৪০) এর কাছে স্থির করা হয়েছে।

পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হল সুসংহত, শক্তিশালী ও বিস্তৃত-কোম্পানির বর্তমান নন-ব্যাংকিং আর্থিক কার্যক্রমের ভিত্তি।

ব্যবস্থাপনার এই ধরনের পরিবর্তনের ফলে যার স্বার্থ প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তিনি উল্লিখিত ঠিকানায় এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ডিওএস ১৫, এনএস রোড ৫ম ফ্লোর কলকাতা-৭০০০০১-এ ৩০ দিনের মধ্যে কোম্পানিকে অবহিত করতে পারেন। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ এতে আগ্রহের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে।

তারিখ- ০৯।০১।২০২৪                                    বোর্ডের আদেশানুসারে

## CORRIGENDUM NOTICE

This is for information to all concerned that the following correction have to made against the e-N.I.T. No.-WBMAD/DKM/CP/e-NIT-151/2023-24, WBMAD/DKM/CP/e-NIT-161/2023-24(2 nd Call), WBMAD/DKM/CP/e-NIT-177/2023-24 & WBMAD/DKM/CP/e-NIT-183/2023-24. Bid submission closing date (online)-16/01/2024 instead of 05/01/2024 & 08/01/2024 and Bid submission opening date (online)-18/01/2024 instead of 09/01/2024 & 10/01/2024. Details may be seen from www.wbtenders.gov.in the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.

**Sd/- Chairperson**
**Dankuni Municipality**

## Hooghly-Chinsurah Municipality

**Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist. — Hooghly**
**Tel.: 2680-2899/2319, Telefax.: 2680-6091**
**Corrigendum Notice**
**E-Tender**
**Extension of Dates**
**(Octagonal Pole Flood Light)**
**Tender ID: 2024_MAD_636935 1 TO 14**

Regarding above mentioned e-tender vide NIT no. WBMAD/C/HCM/HML/NIT11/1e/24, Bid Submission closing date has been extended upto 25-01-2024 and Bid opening date has been extended 27-01-2024 for Technical Proposals due to administrative reason and SI no.14 would be added regarding in e-tender. Except this all other conditions will remain unchanged.

**Sd/- Chairman**
**Hooghly-Chinsurah Municipality**

## E-TENDER INVITING NOTICE

**Tender Reference no.:- WB/HOW/BJPS/NIT-21/2023-24**
**(Memo No: 35/Panch, Dated: 09/01/2024)**

Electronic Tenders are hereby invited by the Executive Officer, Bally Jagacha Panchayat Samity for implementation of two (02) nos. work within Bally Jagacha Panchayat Samity, Howrah. Details are available in http://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in and Office Notice Board.

**Sd/- Executive Officer**
**Bally Jagacha Panchayat Samity**


# মৃত হরিণ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৯ জানুয়ারি ঃ আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট ব্লকের রাঙ্গালিবাজনা এলাকায় এশিয়ান হাইওয়ে সড়কের ধারে থেকে মঙ্গলবার সকালে একটি মৃত সাম্বার হরিণ উদ্ধার করল বনকর্মীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এদিন সকালে স্থানীয়রা মৃত সাম্বার হরিণ টিকে দেখতে পেয়ে বনদপ্তর কে খবর দেন। তবে কিভাবে সাম্বার হরিণটির মৃত্যু হল তা কেউই জানেন না। কখন, কিভাবে সাম্বারটির মৃত্যু হল তা জানা যায়নি। মাদারিহাট বন দপ্তর তদন্ত শুরু করেছে। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে।


## নোটিশ

যে আমার ক্লায়েন্ট প্রয়াত মনোজ শর্মার স্ত্রী রমাবতী শর্মা, বন্ডারবিল, ডানকুনি, পিএস ঃ ডানকুনি, হুগলি জেলায় বসবাসকারী ১৯৮৫ সালের জন্য ১৪১২ নং মূল নিবন্ধিত দলিল হারিয়েছেন এবং ২৩-১২-২০২৩ তারিখে ডানকুনি থানায় একটি সাধারণ ডায়েরিও করেছেন জিডি এন্ট্রি নং ১৪৪৮. যে কোন ব্যক্তির কোন দাবি, শেয়ার, অধিকার, শিরোনাম, স্বার্থ, বিষয় বা কোন আপত্তি যাহাই হোক না কেন, এই তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবশ্যই তা অবহিত করতে হবে। তার মধ্যে যদি কেউ কোনও রকম দাবি তোলেন সেটি গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য হবে এবং আর তার পরে কোন দাবি গ্রহণ করা হবে না।

পল্লবী কর্মকার
উকিল
ফোন নং- ৯০০৭৮২৪৯৫৭

## দলিল হারানোর বিজ্ঞপ্তি

আমি বাবন রায়, পিতা শ্রী কার্ত্তিক রায়, গ্রাম-কেসরা, পোঃ- কেন্দুয়াডিহি, জেলা- বাঁকুড়া (পঃব) এর বাসিন্দা। আমি একটি আসল দলিল হারিয়ে ফেলেছি যাহার নাম্বার I-4254/ 2010। অবগতির জন্য বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ছাতনা থানায় ০৯-০১-২৪ তারিখে একটি জি.ডি করা হইল যাহার নাম্বার- 169। কোনোও সহৃদয় মানুষ দলিলটি পেয়ে থাকলে শ্রীরাম মার্বেল, ছাতনা, বাঁকুড়ায় যোগাযোগ করিবেন।

## ইন্সটিটিউট কলোনিতে পাইপলাইনের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ০৪/আরিডি-২/এপিডিজে তারিখঃ ০৪-০১-২০২৪। নিম্নে উল্লিখিত কাজের জন্য নিয়ন্ত্রণকর্তার দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ০৫-এপি-II-২০২৪। কাজের নামঃ এসএসই/ওয়ার্কস/আলিপুরদুয়ার জংশন অফিসের অধীনে অভ্যন্তরে ট্যাঙ্কের ব্যবস্থা করার সঙ্গে ইন্সটিটিউট কলোনিতে পাইপ লাইনের ব্যবস্থা করা এবং ১৮৩ ইউনিটের জন্য ওভিডি (৩২ টি)। টেন্ডার রাশি ২,১৩,৮৫,৫৮৮.৮৭ টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৫৬,৯০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময় ৩০-০১-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবে ৩০-০১-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

## দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

টেন্ডার নোটিস নং ইলেক্ট/জি/এডিএ/২০২৪/০১ তারিখ ০৮.০১.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/জি/আদ্রা কর্তৃক নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য নিম্নে উল্লিখিত বিশদ অনুসারে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ কাজের বিবরণ ঃ শৌচালয়গুলিতে নিষ্কাশনের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সুবিধার জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ১,১৯,৮৭,৪০১ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০২.০২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা এবং টেন্ডার খোলা হবে ০২.০২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটের পরে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের বিশদ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

(PR-1004)

## E-TENDER INVITING NOTICE

**Tender Reference no.:- i) WB/HOW/BJPS/CGP/297/NIT11/23-24**

Electronic Tenders are hereby invited by the Pradhan,Chamrail Gram Panchayat, Bally Jagacha Block for implementation of Four (04) no. work within Chamrail Gram Panchayat, Howrah. Details are available in https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in ) and Office Notice Board.

**Sd/-**
**Pradhan**
**Chamrail Gram Panchayat**

## Office of the Board of Administrators
## BUNIADPUR MUNICIPALITY

**PO-Buniadpur, Dist-Dakshin Dinajpur, Pin:733121**

**e-TENDER**

Tender are hereby invited from the eligible contractors/ suppliers for the different works as specified in NIT No.-34/ BPM/N-150/2024 Dated-08/01/2024 (Closing date-29/01/2024, 5.00 PM). For details please contact the office of the Chairperson, Buniadpur Municipality, Dakshin Dinajpur.

**Sd/- Chairperson**
**Buniadpur Municipality**

## OFFICE OF THE FRESERGANJ GRAMPANCHAYAT

**Freserganj, P.O, Freserganj, P.S.-Freserganj Coastal Dist-South 24 Parganas**
**Memo No.-04(1)/FGP/2024 & 07(1)/FGP/2024, Date:-08/01/2024**
**Notice Inviting e-Tender No.- 23/(23-24) & 24/(23-24)**

As per Decision of Artho-O-Parikalpona Upo-samity vide Meting no.-07, dated on 04/01/2024) on behalf of said upo-Samity the undersigned (hereinafter called "the Employer") hereby invites through electronic tendering (e- tendering) for the total 11(Eleven)Nos. Work. Work Completion Period: 30 Days. Document download to participate in e-Tender start date (online) starting from 08/01/2024 at 10.30 am to 23/01/2024 at 01:30 PM for NIeT-23/(23-24) & 09/01/2024 at 10.30 am to 24/01/2024 at 01:30 PM for NIeT-24/(23-24). Date of opening of technical Proposals (Online) 25/01/2024 for NIeT- 23/(23-24) & 26/01/2024 for NIeT-24/(23-24) at 02.00 PM. For details please visit website https://wbtenders.gov.in

**Sd/- Pradhan**
**Freserganj Gram Panchayat**
**Namkhana, South 24 Parganas**

## KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

**ABRIDGED NIT**

The **C.M.E. (SWM), KMC** invites e-tender percentage rate two bid systems for following work:
**NIT No.: SWM-I/C-V/SKP/132/2023-2024 (1st call)**
Name of work: **Construction of Annexed Building of Ward Office and other ancillary work in Ward No.-97, under Br.-X.** Estimated Amount: **Rs. 4,12,182.00 (including GST, Cess & but excluding Contingency).** Earnest Money: **Rs. 9,000.00**. Time of Completion: **30 Days**. Bid submission start (online) date: **10.01.2024** at **2 p.m.** Bid submission closing (online) date: **18.01.2024** at **2 p.m.** Bid opening for technical proposal (online) date: **20.01.2024 at 2 p.m.** The tender documents shall be available on and from **06.01.2024** at **6 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in** and **www.kmcgov.in**

The **Executive Engineer (E)/Ltg/Z-III, KMC** invites tender on line, two part bid system for the following works :

**1. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/604**
Name of work: **Renovation of decorative lighting system at Belvedere Road & others in Ward No. 74**. Estimated Amount : **Rs. 2,98,331.78**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **20 Days**.

**2. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/606**
Name of work : **Installation & improvement of bustee lighting system at 19, Alipore Road Bustee & other bustee areas in Ward No. 74**. Estimated Amount : **Rs. 1,98,671.04**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **20 Days**.

**3. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/608**
Name of work : **Repairing of street lighting system at A.J.C Bose Road & other surrounding areas under Br-IX**. Estimated Amount : **Rs. 3,98,767.19**. Earnest Money: **Rs. 8,000.00**. Period of Completion: **20 Days**.

**4. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/610**
Name of work : **Repairing of street lighting system at S. Bose Road & other surrounding areas under Br-VIII**. Estimated Amount : **Rs. 3,98,274.31**. Earnest Money: **Rs. 8,000.00**. Period of Completion: **20 Days**.

**5. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/611**
Name of work : **Supply and delivery of trident fittings, LED lamp for decorative lighting system at J.C. Road, Baker Road & others in Ward No.-74**. Estimated Amount : **Rs. 1,98,792.24**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **20 Days**.

**6. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/609**
Name of work : **Lighting arrangement by flood light fittings & LED chain lights on temporary basis at Baker Road & surrounding areas during festive season in Wd No.-74**. Estimated Amount : **Rs. 3,81,150.00**. Earnest Money: **Rs. 7,700.00**. Period of Completion: **07 Days**.

**7. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/605**
Name of work : **Lighting arrangement by flood light fittings & LED chain lights on temporary basis at J. Court Road & surrounding areas during festive season in Wd No.-74**. Estimated Amount : **Rs. 3,89,170.00**. Earnest Money: **Rs. 7,800.00**. Period of Completion: **07 Days**.

**8. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/603**
Name of work : **Lighting arrangement by flood light fittings & LED chain lights on temporary basis at Belvedere Road & surrounding areas during festive season in Wd No.-74**. Estimated Amount : **Rs. 3,92,140.00**. Earnest Money: **Rs. 8,000.00**. Period of Completion: **07 Days**.

**9. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/607**
Name of work : **Repairing of street lighting system at Chetla Road & other surrounding areas in Wd No.-82**. Estimated Amount : **Rs. 1,49,668.87**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **20 Days**.

**10. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/602**
Name of work : **Repairing of street lighting system at M. H. Street & others in Wd No.-83**. Estimated Amount : **Rs. 1,98,178.16**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **20 Days**. Last date and time of completion of bid: **25.01.2024** up to **12 noon** (for sl. no. 1 to 10). Tender (Technical) opening date: **25.01.2024** at **2 p.m.** (for sl. no. 1 to 10). The bid form and other details are available on and from **09.01.2024 at 2 p.m.** (for sl. no. 1 to 10). For full and further details, please visit the website **https://www.etender. wb.nic.in**. Please keep watching on the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only (for sl. no. 1 to 10).

The **Executive Engineer (Civil)/H.Q., KMC** invites online percentage rate tender in two bid system for following works:

**1. NIT No. : KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/098/2023-24, Dated : 09.01.2024**
Name of the work : **Making wooden cabinets, wall almirah, sofa set etc and polishing of old furniture of the New Chamber of M.M.I.C. (Roads & Engineering) at First Floor of C.M.O. Buildings**. Estimated Cost : **Rs. 2,96,932.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.

**2. NIT No. : KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/099/2023-24, Dated : 09.01.2024**
Name of the work : **Making wooden cabinet, computer table etc. and polishing old furniture at the New Chamber of M.M.I.C. (Market) at First Floor of C.M.O. Buildings**. Estimated Cost : **Rs. 1,60,006.00**. Earnest Money: **Rs. 3,200.00**. Period of Completion: **7 Days**. Last date and time of submission of bid: **20.01.2024** at **11 a.m.** (for sl. no. 1 & 2). The bid form and other details are available on and from **11.01.2024** at **5 p.m.** (for sl. no. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 & 2).

1268/23-24

# ধর্মের ভিত্তিতে মানুষকে বিভেদের পরিবেশ তৈরি করছে শাসক দল ঃ মানিক সরকার

**বক্সনগর, ৯ জানুয়ারি ঃ** সিপিআইএম সোনামুড়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে গতকাল সোনামুড়া রবীন্দ্রচৌমুহনীতে এক প্রকাশ্য জনসভা অনুষ্ঠিত করা হয়। জনসভার আগে একটি সুসংগঠিত মিছিল পরিক্রমা করে গোটা শহর এলাকার সড়ক পথে। সাম্প্রতিককালে এই জনসভাটি ছিল অত্যান্ত জাকজমকপূর্ণ। গোটা মহাকুমার নেতাকর্মী ছাড়াও সাধারণ নারী-পুরুষের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যণীয়। জনসভার প্রধান বক্তা ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। এছাড়া বক্তব্য রাখেন সিপিআইএম সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য মানিক দে, জেলা কমিটির সম্পাদক ভানুলাল সাহা ও

সোনামুড়া মহকুমা সম্পাদক রতন সাহা। সাম্প্রদায়িক ও স্বৈরতান্ত্রিক, কর্পোরেট তোষণকারী জনবিরোধী মোদী সরকারকে হটানোর লড়াই জোরদার করতে জনগণকে আরও বেশি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানানো হয় প্রকাশ্যে জনসভায়। প্রধান বক্তা মানিক সরকার বক্তব্য রাখতে গিয়ে বর্তমানে দেশের এবং রাজ্যের পরিচালিত সার্বিক অবস্থা তুলে ধরে বলেন, ধর্মের ভিত্তিতে মানুষকে বিভ্রান্ত করে ভোট প্রচার চালিয়ে বিভেদের পরিবেশ তৈরি করছে শাসক দল।

আরক্ষা প্রশাসন থেকে শুরু করে সমস্ত দপ্তরগুলি রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার বগলদাবা করে রেখেছে। এটা মানুষ বাস্তব অভিজ্ঞতা নিরিখেই বুঝে নিতে সক্ষম হয়েছে। মানুষ চাইছে কখন এই সরকার পরিবর্তন হবে। যারা বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী এই সমাজে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান মানিক সরকার। ছোট্ট একটা অংশ ছাড়া শতকরা ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ মানুষ সরকারের কর্পোরেটে তোষণ নীতির বিরুদ্ধে অসন্তুষ্ট। কিন্তু অসংগঠিত মানুষ কিছু করার নেই। এ সমস্ত মানুষগুলিকে সংঘটিত করার দায়িত্ব নিতে হবে বামপন্থী নেতাকর্মীরা। এবারের সংগ্রাম গণতন্ত্রের সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মতাদর্শের সংগ্রাম। ধর্মের নামে, জাতপাতের নামে রাজনীতি চলে না। সাময়িক মানুষ বিভ্রান্ত হলেও মানুষ এখন বাস্তব অভিজ্ঞতায় শত্রুকে মিত্র স্পষ্ট বুঝে নিতে সক্ষম হয়েছেন। এখন শুধু এগিয়ে যাওয়ার পালা, পেছনে তাকানো যাবে না।

# মায়ানমারে জান্তা বাহিনীর বিমান হামলা, শিশুসহ নিহত ১৫

**নাইপাইডু, ৯ জানুয়ারিঃ** মায়ানমারের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে একটি গ্রামে বিমান হামলায় শিশুসহ অন্তত ১৫ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ২০ জন। তবে দুই জন প্রত্যক্ষদর্শী নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কায় নাম প্রকাশ না করার শর্তে এএফপিকে বলেন, মৃতের সংখ্যা আরও বেশি। প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে পুরুষ ব্যক্তিটি বলেন, হামলার সময় জান্তাদের একটি যুদ্ধবিমান তিনি দেখতে পেয়েছেন। হামলায় আট শিশুসহ ১৯ জন নিহত হয়েছেন। এই ব্যক্তি আরও বলেন, গ্রামের দুটি গির্জাকে লক্ষ্য করে প্রথম বোমা হামলাটি চালানো হয়। আর দ্বিতীয়টি চালানো হয় ভবন ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া লোকজনের ওপর। তাঁদের বেশির ভাগই গির্জার বাইরের এলাকায় মারা গেছেন। এই প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, যুদ্ধবিমান থেকে ছয়টি বোমা ফেলা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী আরও বলেন, (জান্তা) দুটি গির্জাকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হলেও বোমাগুলো আঘাত হেনেছে গির্জার বাইরের কিছু বাড়িঘরে।

আরেকটি বোমা আঘাত হেনেছে কমিউনিটি স্কুলের কাছে। গ্রামটি এখন জান্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইরত পিপলস ডিফেন্স ফোর্সের (পিডিএফ) নিয়ন্ত্রণে। জান্তা বাহিনী এই গ্রুপকে সন্ত্রাসী বলে আখ্যা দিয়েছে। মায়ানমারে ২০২১ সালে অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখলকারী সেনাবাহিনী সম্প্রতি উত্তরাঞ্চলের বিদ্রোহী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলোর প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়েছে। বিদ্রোহী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলোর একটি জোট ইতিমধ্যে বিভিন্ন সামরিক ঘাঁটি ও মায়ানমারের সঙ্গে চীনের বাণিজ্যপথের উল্লেখযোগ্য অংশ দখল করে নিয়েছে। বিশ্লেষকেরা বলেন, বিদ্রোহী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলোর প্রবল প্রতিরোধের কারণে মায়ানমারের জান্তা সরকার ব্যাপক হুমকির মুখে পড়েছে। সম্প্রতি মায়ানমারের উত্তরাঞ্চলের শান রাজ্যের সীমান্তবর্তী একটি শহরকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার দাবি করেছে দেশটির ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সশস্ত্র সদস্যরা।

শহরটি অনলাইন প্রতারণার এলাকা হিসেবে পরিচিত। বিদ্রোহীদের নতুন এ শহর দখল মায়ানমানের জান্তা সরকারের জন্য একটি বড় ধাক্কা।

# বিপাকে লালু এর চার্জশিটে মেয়ে বউয়ের নাম

**দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ** অস্বস্তিতে লালু পরিবার!সামনে লোকসভা নির্বাচন আর তার ঠিক আগেই মঙ্গলবার , রেলের জমির বিনিময়ে চাকরি মামলায় প্রথম চার্জশিট দাখিল করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। চার্জশিটে নাম রয়েছে, লালুপ্রসাদের স্ত্রী তথা বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবী এবং তাঁদের কন্যা মিসা ভারতীর নাম। মিসা বর্তমানে লোকসভার সাংসদ। চার্জশিটে নাম রয়েছে আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদ যাদবের পরিবার ঘনিষ্ঠ অমিত কাত্যালেরও।প্রসঙ্গত, গত বছরের নভেম্বরে এই মামলায় অমিত কাত্যালকে গ্রেফতার করেছিল ইডি। এছাড়া, চার্জশিটে নাম রয়েছে হিমা যাদব, হৃদয়ানন্দ চৌধুরী এবং দুটি প্রতিষ্ঠানের। দিল্লিতে এক বিশেষ তহবিল তছরুপ প্রতিরোধ আইন বা পিএমএলএ আদালতে এই চার্জশিট দাখিল করেছে ইডি। ১৬ জানুয়ারি শুনানির জন্য মামলাটি তালিকাভুক্ত করেছে আদালত।

# বিপদে ভারতই বন্ধু চাপে পড়ে দিল্লি আসছেন মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মুইজু

**দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ** মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজু ভারতের সঙ্গে দ্বন্দ্বের মধ্যে চিন সফরে গিয়ে চিনের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। এই ঘটনার পরই চিনপন্থী প্রেসিডেন্টকে সরানোর দাবি উঠল খোদ দ্বীপরাষ্ট্রে। সুখে-দুঃখে পাশে থাকা দীর্ঘদিনের বন্ধু ভারতের সঙ্গে তিক্ত সম্পর্ক মেনে নিতে পারছেন না সে দেশের রাজনৈতিক মহলের বড় অংশ। এই অবস্থায় মালদ্বীপের সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, চিন সফরের পরেই মোদির সঙ্গে দেখা করতে দিল্লি যাবেন মুইজু।সাম্প্রতিক টানাপোড়েনে মালদ্বীপের যে নেতারা মুইজুকে সরানোর দাবি তুলেছেন, তাঁদের অন্যতম ডেমোক্র্যাটিক পার্টির বিধায়ক মহম্মদ আলি। মিখাইল নাসিম নামের আরও এক বিধায়ক বর্তমান পরিস্থিতির জন্য বিদেশমন্ত্রী মুসা জামিরের বিরুদ্ধে সংসদে প্রশ্ন তুলেছেন। আজিমের দাবি, চিনপন্থী

মুইজুকে দ্রুত সরাতে যাবতীয় পদক্ষেপ করতে হবে। মালদ্বীপের বৃহত্তম বিরোধী দল এমডিপিকে মুইজুর বিরুদ্ধে অনাস্থা আনার জন্য অনুরোধ করেছেন।একাধিক বিরোধী দলনেতা ভারত-মালদ্বীপ দীর্ঘ সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী আহমদে দিদি মুইজুর বিরুদ্ধে তোপ দেগে বলেন, ভারত হল মালদ্বীপের ৯১১ (আপৎকালীন) নম্বর। আমাদের জন্য ভারত সবার আগে। পাশাপাশি প্রাক্তন মন্ত্রী এমডিপি নেতা আহমেদ মাহলুফের বক্তব্য, ভারতীয় পর্যটকদের মালদ্বীপ বয়কটে বড়সড় আর্থিক প্রভাব পড়বে। ''আমি গভীরভাবে চিন্তিত।দ্বীপরাষ্ট্রের এক সরকারি আধিকারিক দাবি করেছেন, একাধিক দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে আলোচনার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করবেন মুইজু। চিন থেকে ফিরেই ভারতে যাত্রা করবেন মুইজু। যদিও ভারত-মালদ্বীপ-চিন টানাপোড়েন এখনও অব্যাহত।

# ১৪ ফেব্রুয়ারি সরস্বতী পুজো বাগদেবীর আশীর্বাদ পেতে কোন সময় করবেন পুজো জানেন

**দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ** সরস্বতী পুজো বসন্ত পঞ্চমী, জ্ঞান পঞ্চমী, শ্রী পঞ্চমী, মধুমাসের মতো নামেও পরিচিত। এই বছর সরস্বতী পূজা পড়েছে ১৪ ফেব্রুয়ারি, বুধবার।মাঘ শুক্ল পঞ্চমী তিথি ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ দুপুর ০২.৪১ মিনিটে শুরু হবে এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১২.০৯ মিনিটে শেষ হবে। এই দিনে বীণাপাণি দেবী সরস্বতীর আরাধনা করলে বুদ্ধি, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বৃদ্ধি পায়, এমনতাই মত।সরস্বতী পুজোর শুভ সময় সকাল ০৭.০১ মিনিটে থেকে দুপুর ১২.৩৫ মিনিট পর্যন্ত। ৫ ঘন্টা ৩৫ মিনিট সময় পাবেন। এই সময় কাজ শুরু করার জন্য সর্বোত্তম বলে মনে করা হয়।২০২৪ সালে, সরস্বতী পুজো দ্বারা প্রদত্ত রবি যোগ এবং রেবতী নক্ষত্রের একটি কাকতালীয় ঘটনা রয়েছে। যেখানে কোনো শুভ কাজ শুরু করলে সাফল্য আসে। দীর্ঘ সময় ধরে শুভ ফল পাওয়া যায়। রবি যোগ সকাল ১০.৪৩ মিনিট থেকে পরের দিন সকাল ৭টা পর্যন্ত চলবে। রেবতী নক্ষত্র সকাল ১০টা ৪৩ মিনিট পর্যন্ত থাকবে।মা সরস্বতীর কৃপায় কর্মজীবনে উন্নতি লাভ করতে পারেন। অধ্যয়ন বা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত যুবকদের বিশেষ করে এই দিনে দেবী সরস্বতীর পূজা করা উচিত। এটি প্রতিটি ক্ষেত্রে সাফল্যের দিকে নিয়ে যায় এই সময় পুজো করলে।

# গাজায় যুদ্ধে আহত 'ফওদা' খ্যাত অভিনেতা অবস্থা সঙ্কটজনক

**দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ** যুদ্ধকালে দেশের হয়ে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলেন ফওদা খ্যাত ইদান আমেদি। ইজরায়েলি গায়ক, গীতিকার এবং অভিনেতা ইদান, নেটফ্লিক্সের ফওদায় অভিনয় করে বিপুল জনপ্রিয়তা পান। গত ৭ অক্টোবর ইজরায়েল এবং প্যালেস্তাইনের হামাস সংগঠনের মধ্যে যুদ্ধ বাধলে নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তিনিও। সম্প্রতি গাজায় তিনি গুরুতর জখম হয়েছেন বলে সূত্রের খবর।ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর তরফে ইদানের জখম হওয়ার খবর প্রকাশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, গাজার খান ইউনিসে যুদ্ধ চলাকালীন আহত হন ইদান। গুরুতর আহত হয়েছেন তিনি। হেলিকপ্টারে চাপিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। আপাতত চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ইজরায়েলি কূটনীতিক আভিয়া লেভি সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, ইদান আমেদি, ফওদাখ্যাত অভিনেতা, গাজায় যুদ্ধ চলাকালীন গুরুতর আহত হয়েছেন। আপনার দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি আমরা। গ্রিসে ইজরায়েলি দূতাবাসের তরফেও ইদানের দ্রুত আরোগ্য কামনা করা হয়েছে। ৩৫ বছর বয়সি ইদান ইজরায়েলে জনপ্রিয়। কুর্দ-ইহুদি পরিবারের ছেলে তিনি। বেড়ে ওঠা জেরুসালেমে। ইজরায়েলের আইন অনুযায়ী, সেনাবাহিনীতেও মেয়াদ পূর্ণ করেছেন। সেই সময় কমব্যাট ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পে শামিল ছিলেন তিনি। এছাড়াও মার্শাল আর্ট, তায়কোন্ডো, তাই বক্সিংয়ে প্রশিক্ষিত ইদান। ২০05 সালে সেনা থাকাকালীনই ন্যাশনাল তায়কোন্ডো চ্যাম্পিয়নশিপে রানার

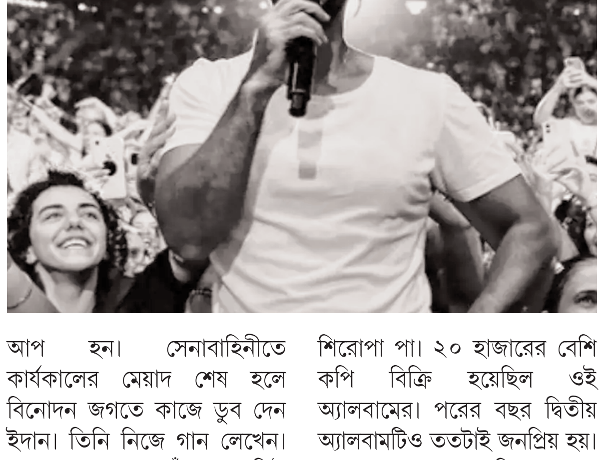

আপ হন। সেনাবাহিনীতে কার্যকালের মেয়াদ শেষ হলে বিনোদন জগতে কাজে ডুব দেন ইদান। তিনি নিজে গান লেখেন। ২০১২ সালে তাঁর ডেবিউ অ্যালবাম গোল্ড অ্যালবামের শিরোপা পা। ২০ হাজারের বেশি কপি বিক্রি হয়েছিল ওই অ্যালবামের। পরের বছর দ্বিতীয় অ্যালবামটিও ততটাই জনপ্রিয় হয়। এর পর একে একে সিঙ্গলস-এর দিকে ঝোঁকেন ইদান। ২০১৭ সালে ফওদায় অভিনয় করেন ইদান। ফওদা শব্দের অর্থ বিশৃঙ্খলা। ইজরায়েলের সন্ত্রাস দমন বাহিনীর উপর ভিত্তি করে সিরিজটি তৈরি।তবে ইদান একাই নন, ফওদায় অভিনয় করা আরও অনেক শিল্পীই যুদ্ধে যোগদান করেছেন।

ইজরায়েলি টেলি জগতের জনপ্রিয় মুখ লিয়র রেজ, মাতান মীর যুদ্ধে মারাও গিয়েছেন। গত ৭ অক্টোবর থেকে ইজরায়েল এবং হামাসের মধ্যে যুদ্ধ চলছে। এখনও তাতে ইতি পড়ার লক্ষণ নেই। এখনও পর্যন্ত যুদ্ধে ২২ হাজার ৮৩৫ জন প্যালেস্তিনীয়ের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ৫৮ হাজাপর ৪১৬ জন প্যালেস্তিনীয় নাগরিক। ইজরায়েলের তরফে প্রাণহানি হয়েছে ১ হাজার ১৩৯ জনের, যার মধ্যে ৩৭৩ জন সেনা।


**নাম পরিবর্তন**

আমি, Sheikh Shayanuddin Ahmed (পুরাতন নাম) পিতা Shaikh Samiruddin Ahmed, ঠিকানা- 29BH4, EKBALPUR LANE , KHIDDERPORE, KOLKATA - 700023, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated ০৯ / ০১ / ২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sk Shayanuddin Ahmed (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sk Shayanuddin Ahmed (নতুন নাম) এবং Sheikh Shayanuddin Ahmed(পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

**নাম পরিবর্তন**

আমি, Partha Bhowmick (পুরাতন নাম) পিতা Lakshmi Kanta Bhowmick, ঠিকানা- Betkundu, Purba Medinipur, Pin- 721603, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated ০৯ / ০১/২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Partha Bhowmik (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Partha Bhowmik (নতুন নাম) এবং Partha Bhowmick (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

**নাম পরিবর্তন**

আমি, Haji Azharul Islam (পুরাতন নাম) পিতা Baraktulla Molla, ঠিকানা- Vill- Uttardebipur, P.O.- Champapukur, P.S.- Basirhat, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743291, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated ০৯ / ০১ / ২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Azharul Islam Molla (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Azharul Islam Molla (নতুন নাম) এবং Haji Azharul Islam (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

**নাম পরিবর্তন**

আমি, Md Abdul Gofur (পুরাতন নাম) পিতা Haji Asmatullah, ঠিকানা- Vill- Uttardebipur, P.O.- Champapukur, P.S.- Basirhat, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743291, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated ০৯ / ০১ / ২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Md Abdul Ghafoor (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Md Abdul Ghafoor (নতুন নাম) এবং Md Abdul Gofur (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

**নাম পরিবর্তন**

আমি, Sima Shrivastawa (পুরাতন নাম) স্বামী Pankaj Kumar, ঠিকানা- Flat No- SF2 5D Sunrise Point, Action Area-2C, Hatiara, North 24 Pgs, Pin-700157, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated ০৬/০১/২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sima Shrivastava (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sima Shrivastava (নতুন নাম) এবং Sima Shrivastawa (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

**নাম পরিবর্তন**

আমি, Aparana Ghosh (পুরাতন নাম) স্বামী Indranil Ghosh, ঠিকানা - 9, Nimchand Moitra Street, P.O.- Alambazar, P.S.- Baranagar, Dist- North 24 Pgs, Pin- 700035, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated ০৮ / ০১/ ২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Aparna Ghosh (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Aparna Ghosh (নতুন নাম) এবং Aparana Ghosh (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

**নাম পরিবর্তন**

আমি, Mahammad Ali (পুরাতন নাম) পিতা Golam Sardar, ঠিকানা- Vill- Bithari Khan Para, P.O.- Bithari, P.S.- Swarupnagar, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743286, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated ০৯ / ০১ / ২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Mohammad Sardar (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Mohammad Sardar (নতুন নাম) এবং Mahammad Ali (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

**নাম পরিবর্তন**

আমি, Quazi Badryzzaman Quazi Badruzzaman (পুরাতন নাম) পিতা ঘ Fayezuddin Ahmed, ঠিকানা Vill- Katiahat, P.O.- Katiahat, P.S.- Baduria, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743427, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated ০৮ / ০১ / ২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Q Badaruzzaman (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Q Badaruzzaman (নতুন নাম) এবং Quazi Badryzzaman Quazi Badruzzaman (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

**নাম পরিবর্তন**

আমি, Mohammad Fazlul Haque (পুরাতন নাম) পিতা Md Abdul Ghafoor, ঠিকানা- Vill- Uttardebipur, P.O.- Champapukur, P.S.- Basirhat, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743291, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated ০৯ / ০১/ ২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Fazlul Haque (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Fazlul Haque (নতুন নাম) এবং Mohammad Fazlul Haque (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

**নাম পরিবর্তন**

আমি মনোজ মাধুগাড়ীয়া (old name) পিতা স্বর্গীয় উমাকান্ত মাধুগাীয়া ঠিকানা ৩২২, জি টি রোড, বালি , বেলুড় মঠ, হাওড়া - ৭১১২০২, পশ্চিমবঙ্গ, নোটারি পাবলিক সিটি সিভিল কোর্ট এর Affidavit দ্বারা মনোজ কুমার মাধুগাড়ীয়া (new name) নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No. 42024 Dated ০৯ / ০১ / ২০২৪। মনোজ মাধুগাড়ীয়া (old name) এবং মনোজ কুমার মাধুগাড়ীয়া (new name) একই ব্যক্তি।

**নাম পরিবর্তন**

আমি, Abdul Jahir Mondal Md Abdul Jahed Mondal (পুরাতন নাম) পিতা Attapuddin Mandal, ঠিকানা- Vill P.O.- Kalinagar, P.S.- Sandeshkhali, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743442, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated ০৮ / ০১ / ২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Abdul Jaher Mandal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Abdul Jaher Mandal (নতুন নাম) এবং Abdul Jahir Mondal Md Abdul Jahed Mondal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

**Name Change**

I KURTZ WILLIAM CONNOLLY, S/O OSMOND CONNOLLY, R/O 22A, ELLIOT ROAD, GROUND FLOOR, KOLKATA -700016, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KURTZ CONNOLLY, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/01/2024, KURTZ CONNOLLY AND KURTZ WILLIAM CONNOLLY SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

**Name Change**

I,,SON OF HARIPADA PRAMANIK, RESIDING AT VILL-GANGABAS,PO-AMGHATA,PS-KOTWALI,KRISHNANAGAR, DISTRICT -NADIA,PIN-741315,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GOPAL PRAMANIK VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/01/2024.THAT GOPAL PARMANIK AND GOPAL PRAMANIK ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

**নাম পরিবর্তন**

আমি, Ismail (পুরাতন নাম) পিতা Anowar Ali Mondal, ঠিকানা- Vill- Benapur, P.O.- Beliaghata, P.S.- Deganga, Dist- North 24 Pgs, Pin-743423, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated ০৯ / ০১ / ২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Esmail Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Esmail Mondal (নতুন নাম) এবং Ismail (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

**Name Change**

I MD. ZAHID HOSSAIN & MUHAMMAD ZAHID HOSSAIN & MOHAMMED ZAHID HUSSAIN, S/O MOHAMMED AF AQUE HOSSAIN,DOB-03/11/1961,R/O ZEESHAN MANZIL, 4/3/H/3, BHUKAILASH ROAD, PO KHIDDIRPORE, KOLKATA -700023, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHAMMED ZAHID HOSSAIN, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT KOLKATA ON 09/01/2024, MOHAMMED ZAHID HOSSAIN AND MD. ZAHID HOSSAIN & MUHAMMAD ZAHID HOSSAIN & MOHAMMED ZAHID HUSSAIN SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

**Name Change**

I AFSAR ALI,SON OF GOLAM ALI, RESIDING AT KHATNI(MUSLIM PARA),PO-BAWNAN,PS-POLBA, HOOGHLY - 712148,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS APHSAR ALI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/01/2024.THAT AFSAR ALI AND APHSAR ALI ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I MOUMITA BERA, W/O TAPAN KUMAR BERA, R/O DEBI BHAWAN, 5D, F/R1, JYANGRA DAKHIN MATH, BAGUIHATI, BIDHANNAGAR, PIN-700059, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RITA BERA, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/01/2024, RITA BERA AND MOUMITA BERA SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

**Name Change**

I MD. ZOHEB HOSSAIN, S/O MOHAMMED ZAHID HOSSAIN,DOB-03/07/1985,R/O ZEESHAN MAIZIL, 4/3/H/3, BHUKAILASH ROAD, PO KHIDDIRPORE, KOLKATA -700023, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHAMMED ZOHEB HOSSAIN, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT KOLKATA ON 09/01/2024, MOHAMMED ZOHEB HOSSAIN AND MD. ZOHEB HOSSAIN SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

**Name Change**

I, (Old Name) MD NASHITULLA SK S/o- LATE AJIJUR RAHAMAN, Residing at Vill- Paschim tofi, Post- Rajnagar, Ps - Mothabari, Dist- Malda, Pin- 732201, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MD NASHITULLA SK To NASITULLA SEKH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) NASITULLA SEKH in all purpose Vide an affidavit No- 489888 Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad 04/01/2024, NASITULLA SEKH and MD NASHITULLA SK both are Same and one identical person.

**Name Change**

I NAJAMA BEGAM & NAZMA BEGUM, W/O MOHIR ALAM, R/O C-3/83/1, NEW MOLLA PARA, SANTOSHPUR ROAD, PO BIDHANGARH, PS RABINDRANAGAR, KOLKATA-700066, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NAZMA BEGAM, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/01/2024, NAJAMA BEGAM & NAZMA BEGUM AND NAZMA BEGAM SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

**Name Change**

I SUBROTA BISWAS, S/O SAMIR BISWAS, R/O VILL PAKHIURA,PO-KUMARI RAMNAGAR, RANAGHAT, NADIA, PIN-741502, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUBRATA BISWAS, VDIE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/01/2024, SUBROTA BISWAS AND SUBRATA BISWAS SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

**Name Change**

I, (Old Name) SUBRATA KUMAR MISRA S/o- LATE SAILAJA KUMAR MISRA, Residing at SIA/121 I No Govt Colony, Post- Malda, Ps - Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732101, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SUBRATA KUMAR MISRA To SUBRATA MISRA (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SUBRATA MISRA in all purpose Vide an affidavit No- 489887 Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad 04/01/2024, SUBRATA MISRA and SUBRATA KUMAR MISRA both are Same and one identical person.

**Name Change**

I NAJNIN PRAVEEN, D/O MD ISLAM, W/O MD PERWER ALAM, R/O 2L, RADHA GOBINDA SAHA LANE, KOLKATA -700017, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NAZNEEN PARVEEN, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/01/2024, NAJNIN PRAVEEN AND NAZNEEN PARVEEN SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

**Name Change**

I HARISH KUMAR GUPTA, S/O SUBHASH CHAND GUPTA, R/O P-344, C.I.T. ROAD, SCHEME VIM, MANIKTOLLA, PS PHOOLBAGH, KOLKATA - 700054, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HARISH GUPTA, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/01/2024, HARISH KUMAR GUPTA AND HARISH GUPTA SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

**Name Change**

I, (Old Name) RUNENDU ROY S/o- LATE MANMOHAN SAHA, Residing at Manmmohan bhaban fulbar(Fulbari road) Post- Malda, Ps - Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732101, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from RUNENDU ROY To RUNENDU KUMAR ROY (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) RUNENDU KUMAR ROY in all purpose Vide an affidavit No- 489886 Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad 04/01/2024, RUNENDU KUMAR ROY and RUNENDU ROY both are Same and one identical person.

**Name Change**

I NAJNIN PRAVEEN, D/O MD ISLAM, W/O MD PERWER ALAM, R/O 2L, RADHA GOBINDA SAHA LANE, KOLKATA -700017, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NAZNEEN PARVEEN, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/01/2024, NAJNIN PRAVEEN AND NAZNEEN PARVEEN SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

**Name Change**

I JYANTI GHOSH, D/O LATE JUGAL GHOSH, R/O VILLAGE-BAISHNABCHAK DEBHOG, HALDIA, EAST MEDINIPUR, PIN-721657, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAYANTI GHOSH, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/01/2024, JAYANTI GHOSH AND JYANTI GHOSH SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

**Name Change**

I, (Old Name) SARMISTHA SASMAL W/o- SAMIRAN BOSE, Residing at Ramratan Arartment pranta pally Post- Malda, Ps - Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732101, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SARMISTHA SASMAL To SARMISTHA BOSE (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SARMISTHA BOSE in all purpose Vide an affidavit No- 489885 Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad 04/01/2024, SARMISTHA BOSE and SARMISTHA SASMAL both are Same and one identical person.

**Name Change**

I MD ASHRAF ALI , S/O NABI AHAMAD, R/O R-115, MASJID , TALAB ROAD, GARDEN REACH, PS METIABRUZ, KOLKATA -700024, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASHRAF ALI, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/01/2024, MD ASHRAF ALI AND ASHRAF ALI SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

**Name Change**

I SUBHAS CHANDRA PATRA,SON OF BISHNU PADA PATRA, RESIDING AT 2/31 MUSALMAN PARA ROAD,BHATPARA(M), PS-JAGATDAL, NORTH24PARGANAS - 743127,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUBHASH CHANDRA PATRA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/01/2024.THAT SUBHAS CHANDRA PATRA AND SUBHASH CHANDRA PATRA ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I, (Old Name) MITHUN SHIKDAR S/o- DHANANJOY SHIKDAR, Residing at Vill Barasat rail para, Post- Bhaduri, Ps - Taherpur, Dist- Nadia, Pin- 741121, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MITHUN SHIKDAR To MITHUN SIKDER (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MITHUN SIKDER in all purpose Vide an affidavit No- 489884 Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad 04/01/2024, MITHUN SIKDER and MITHUN SHIKDAR both are Same and one identical person.

**Name Change**

I SOMA GHOSH, RESIDING AT 161, RAMKRISHNAGARH,DUMDUM,BARRACKPORE,PS-DUMDUM, NORTH24PARGANAS - 700079,WEST BENGAL.THAT MY FATHER LATE PRAHALAD BARAL SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LATE PROHALAD CHANDRA BORAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/01/2024.THAT LATE PRAHALAD BARAL AND LATE PROHALAD CHANDRA BORAL ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I RAZZAK SAIKH, S/O RAHIM SEKH, R/O VILL+ PO KHAGRAMURI, PS BISHNUPUR, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-700140, WEST BENGAL SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAJJAK SEKH, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/01/2024, RAZZAK SAIKH AND RAJJAK SEKH SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

**Name Change**

I, Mangalam Bhurat D/o Basant Kumar Bhurat R/O- 30, SK Deb Road, South Dumdum, Bidhannagar, Pin-700048, W.B, India shall henceforth be known as Manglam Bhurat. I declare that Manglam Bhurat and Mangalam Bhurat is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 09-01-2024.

**Name Change**

I,LAVALESH MISHRA,SON OF RAM PRASAD MISHRA, RESIDING AT 40/1,NAND GHOSH ROAD,5TH FLOOR,PILKHANA,KAPOOR GALI,HOWRAH-711101,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LAVALESH KUMAR MISHRA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/01/2024.THAT LAVALESH MISHRA AND LAVALESH KUMAR MISHRA ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I NARAYAN CH MANNA,SON OF RATAN MANNA, RESIDING AT VILL&PO-HAREKRISHNAPUR,PS-DASPUR,WEST MEDINIPUR-721211,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NARAYAN MANNA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/01/2024.THAT NARAYAN CH MANNA AND NARAYAN MANNA ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I, Golam Haidar Molla S/o Wajed Molla R/o Saiyadkati, 24 Pgs (N), Pin- 743286, W.B., India shall henceforth be known as Golam Hoda Molla. I declare that Golam Hoda Molla and Golam Haidar Molla is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public Kolkata on 09-01-2024.

**Name Change**

I SASWATI BORAL SADHAK W/o RAJARSHI SADHAK, R/o- 142/1,DIAMOND HARBOUR ROAD, THAKURPUKUR, KOLKATA-700063 HAVE CHANGED MY NAME TO SASWATI BORAL VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC ON 09/01/2024 AT KOLKATA . SASWATI BORAL SADHAK HENCEFORTH BE KNOWN AS SASWATI BORAL FOR ALL PURPOSES AND THEY ARE BOTH SAME ONE AND IDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I SUGANDHA SANDEEP BHARTIA, WIFE OF SANDEEP BHARTIA, RESIDING AT 6,RONALDSHAY ROAD,PS-ALIPORE, KOLKATA - 700023,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUGANDHA BHARTIA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/01/2024.THAT SUGANDHA SANDEEP BHARTIA AND SUGANDHA BHARTIA ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I, Md Shabbir Ansari S/o Murtuja R/O- 12, B.L. Roy Road, Haora, Pin-711101, W.B, India shall henceforth be known as Md. Sabbir. I declare that Md. Sabbir and Md Shabbir Ansari is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 09-01-2024.

**Name Change**

I NAAZ QURAISHI, W/O BADRUL ISLAM QURAISHI, D/O KHURSHEED AHMED, R/O 97/B, TALTALA LANE, KOLKATA -700014, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BABY NAAZ, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/01/2024, BABY NAAZ AND NAAZ QURAISHI SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

**Name Change**

I SEKH KALYAN, RESIDING AT SAJAHAN ROAD, PO&PS-BARUIPUR, SOUTH 24 PARGANAS-700144,WEST BENGAL.THAT MY MINOR SON SEKH JUNAIT SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEKH JUNAID VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/01/2024.THAT SEKH JUNAIT AND SEKH JUNAID ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I, Mahjabeen Farooque W/o Mirza Tayub & D/o Shahabuddin Farooque R/O- Crescent Apartment, 15, Lower Range Park Circus, Circus Avenue S.O., Kolkata- 700017, W.B. shall henceforth be known as Mehzabeen Mirza. I declare that Mehzabeen Mirza and Mahjabeen Farooque is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 09-01-2024.

**Name Change**

I, JANA RESHMA DILIP KUMAR (old name), D/o. Dilip Kumar Jana, W/o. Atanu Singha resident Vill-Konnagar (ward no-15), PO+PS- Ghatal, Dist- Paschim Medinipur WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name RESHMA SINGHA, vide an affidavit sworn before the Court of Ld. A.C.J.M, Ghatal on 06/01/2024. JANA RESHMA DILIP KUMAR and RESHMA SINGHA all are same and one identical person.

**Name Change**

I JANNATUN FIRDAUS,WIFE OF YUNUSH ALI, RESIDING AT VILL-BAJITPUR UTTARPARA,PO-BHASLIA,PS-DEGANGA, BAJITPUR UTTARPARA, NORTH24PARGANAS-743423,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JANNATUN FERDAUS BIBI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/01/2024.THAT JANNATUN FIRDAUS AND JANNATUN FERDAUS BIBI ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I, Shiam Mondal S/o Forkan Mandal R/o Shilberia Ulasi Hanskhali, Nadia, Ranaghat, Pin-741502, W.B., India shall henceforth be known as Shiam Mandal. I declare that Shiam Mandal and Shiam Mondal is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 09-01-2024.

# জাতীয় কলা উৎসবে এবার দেবীচৌধুরানীর বৃত্তান্ত তুলে ধরবে তিস্তা পারের পুনম রায়

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৯ জানুয়ারি ঃ প্রতিভার কাছে হার মানলো আর্থিক প্রতিবন্ধকতা। আরও ভালো অভিনয়ের জন্য ছেলে বেলা থেকে নিজের সাথে নিজে লড়ে এবার জাতীয় কলা উৎসবে যোগ দিতে দিল্লি পারি দিলো তিস্তা পারের সবজি বিক্রেতার কন্যা পুনম রায়। জমিদার বাড়ির গৃহবধূ থেকে সন্যাসী বিদ্রোহের নেত্রী। তিস্তা পাড়ে আজও জীবন্ত বঙ্কিমের সেই কিংবদন্তী চরিত্র দেবীচৌধুরানীকে যেনো নিজের জীবন থেকে উপলব্ধি করে ছিলো মেয়েটি। একক নাটকে এবার সেই দেবীচৌধুরানীকে উপস্থাপনা করতে দিল্লি পারি দিলো তিস্তা পারের কন্যা। জলপাইগুড়ি শহর লাগোয়া তিস্তা পারের দক্ষিণ সুকান্তনগর কলোনীর বাসিন্দা পুনম রায়। মারোয়ারী বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী। মহিলা বিভাগে একক নাটক প্রতিযোগিতায় প্রথম হবার পর রাজ্যস্তরে আয়োজিত কলা উসবেও প্রথম হয়েছে সে। এবার ৮ থেকে ১১ ই জানুয়ারি দিল্লিতে আয়োজিত জাতীয় কলা উসবে যোগ দিতে দিল্লি পারি দিলো পুনম। জলপাইগুড়ি মারোয়ারী বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেনীর ছাত্রীর এই কৃতিত্বে গর্বিত স্কুল কর্তৃপক্ষও। পুনমের বাবা সঞ্জীব রায় সব্জি বিক্রেতা। একা আয়ে ৬ জনের সংসার নিদারুণ আর্থিক অনটনের মধ্যে দিয়ে চলে। সঞ্জীব বাবুর মেয়ে পুনম ছেলেবেলায় তার মা কুশল রায়ের কোলে শুয়ে শুনতো তিস্তা পারে দেবী চৌধুরানীর আনাগোনার গল্প। কিভাবে দেবীচৌধুরানী আর্তের পাশে দাঁড়াতেন সেই গল্প শুনে বিভিন্ন উৎসবে অনুষ্ঠানে বারে বারে পরিবারের সঙ্গে ছুটে যেতো বৈকন্ঠ পুর অঞ্চলের শিকারপুরে চা বাগানে থাকা ভবানী পাঠকের ডেরায়। কিংবা কখোনও যেতো জলপাইগুড়ি গোশালা এলাকায় থাকা দেবী চৌধুরানীর স্মৃতি বিজ।তি মঃিদরে। সেখান থেকে বাড়ি ফিরে এসে আয়নার সামনে দাঁ।িয়ে দেবীচৌধুরানী সেজে অভিনয় করতো। এখন সেই বীরাঙ্গনার চরিত্রই একক নাটকের মাধ্যমে দিল্লির বুকে মঞ্চস্থ করবে পুনম। আর এতেই খুশির হাওয়া তিস্তা পারে। পুনম রায় বলেন তার কোনও পেশাদারি প্রশিক্ষণ নেই। কারণ প্রশিক্ষণ নেওয়ার মতো তাদের সামর্থ নেই। কারন বাবা সামান্য সবজির দোকান করে তিন ভাইবোনের যাবতীয় খরচ খরচা চালাচ্ছেন। কিছুদিন আগে স্কুল থেকে আমাকে রাজ্যস্তরের কলা উসবে অংশ গ্রহণ করানোর জন্য উদ্যোগী হন আমাদের স্কুলের শিক্ষিকারা। তমালিকা দত্ত ও পারমিতা দত্ত

ম্যাডামরাই লাগাতার প্রশিক্ষণ দিয়ে একাঙ্ক নাটকের জন্য আমাকে প্রস্তুত করেছেন। কিভাবে মাত্র ছ' মিনিটের মধ্যে নাটক মঞ্চস্থ করতে হবে, ডায়লগ, এক্সপ্রেসন সমন্বয় রক্ষা হবে, কিভাবে তার যাবতীয় কৌশলও তারাই শিখিয়ে দেন। সেই মতোই করেছি। অনুশীলন চালিয়ে গেছি। তাতেই কাজ হয়েছে। এদিকে মেয়ের সাফল্য নিয়ে উচ্ছ্বসিত গোটা পরিবার। তবে সে যে একেবারে রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান পাবে, তা যেন এখনও বিশ্বাসই করতে পারছেন পুনমের বাবা সঞ্জীব রায়, মা কুশল রায়। তাঁরা বলেন, ও ছোট বেলায় একটু নাচ শিখেছিল। আমি তো ওকে অভিনয়ের কোনও প্রশিক্ষণ দিতে পারিনি। এর জন্য ওর স্কুলের অবদানই প্রধান। ওরা না থাকলে হয়তো মেয়ে এই সাফল্য পেতো না। ওর এই গুণের কথা আমরা জানতেও পারতাম না। রাজ্যে চ্যাম্পিয়ন হবার পর এবার জাতীয়স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে যাচ্ছে।পাশাপাশি মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমদের আশা ও নিশ্চই সাফল্য পাবে।

স্কুলের টিচার ইনচার্জ রিমা তেওয়ারি বলেন অত্যন্ত দুস্থ পরিবার থেকে উঠে এসেছে অত্যন্ত প্রতিভাবান এই মেয়েটি। এদের দিন আনি দিন খাই পরিবারে অভিনয় নিয়ে ভাবাটাই যেখানে বাতুলতা সেখানে এর পরিবার অত্যন্ত প্রতিবন্ধকতার মধ্যে মেয়েটির পাশে দাঁ।িয়েছে। আমাদের স্কুলের শিক্ষিকারাও একে অনেক তালিম দিয়েছে। যার পরিনাম দিল্লি পারি দেওয়া। এই ঘটনায় আমাদের স্কুলের প্রত্যেকে গর্বিত অনুভব করছে। পুনমকে দেখে আরও অন্যান্য ছাত্রীরাও অনুপ্রাণিত হউক এই কামনা করি। পুনম রায়ের সাফল্যে গর্বিত ডি আই জলপাইগুড়ি বালিকা গোলে। তিনিও পুনমকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

## তিস্তায় জল ছাড়তেই আরও তৎপর হলো সেনাবাহিনী

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৯ জানুয়ারি ঃ গত ৪ঠা অক্টোবর সিকিম পাহাড়ে মেঘ ভাঙা বৃষ্টির জেরে ভয়াবহ বন্যা হয় তিস্তায়। জলের তোড়ে সিকিমে ভেসে যায় সেনাবাহিনীর একটি ক্যাম্প। ভেসে যায় প্রচুর সেনা জাওয়ান। একইসাথে জলের তোড়ে তিস্তা নদীতে ভাসিয়ে নিয়ে আসে সেনাবাহিনীর প্রচুর পরিমানে মর্টার শেল সহ গোলা বারুদ এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী। জল কমতেই পুলিশকে সাথে নিয়ে হারিয়ে যাওয়া সামগ্রী গুলি উদ্ধার করতে নদীপারে তল্লাশি শুরু হয়। উদ্ধার হয় প্রচুর পরিমানে গোলা বারুদ। সেগুলিকে নিষ্ক্রিয় করে সেনাবাহিনী। কিন্তু যেই পরিমান গোলা বারুদ খোয়া গেছে তার অনেকটাই এখনও উদ্ধার হয়নি। তাই সেনাবাহিনীর তরফে সেগুলি উদ্ধারে তল্লাশি জারি ছিলো। জানা গেছে সেগুলি আরও দ্রুত উদ্ধারে গতকাল তিস্তার কালিঝোড়া থেকে ৪০০০ কিউমেক জল ছাড়া হয়েছে। রাতে সেই জল এসে পৌঁছে যায় ময়নাগুড়ি ও জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের তিস্তা পারে। মঙ্গলবার সকালে ময়নাগুড়ি ও জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের তিস্তা পারের বিস্তীর্ন এলাকা জুড়ে তল্লাশি অভিযানে ফের নতুন করে তৎপর হতে দেখা যায় সেনা জাওয়ান দের। পাশাপাশি তিস্তার জল বাড়ায় চাষবাসে ক্ষতির আশঙ্কা স্থানীয় কৃষকদের।

## সেবক ব্রিজ থেকে ঝাঁপ দেওয়া যুবকের দেহ মিলল ৫ দিন পর

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৯ জানুয়ারি ঃ সেবক করোনেশন ব্রিজ থেকে ঝাঁপ দিয়েছিল শিলিগুড়ির যুবক গৌর মন্ডল ।ঘটনার ৫ দিন পর উদ্ধার হল যুবকের মৃতদেহ। সোমবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন লালটুং বস্তি এলাকায় তিস্তা নদীর ধার থেকে যুবকের দেহ উদ্ধার করে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। মৃতদেহ শনাক্ত করার পর ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। উল্লেখ্য, গত বুধবার দুপুরে বাড়ি থেকে বের হয় গৌর মণ্ডল। এরপর সেবকে করোনেশন সেতু থেকে তিস্তা নদীতে ঝাঁপ দেয়। তাঁর আগে পরিবারের সদস্যদের ফোন করে। মাকে দেখে রাখার কথা বলে। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই তিস্তায় ঝাঁপ দেয় যুবক। বুধবার রাতেই সেবকে যায় পরিবার। বৃহস্পতিবার শুরু হয় তল্লাশি। ঘটনার প্রায় ৫ দিন পর সোমবার লালটুং বস্তি সংলগ্ন তিস্তা নদীর ধার থেকে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। আজ ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

স্টোর্স ই-প্রকিওরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং- এস/এলএম/২০২৩-২৪, তারিখঃ ০৫-০১-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ

ক্র.নং.১। টেন্ডার নং. এলডি২৩৬২৯৪,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৫-০১-২০২৪

সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও পরিমাণ ঃ এসএসই/সিগ/আগরতলা, এনএফআর-এর জন্য মেন কালার লাইট সিগনাল "সবুজ" (ইন্টিগ্রেটেড টাইপ) ইত্যাদির জন্য এলইডি সিগনাল ল্যাম্পের সরবরাহ। (i) পরিমাণ-৪২৫টি।

ক্র.নং.২। টেন্ডার নং. এলডি২৩৬২৯৫,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৪-০১-২০২৪

সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও পরিমাণ ঃ এসএসই/সিগ/বদরপুর জং., এনএফআর-এর জন্য আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে সিগনালিং কেবল ১২সি×১.৫ বর্গমিমি. ইত্যাদির সরবরাহ। (i) পরিমাণ-৩৭কিমি।

ক্র.নং.৩। টেন্ডার নং. এলডি২৩৬২৯৬,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৪-০১-২০২৪

সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও পরিমাণ ঃ এসএসই/সিগ/আগরতলা, এনএফআর-এর জন্য রেলওয়ে সিগনালিং ইত্যাদির মেন কালার লাইট সিগনাল "হলুদ"-এর জন্য এলইডি সিগনাল ল্যাম্পের সরবরাহ। (i) পরিমাণ-৬১৭টি।

দ্রষ্টব্যঃ-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, টেন্ডারদাতারা (www.ireps.gov.in) ওয়েবসাইটে লগইন করতে পারেন, সম্ভাব্য বিডার যারা উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী তারা যদি ইতিমধ্যে আইআরইপিএস-এ রেজিস্টার করে থাকেন তাহলে তাদের উপরের ওয়েবসাইটে লগইন করতে হবে এবং তাদের প্রস্তাব বৈদ্যুতিকভাবে জমা করতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস-এ রেজিস্টার না করে থাকেন তাহলে, তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে তারা যেন ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০-এর অধীনে সার্টিফাইং এজেন্সিগুলির কাছ থেকে ক্লাশ-III ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রমাণপত্র সংগ্রহ করেন এবং উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেন।

সিনি. ডিভিশনাল ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার, লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

# মেট্রো রেলওয়ে স্বচ্ছ উপায়ে কর্মী নিয়োগ করে

কলকাতা,৯ জানুয়ারি ঃ যদি কেউ সরকারি খাতের চাকরি খুঁজছেন, ভারতীয় রেলওয়ে তাদের জন্য সেরা বিকল্পগুলির মধ্যে একটি। প্রতি বছর ভারতীয় রেলওয়ে হাজার হাজার শূন্যপদ ঘোষণা করে এবং ২১টি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড (RRB), ১৬টি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেল (RRC) এর মাধ্যমে বিভিন্ন নন-গেজেটেড জিআর-এ নিয়োগ করা হয়। সি এবং গ্রেআর ডি পোস্ট। মেট্রো রেলওয়ে, আকারে ছোট হলেও, ১৯৮৪ সাল থেকে তার যাত্রা শুরু হওয়ার পর থেকে কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষের হৃদয়ে একটি জায়গা তৈরি করেছে। মেট্রো রেলওয়ের নিরলস এবং নিরলস প্রচেষ্টা লাইফলাইনের বিশিষ্টতা অর্জনের জন্য অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আনন্দের শহর। সময়ের সাথে সাথে, নতুন অবকাঠামো এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তি মেট্রোতে টেকসই এবং অবিচ্ছিন্ন ভিত্তিতে যুক্ত করা হয়েছে, যা যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এটিকে একটি শক্তিশালী এবং বলিষ্ঠ পরিবহণের মাধ্যম করে তুলেছে। কলকাতা মেট্রোকে মসৃণভাবে চালানোর জন্য, মেট্রো রেলওয়ে রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড এবং রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেলের মাধ্যমে বিভিন্ন বিভাগে দক্ষ কর্মী নিয়োগের উপর জোর দিয়েছে। এটি শুধুমাত্র মেট্রো রেলওয়েকে সাহায্য করে না বরং বেকারত্বের সমস্যা দূর করতেও অনেক অবদান রাখে। মেট্রো রেল সাধারণ মানুষের জন্য আরও ভাল পরিষেবা নিশ্চিত করার জন্য দক্ষ কর্মী নিয়োগ করছে। RRB এবং RRC এর মাধ্যমে শূন্যপদগুলি পূরণ করা নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা এবং প্রবিধান নিশ্চিত করে। উল্লেখ্য যে কলকাতা মেট্রো শুধুমাত্র RRB এবং RRC এর মাধ্যমে বিভিন্ন নন-গেজেটেড পদের জন্য নিয়োগ করে। কলকাতা মেট্রোতে নিয়োগ পাওয়ার জন্য, এখানে নিয়োগের জন্য স্বচ্ছ নির্বাচন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় বলে কোনও অর্থের প্রয়োজন হয় না। ভুয়ো চাকুরিবাজদের ফাঁদে পা না দেওয়ার জন্য সবাইকে অনুরোধ করা যাচ্ছে। যেহেতু ভারতীয় রেলওয়েতে নিয়োগ স্বচ্ছতার উপর ভিত্তি করে এবং সম্পূর্ণরূপে যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে, রেলওয়ে পরিষেবাতে যোগদান করতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে কোনও জাল খবরের শিকার হওয়া উচিত। সততা, স্বচ্ছতা মেট্রো রেলওয়েতে নিয়োগের ভিত্তি।

## নদীয়ায় সাংসদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দল ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলো জয়ী পঞ্চায়েত মেম্বার

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ৯জানুয়ারি ঃ ইংরেজি বছরের শুরুতেই নদীয়ায় ফের বিজেপিকে জোড়ালো ধাক্কা দিলো তৃণমূল। তৃণমূল বিধায়কের হাত ধরে পঞ্চায়েত মেম্বার সহ মেম্বার। তবে পরবর্তীতে জগন্নাথ সরকারকে বারবার জিজ্ঞাসা করলেও কোনরকম কথা বলার প্রয়োজন মনে করেননি সাংসদ। অবশেষে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পঞ্চায়েতে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান হবে ,তার জন্য যা যা প্রশাসনিক কাজকর্ম রয়েছে তা পর্যায়ক্রমে শুরু করা হবে। যেহেতু প্রধান সিটটি তপশিলি উপজাতি সংরক্ষিত আসন

শতাধিক বিজেপি কর্মীর যোগদান তৃণমূলে। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার শান্তিপুর বাবলা গ্রাম পঞ্চায়েতে। সুত্র মারফত জানা যায় ২০২৩ এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাবলা পঞ্চায়েতে প্রধান পদের জন্য আসনটি ছিলো তপশিলি উপজাতি সংরক্ষিত আসন, আর তৃণমূলের তরফে এমন কোন জয়ী প্রার্থী ছিলো না, যেখানে বিজেপির দলে ছিলো তপশিলি উপজাতি দু জন জয়ী প্রার্থী, ফলে বোর্ড গঠন করে বিজেপি। আর ঐ পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ৫৫ নম্বর বুথের ,বিজেপি মেম্বার তারা বাবুরায় শান্তিপুরের বিধায়ক ব্রজো কিশোর গোস্বামীর হাত ধরে শতাধিক বিজেপি কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে । তৃণমূলে যোগ দিয়েই তারা বাবুরায় রানাঘাটের সাংসদ জগন্নাথ সরকারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন। তিনি জানান তাকে প্রধান পদের লোভ দেখিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় কথা সাংসদ। এমনকি প্রধান নির্বাচন ভোট প্রক্রিয়া চলাকালীন থেকে প্রায় এক মাস তাকে সাংসদের বাড়িতে পরিবারসহ গৃহবন্দী করে রাখা হয়। কিন্তু কালের নিয়মে বাবলা পঞ্চায়েতের প্রধান হন অন্য আরেকজন বিজেপি বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন পঞ্চায়েত মেম্বার তারা বাবুরায় । তিনি জানান, তিনি সাধারণ মানুষের জন্য, কাজ করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সাধারণ মানুষ তাকে এলাকার উন্নতিকল্পে কাজ করার জন্য ভোট দিয়ে ভোটে জিতিয়েছেন । কিন্তু সাংসদ জগন্নাথ সরকার কোন রকম কাজ তাকে করতে দিচ্ছিল না। এমনকি পঞ্চায়েতে গিয়েও তিনি কোন কাজ পাচ্ছিলেন না । এলাকার উন্নতিকল্পে তাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির কাজকর্মকে সঙ্গে নিয়ে ,আগামী দিনে সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করবেন। তাই তৃণমূল কংগ্রেসে এই যোগদান। এই যোগদান প্রসঙ্গে বিধায়ক ব্রজ কিশোর গোস্বামী জানান, বিগত দিনে তিনি বিজেপি থেকে জয়লাভ করলেও বর্তমানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন সেবামূলক কাজ এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেনাপতিত্বের উপর ভরসা করেই ,সাধারণ মানুষের পাশে থেকে কাজ করার জন্য তারা বাবুরায় আজ তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন । শুধু তাই নয় জগন্নাথ সরকার তাদেরকে যে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার কোনরকম কোন কাজ হয়নি তাই এই যোগদান। ভবিষ্যতে বাবলা গ্রাম ,তাই তৃণমূলের সেই আসনে কোন প্রার্থী দেওয়া হয়েছিল না। বর্তমানে বাবু রায় যোগদান করায় তৃণমূল প্রধান পদপ্রার্থী পেয়ে গেছে । ভবিষ্যতে বাবলা গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূল কংগ্রেসের দখলেই আসতে চলেছে সেটা শুধু সময়ের অপেক্ষা। যদিও সাংসদ জগন্নাথ সরকারের বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ অস্বীকার করে তিনি জানান, সকলেই জানি আড়াই বছর না গেলে পঞ্চায়েত ভাঙা বা প্রধান পরিবর্তন করা যায় না, যিনি তৃণমূলে প্রধানের লোভে গিয়েছেন, তিনি আদও আড়াই বছর পর তৃণমূলের থেকে প্রধান হতে পারবেন তো, কারন তখন তৃণমূল দলটা থাকবে কিনা সন্দেহ আছে, এখন তো তৃণমূলে জেল যাত্রা শুরু হয়েছে, পাশাপাশি সাংসদ আরও বলেন যিনি দল পরিবর্তন করেছেন তিনি কিন্তু পূর্বেও বলেছিলো তৃণমূলই তাকে কোথাও একটা আটকে টাকা দিয়ে ভিডিও করেছিলো, তবে যেহেতু ঐ পঞ্চায়েতে প্রধানের আসনটি সংরক্ষিত ছিলো আর দলে দুজন জয়ী প্রার্থী ছিলো আড়াই বছর করে দুজনকে প্রধান করা হবে বলা হয়েছিলো, তবে এখন তৃণমূলের লোভে পটে হয়তো তিনি দল ছেড়েছেন।

## এমপিপিইউ-র এক কর্মীকে পুলিশ গ্রেফতার করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৯ জানুয়ারি ঃ কামতাপুর পিপুলস পার্টি ইউনাইটেডের এক কর্মী বচ্চন মণ্ডলকে পুলিশ অন্যায় ভাবে গ্রেফতার করার প্রতিবাদে মঙ্গলবার মালদহে বামন গোলার পাকুয়াহাটএলাকায় বামন গোলা থানারপুলিশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভমিছিল করলেন কামতাপুর ইউনাইটেডের নেতাকর্মীরা। এদিন ওই মিছিলটি দলীয় কার্যালয় থেকে শুরু হয় যা গোটা পাকুয়াহাট এলাকা পরিক্রমা করে। এদিন ওই মিছিলের নেতৃত্ব দিয়েছেন কামতাপুর পিপুলস পার্টি ইউনাইটেডের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুভাষ বর্মন। তিনি পুলিশকে হুশিয়ারি দেন এদিন সন্ধ্যার মধ্যে ওই কর্মী বচ্চন মণ্ডলকে পুলিশ নিঃশর্ত মুক্তি না দিলে আগামি কাল ২৪ঘণ্টা বন্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তিনি আর ও বলেন, গত রবিবার কামতাপুর পিপুলস পার্টি ইউনাইটেডের ২৯ তম প্রতিষ্ঠা দিবস ছিল ওই প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে ওই দিন মালদহের গাজোল ব্লকের ঘাকশোল এলাকায় একটি প্রকাশ্য জনসভা অনুষ্ঠিত হয় ওই জনসভায় মালদা জেলার সহ উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রচুর কর্মী সমাগম ঘটে। ওই জন সভায় যোগ দেয়ার অপরাধে সোমবার সন্ধ্যায় বামনগোলা ব্লকের পাকুয়াহাট দলীয় কার্যালয়ের ভিতর থেকে বামনগোলা থানার পুলিশ অন্যায় ভাবে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। এদিন ওই কর্মী কে গ্রেফতার করার প্রতিবাদে পুলিশের বিরুদ্ধে অ ধিক্কার মিছিল হয়। তবে ওই কর্মীকে গ্রেফতারের বিষয়ে বামন গোলা থানার পুলিশ মুখে কুলুপ এটেছেন। এদিন ওই বিক্ষোভ মিছিলে সুভাষ বর্মন ছাড়াও দলের মহিলা কর্মীরাও বিক্ষোভ দেখান।

## জেলা পরিষদের তরফে ক্ষুদ্র মাছ ব্যবসাযীদের জন্য তৈরি হচ্ছে শেড

দুরন্ত বার্তা, ময়নাগুড়ি, ৯ জানুয়ারি ঃ ময়নাগুড়ি পুরাতন বাজারের ক্ষুদ্র মাছ ব্যবসায়ীদের জন্য ছিলো না কোনো শেড। ফলে রোদ, বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই ব্যবসা করতেন ময়নাগুড়ি পুরাতন বাজারের ক্ষুদ্র মাছ ব্যবসায়ীরা। এই সমস্যার কথা দীর্ঘদিন থেকে জেলা পরিষদকে জানালে অবশেষে সেই সমস্যার সমাধান হতে চলেছে। মাছ বাজারে তৈরি হচ্ছে শেড। আর এতেই খুশি ক্ষুদ্র মাছ ব্যবসায়ীরা। জানা যায়, জেলা পরিষদের অধীনস্থ রয়েছে ময়নাগুড়ি পুরাতন বাজার। সেখানে ক্ষুদ্র মাছ ব্যবসায়ীদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিলো একটি শেডের। আর এই সমস্যার সমাধান হতে চলেছে ব্যবসায়ীদের। জেলা পরিষদের তরফে প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি হচ্ছে শেড। অধিকাংশ কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে বলে জানা যায়। এতে খুশি পুরাতন বাজারের ক্ষুদ্র মাছ ব্যবসায়ীরা। এই বিষয়ে ক্ষুদ্র মাছ ব্যবসায়ী ভৈরব দাস বলেন, বর্ষার দিনে আমাদের খুবই সমস্যা হতো। প্লাস্টিক টাঙিয়ে দোকান করতে হতো আমাদের। এখন এই শেড তৈরি হলে আমাদের খুবই উপকার হবে। এই বিষয়ে ময়নাগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সহ সম্পাদক সুমিত সাহা বলেন, জেলা পরিষদের তরফে একটি শেড তৈরি হচ্ছে। এতে ক্ষুদ্র মাছ ব্যবসায়ীদের খুবই উপকার হবে। তারা বর্ষার সময় খুবই কষ্টে ব্যবসা করেন। এখন থেকে এই সমস্যা আর হবে না।

জনবিজ্ঞপ্তি

দিগ্বিজয় ট্র্যাকন প্রাইভেট লিমিটেড

১, ক্রকড লেন, গ্রাউন্ড ফ্লোর,রুম নং-জি ২
কলকাতা-৭০০০৬৯
সিআইএন-ইউ ৫১১০৯ ডব্লুবি ১৯৯৫ পিটিসি ০৭৫৮৭৮

সার্কুলার নং DNBR (PD) CC.No এর সাথে সম্মতিতে ০৬৫০৩.১০.০০১২০১৫-১৬ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা জারি করা ০৯ জুলাই, ২০১৫ সময়ে সময়ে সংশোধিত, নোটিশ এতদ্বারা দেওয়া হল যে এই ধরনের প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতাগুলি মেনে চলা এবং এই ধরনের শর্তগুলি পূরণ করা, যদি থাকে, প্রয়োজন হয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বা অন্য কোনও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা, মিঃ বিনোদ পান্ডে (ডিআইএন ০৭৯১৭৪০৬), ৯৮২, বি রোড, সালকিয়া, হাওড়া কর্পোরেশন, কলকাতা ৭১১১০৬, পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী, পেশা-পরিষেবা হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন। কোম্পানির পরিচালক, w.e.f. ১২ ডিসেম্বর, ২০২৩। শেষ পর্যন্ত কোম্পানির ব্যবস্থাপনা মিসেস নিশা আগরওয়াল (ডিআইএন ০০৫৮৭৬৮৯), এবং মিসেস কিরণ আগরওয়াল (ডিআইএন ০০৯১২২৯০) এবং মিঃ বিনোদ পান্ডে (ডিআইএন ০৭৯১৭৪০৬) এর কাছে স্থির করা হয়েছে।

পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হল কোম্পানির বর্তমান নন-ব্যাংকিং আর্থিক কার্যক্রমকে একীভূত করা, শক্তিশালী করা এবং বিস্তৃত করা।

ব্যবস্থাপনার এই ধরনের পরিবর্তনের ফলে যার স্বার্থ প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তিনি উল্লিখিত ঠিকানায় এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, DOS, ১৫, N. S. Road, 5th Floor, Kolkata -700001-এ ৩০ দিনের মধ্যে কোম্পানিকে অবহিত করতে পারেন। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ এতে আগ্রহের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে।

তারিখ-০৯।০১।২০২৪ বোর্ডের আদেশ অনুসারে

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-XV, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/136/027/2023-2024/R
Name of the work: **Repairing & maintenance of cement concrete & paver block passage with allied works at Sontoshpur Road, Shimpukur Lane, Fathepur 1st Lane, Dewan Bagan, Mudialy Road etc. in Ward No.-136, BR-XV.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,95,434.24.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **90 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/136/028/2023-2024/R
Name of the work: **Repairing & maintenance of sewer line & surface drain with allied works at Shimpukur Lane, Dewan Bagan, Mudialy Road etc. in Ward No.-136, BR-XV.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,96,762.39.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **120 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/135/050/2023-2024/D
Name of the work: **Restoration of paver block, I.P.S. asphaltum etc. passage at Iron Gate Road Kasai Para etc. N/H/No. B-56, B-38/4, I-193 etc. in Ward No.-135, BR-XV.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,96,429.13.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **90 days.**

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/133/054/2023-2024/R
Name of the work: **Restoration of hot mix road with allied works at Mudiali Road, Village Road, Haribabu Pally Lane etc. in Ward No.-133, BR-XV.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,95,932.53.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **150 days.** Last date and time of submission of bid: **20.01.2024-11 a.m. (For Sl. No. 1 to 4).** Date of opening of tender: **22.01.2024 - 11 a.m. (For Sl. No. 1 to 4).** The bid forms and other details are available on and from **11.01.2024 (5 p.m.) (For Sl. No. 1 to 4).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).**

The Executive Engineer (Civil), BR-XIII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/XIII/117/036/23-24 (1st Call)
Name of the work: **Development of C.C. pavement at Roy Bahadur Road Bye Lane near Pr. No.-306 in Ward No.-117, BR-XIII.** Estimated value: ₹ **2,95,327.50.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(2) NIT No. : KMC/XIII/120/030/23-24 (1st Call)
Name of the work: **Development of road at James Long Sarani Bye Lane (near Rukmini High School) by painting of kerbs in Ward No.-120, BR-XIII.** Estimated value: ₹ **2,74,978.51.** Earnest money: ₹ **5,500.00.** Period of completion: **25 days.** Last date of submission of bid: **23.01.2024 (up to 11 a.m.) (For Sl. No. 1 & 2).** Tender will be opened on: **25.01.2024 (11 a.m.) (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **09.01.2024 (from 5 p.m.) (For Sl. No. 1 & 2).** The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Civil), BR-XII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/105/33/23-24
Name of the work: **Maintenance of U/G drainage system by removal of chockages, cleaning of catchpit, SIP etc. near Arya Vidyalay Road, Jadavgarh-4 etc. in Ward No.-105, BR-XII.** Estimated cost: ₹ **1,34,192.14.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **120 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/106/058/23-24
Name of the work: **Maintenance of U/G drainage system by removal of chockages, cleaning of catchpit, SIP etc. at Sukanta Sarani & adjacent areas in Ward No.-106.** Estimated cost: ₹ **1,06,130.80.** Earnest money: ₹ **2,500.00.** Period of completion: **56 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/088/23-24
Name of the work: **Maintenance of U/G drainage system near Prem. No.-C/97 Sammilani Park, Mukundapur Bazar etc. in Ward No.-109, BR-XII, KMC.** Estimated cost: ₹ **2,40,886.70.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/100/23-24
Name of the work: **Restoration of road by laying of hot mix at Bunderhat in Ward No.-109, BR-XII, KMC.** Estimated cost: ₹ **2,64,749.67.** Earnest money: ₹ **5,500.00.** Period of completion: **115 days.** Last date and time of submission of bid: **18.01.2024 - 11 a.m. (For Sl. No. 1 to 4).** Date and time of opening of bid: **20.01.2024 - 11 a.m. (For Sl. No. 1 to 4).**

(5) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/101/30/23-24
Name of the work: **Maintenance of roads by relaying, resetting, painting kerbs and other ancillary works near J35, J12 B.P. Township etc. in Ward No.-101.** Estimated cost: ₹ **3,48,722.76.** Earnest money: ₹ **7,000.00.** Period of completion: **90 days.** Last date and time of submission of bid: **20.01.2024 - 11 a.m.** Date and time of opening of bid: **22.01.2024 - 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **09.01.2024 (5 p.m.) (For Sl. No. 1 to 5).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 5).**

The Executive Engineer (Civil), BR-I, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/EEC/I/006/018/2023-2024
Name of the work: **Thorough restoration of passages at 9, 11, Lockgate Road beside Masjid in Ward No.-006.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **3,88,208.00.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **22.01.2024 (up to 11 a.m).** Tender will be opened on: **25.01.2024 (11 a.m.).** The bid forms and other details are available on and from **09.01.2024 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-VIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/084/19/2023-2024/D
Name of the work: **Restoration of paver block & IPS footpath at 12 Andul Raj Road, 5A M.P. Road and other different places in Ward No.-84 disturbed by CESC.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,95,875.43.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **90 days.** Last date and time of submission of bid: **27.01.2024 - 12 noon.** Date of opening of tender: **29.01.2024 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **17.01.2024 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-XIV, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/XIV/128/041/23-24/R (1st Call)
Name of the work: **Repairing/restoration of concrete pavement at Biren Roy Road (W) Bye Lane near Pr. No.-18/13, 26/8/B and 54B and Parui Kancha Road near Kharkata Goli in Ward No.-128.** Estimated value: ₹ **1,83,830.99.** Earnest money: ₹ **3,700.00.** Period of completion: **21 days.** Last date of submission of bid: **23.01.2024 (up to 11 a.m.).** Tender will be opened on: **25.01.2024 (11 a.m.).** The bid forms and other details are available on and from **09.01.2024 (from 5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-XVI, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XVI/125/052/23-24
Name of the work: **Development of C.C. road at Dakshin Behala Road near Pre. No.-15/20 in Ward No.-125.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,50,383.59.** Earnest money: ₹ **5,100.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **17.01.2024 - 12 noon.** The tender will be opened on: **19.01.2024 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **09.01.2024 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-III, KMC invites online percentage rate tenders under two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE-III/14/30/23-24 (1st Call)
Name of the work: **Restoration of passage at 16/5/1H, 16/1/H/45 M.P. Road, 24/2 H.N. Road and its surrounding areas in Ward No.-14 disturbed by C.E.S.C.** Estimated cost: ₹ **2,53,453.00.** Earnest money: ₹ **5,500.00.** Period of completion: **60 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE-III/13/39/23-24 (1st Call)
Name of the work: **Improvement of sewer line at 9/1/8, Canal East Road in Ward No.-13.** Estimated cost: ₹ **2,98,457.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE-III/13/40/23-24 (1st Call)
Name of the work: **Repair of road surface at 9/1/8 Canal East Road in Ward No.-13 to be disturbed by laying of sewer line.** Estimated cost: ₹ **1,35,340.00.** Earnest money: ₹ **2,800.00.** Period of completion: **30 days.**

(4) NIT No. : KMC/EE-III/13/37/23-24 (1st Call)
Name of the work: **Repair of passage at 4A Murari Pukur Lane in Ward No.-13 to be disturbed by laying of sewer line.** Estimated cost: ₹ **2,55,054.00.** Earnest money: ₹ **5,500.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **23.01.2024 upto 12 noon (For Sl. No. 1 to 4).** Date and time of opening of tender: **25.01.2024 on or after 12 noon (For Sl. No. 1 to 4).**

(5) NIT No. : KMC/EE-III/13/41/23-24 (1st Call)
Name of the work: **Improvement of sewer line at 134 Bidhannagar Road in Ward No.-13.** Estimated cost: ₹ **4,49,694.00.** Earnest money: ₹ **9,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **24.01.2024 upto 12 noon.** Date and time of opening of tender: **27.01.2024 on or after 12 noon.** The bid forms and other details shall be available on and from **09.01.2024 (5 p.m.) (For Sl. No. 1 to 5).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 5).**

(1247/23-24)

## ভারতীয় প্লেয়ারদের নিয়েই চমক হায়দরাবাদের

# জয় দিয়ে অভিযান শুরু ইস্টবেঙ্গলের

**ভুবনেশ্বর, ৯ জানুয়ারিঃ** সুপার কাপের শুরুটা হল সুপার্ব। ফুটবলপ্রেমীদের জন্য রোমাঞ্চকর হলেও ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের জন্য স্নায়ুর চাপের। তিন বার এগিয়ে অবশেষে জয়। গোল করলেও ধরে রাখা যাচ্ছিল না। যা ক্রমশ অস্বস্তি তৈরি করে লালহলুদ শিবিরে। এর আগের তিন ম্যাচে (ইন্ডিয়ান সুপার লিগে) গোল করতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। অবশেষে গোল এল, তবে সেটা সুপার কাপে। এল তিনটি গোল। চাপের মুহূর্ত তবুও যেন

কাটছিল না। ভারতীয় প্লেয়ারদের নিয়ে গড়া দল নিয়েই চমকে দেওয়া পারফরম্যান্স হায়দরাবাদ এফসির। শেষ অবধি ৩-২ ব্যবধানে স্বস্তির জয় ইস্টবেঙ্গলের। সুপার কাপে উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি আইএসএলের দুই ক্লাব ইস্টবেঙ্গল ও হায়দরাবাদ এফসি। নানা চেষ্টার পর প্রথম লিড নেয় ইস্টবেঙ্গল। তার আগে বেশ কিছু সুযোগ নষ্ট হয়। ম্যাচের ৩৩ মিনিটে নন্দকুমার বল ছাড়েন রাকিপকে। তাঁর ক্রস থেকে বাঁ পায়ের ভলিতে চোখ ধাঁধানো গোল ক্যাপ্টেন ক্লেটন সিলভার। হায়দরাবাদ এফসি গোলরক্ষক কাট্টিমনি দর্শকের ভূমিকায়। মাঠে ইস্টবেঙ্গলের প্রচুর সমর্থক। ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে যেন 'হোম' ম্যাচের স্বাদ। লিড নেওয়ার স্বস্তি অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হল না। সাময়িক চিন্তায় পড়ে ইস্টবেঙ্গল। ফিজিও মাঠে আসেন ক্লেটন সিলভার জন্য। যদিও চোট গুরুতর না হওয়ায় চিন্তা কমে লাল হলুদ শিবিরে। এ বার অন্য চিন্তা। প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে লিড হারায় ইস্টবেঙ্গল। মহম্মদ রফির পাস থেকে গোল করেন রামলুনচুঙ্গা হামার। ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্সের মনোসংযোগের অভাবেই এই গোল। মহম্মদ রাকিপ এক্ষেত্রে আরও একটু এফোর্ট দিতে পারতেন। ১-০ লিড কখনও সুরক্ষিত নয়। সমতা ফিরিয়ে বুঝিয়ে দিল হায়দরাবাদ এফসি। ১-১ স্কোরলাইনেই বিরতিতে দু-দল। দ্বিতীয়ার্ধের জন্য আরও বড় চমক রেখেছিলেন ক্লেটন সিলভা। এ বারের আইএসএলে এমনটা আগেও দেখা গিয়েছিল। সুপার কাপেও। জিততে গেলে গোল করতে হবে। ক্যাপ্টেনকে বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে, এ আর নতুন কী! ম্যাচের ৫৩ মিনিটে ফ্রি-কিক পায় ইস্টবেঙ্গল। ক্যাপ্টেন ক্লেটন সিলভাই ফ্রি-কিক নেন। ডান পায়ের ফ্রি-কিকে সরাসরি গোলে ২-১ ব্যবধানে দলকে এগিয়ে দেন ক্লেটন। জোড়া গোল ক্যাপ্টেনের। ছবির মতোই ফ্রি-কিক। ম্যাচের ৭৩ মিনিটে ৩-১ এগিয়ে যেতে পারত ইস্টবেঙ্গল। ফ্রি-কিক পায় ইস্টবেঙ্গল। বোরহা হেরেরার বাঁ পায়ের ফ্রি-কিক সেকেন্ড পোস্টে লাগে। অল্পের জন্য তা জালে জড়ায়নি। উল্টো সমতা ফেরায় হায়দরাবাদ। হিজাজি ফাউল করেন হায়দরাবাদের প্রথম গোলদাতা হামারকে। পেনাল্টি দেন রেফারি হরিশ কুন্ডু। যদিও সন্তুষ্ট ছিল না ইস্টবেঙ্গল শিবির। রেফারি অবশ্য কড়া সিদ্ধান্ত নেন। পেনাল্টি থেকে ৭৯ মিনিটে সমতা ফেরান নিম দোর্জি। পাল্টা আক্রমণে মিনিটের মধ্যেই ইস্টবেঙ্গল ফের লিড নেয়। সাউল ক্রেসপো হেডে অনবদ্য গোল করেন। ইনজুরি টাইম দেওয়া হয় ৬ মিনিট। তিন পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়াই চ্যালেঞ্জ ছিল ইস্টবেঙ্গলের। গ্রুপ থেকে একটি মাত্র গোলই সেমিফাইনালে যাবে। সুতরাং, গোল পার্থক্যও বাড়িয়ে নিতে হত। প্রথম ম্যাচে সেটা হল না। যা পরে চাপ হতে পারে ইস্টবেঙ্গলের জন্য।

# ইংল্যান্ড সিরিজে ফেরার আশা সামির

**নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারিঃ** চোটের কারণে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে দুই টেস্টের সিরিজ খেলতে পারেননি। গোড়ালির চোটের হাল এখনও ভালো নয়। যে কারণে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজেও তিনি অনিশ্চিত। যা পরিস্থিতি তাতে, বেন স্টোকসের টিমের বিরুদ্ধে প্রথম দুটো টেস্ট খেলতে পারবেন না। পরের তিনটে টেস্টে তিনি খেলবেন কিনা, তা নিয়েও রয়েছে সংশয়। পরিস্থিতি যখন এমন, তখন বাংলার পেস বোলার নিজের টিম নিয়ে উচ্ছ্বসিত। এতটাই যে, বিশ্বের যে কোনও টিমকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে ভারতীয় পেসাররা। নিজে খেলতে পারবেন না, তাও কেন এমন বলছেন মহম্মদ সামি? ঘরের মাঠে ওয়ান ডে বিশ্বকাপে দুরন্ত পারফর্ম করেছেন। ইঞ্জেকশন নিয়েও বল হাতে টিমকে সাফল্য দিয়েছেন। সামির গোড়ালির চোটের হাল ভালো নয়। আপাতত রিহ্যাব করছেন বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে। দ্রুত ফিট হয়ে মাঠে নামতে চান। তারই মধ্যে সামি আবার অর্জুন পুরস্কার পেলেন। তার আগে বাংলার পেসার বলে দিলেন, ''আমার রিহ্যাব ভালোই চলছে। দ্রুত সুস্থ হচ্ছি। এনসিএর চিকিৎসকরা আমার ফিটনেসে খুশি। গোড়ালিতে এখনও সামান্য স্টিফনেস রয়েছে। ট্রেনিং শুরু করে দিয়েছি। আশা করছি, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে কামব্যাক করব।'' দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে টেস্ট খেলতে পারেননি। যা নিয়ে আক্ষেপ যেমন আছে, তেমনই রয়েছে টিমের অন্য দুই পেসারকে নিয়ে তৃপ্তিও। ৩৩ বছরের পেসার বলে দিচ্ছেন, ''দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে আমরা দারুণ পারফর্ম করেছি। প্রত্যেক বোলার সেরাটা দিয়েছে। এক কথায় ব্রিলিয়ান্ট পারফরম্যান্স। চোটের কারণে আমি খেলতে পারিনি ঠিকই, তবে দ্রুত আমি মাঠে ফিরব। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এটা বলতে পারি, এই মুহূর্তে আমরাই বিশ্বের অন্যতম সেরা পেস বোলিং আক্রমণ। ঘরের মাঠে ওয়ান ডে বিশ্বকাপের সময় এটা আমরা প্রমাণ করেছি। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজেও দেখিয়েছি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে বুমরা আর সিরাজ দারুণ বোলিং করেছে। এটা বলতেই পারি, বিশ্বের যে কোনও টিমকে চ্যালেঞ্জ জানানোর ক্ষমতা আমাদের পেস ইউনিটের রয়েছে।''

# 'অর্জুন' হলেন সামি

## রাষ্ট্রপতির থেকে নিলেন পুরস্কার

**নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারিঃ** বল হাতে তিনি প্রকৃত অর্থেই যেন অর্জুন। নিখুঁত নিশানায় উইকেট ছিটকে দিতে পারেন। দেশের অন্যতম সফল ক্রিকেটার। বিশ্ব ক্রিকেটে ব্যাটারদের কাছে ত্রাস ভারতীয় দলের পেসার মহম্মদ সামি। ঘরের মাঠে ওয়ান ডে বিশ্বকাপেও ব্যাপক সাফল্য পেয়েছেন। চোটের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে খেলতে পারেননি বাংলার এই পেসার। বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে তাঁর রিহ্যাব চলছে। এরই মাঝে হাজির ছিলেন রাষ্ট্রপতি ভবনে। এ বার অর্জুন সম্মানও পেলেন। এমনটা আগেই ঘোষণা হয়েছিল। রাষ্ট্রপতি ভবনে আজ পুরস্কার নিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই সামিকে আরও ভালো খেলার তাগিদ জোগাবে এই সম্মান। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে অর্জুন পুরস্কারে সম্মানিত মহম্মদ সামি। সাধারাণত জাতীয় ক্রীড়া সম্মান দেওয়া হয় ২৯ আগস্ট। তবে এ বার হানঝাউ এশিয়ান গেমসের জন্য এই সম্মান পিছিয়ে দেওয়া হয়। এ দিনের সেরা মুহূর্ত ছিল সামির পুরস্কার নেওয়াই। মেজর ধ্যান চাঁদ খেলরত্ন পুরস্কার পেলেন ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের তারকা জুটি চিরাগ শেট্টি ও সাত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি। তৃতীয় ভারতীয় মহিলা দাবাড়ু হিসেবে গ্র্যান্ডমাস্টার হয়েছেন বৈশালি। তাঁকেও সম্মান জানানো হয়। প্যারা-আর্চার শীতল দেবীও পুরস্কার নেন রাষ্ট্রপতির হাত থেকে। আর্থিক পুরস্কারও দেওয়া হয়। খেলরত্নর জন্য ২৫ লক্ষ টাকা, অর্জুন ও দ্রোণাচার্য পুরস্কারের জন্য ১৫ লক্ষ টাকা। সব মিলিয়ে ২৬জন ক্রীড়াবিদ ও কোচকে সম্মানিত করা হয়। সামির পাশাপাশি অর্জুন সম্মান পেয়েছেন বাংলার টেবল টেনিস তারকা ঐহিকা মুখোপাধ্যায়।

# মেসির কারণে যেভাবে বদলে গেছে ফ্লোরিডার আবাসন সেক্টর

**ফ্লোরিডা, ৯ জানুয়ারিঃ** লিওনেল মেসির আগমনে বদলে গেছে যুক্তরাষ্ট্রের খেলার জগত। গত বছরের জুনে মেসির মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে যাওয়ার ঘোষণার পর থেকে দেশটিতে চলছে মেসি-ম্যানিয়া। জনপ্রিয়তায় পিছিয়ে থাকা ফুটবল নিয়েই এখন যুক্তরাষ্ট্রের মানুষদের যত আগ্রহ। বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন মহাতারকার কারণে টিকিটের দাম থেকে শুরু করে জার্সির দাম-সবকিছুই বেড়েছে। মেসির খেলা দেখতে হলিউড এবং অন্য খেলার তারকারাও ছুটে আসছেন মায়ামির মাঠে। এগুলো সব অবশ্য ফুটবলকেন্দ্রিক পরিবর্তন। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম এএস বলছে, মেসির উপস্থিতি ফুটবলের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য খাতেও বেশ প্রভাব রাখছে। বিশেষ করে ফ্লোরিডার আবাসন খাত নাকি মেসির কারণে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে,

মেসির কারণে এখন ফ্লোরিডায় বাড়ির মূল্য অনেক বেড়েছে। প্যাট্রিক বেট-ডেভিড নামের এক মিলিয়নিয়ার একটি সাক্ষাৎকারে আবাসন খাতে মেসির প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেছেন, ''মেসি আমার পাশের বাড়িতে ওঠার পর সবাই এখন আমাদের কমিউনিটিতে আসতে চায়।'' এ সময় বাড়ির মূল্যবৃদ্ধির ধারণা দিতে গিয়ে ডেভিড আরও বলেছেন, ''যে বাড়ি আগে ৭ মিলিয়ন ডলার ছিল, সেটির দাম এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৫ মিলিয়ন ডলার। মেসি আসার পর সবাই বাড়িটি দেখতে আসে।'' এদিকে নতুন মরসুমের প্রস্তুতি নিতে লম্বা ছুটি কাটিয়ে মায়ামিতে ফিরেছেন মেসি। রোজারিও থেকে সরাসরি ফোর্ট লডারডেল বিমানবন্দরে নামেন মেসি। সেখানেই তিনি মায়ামির সতীর্থদের সঙ্গে যোগ দেন। প্রাক্-মরসুম প্রস্তুতিতে মেসির মায়ামি ম্যাচ খেলবে এফসি ডালাস, নেইমারের ক্লাব আল হিলাল, ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর ক্লাব আল নাসর, হংকং লিগ টিম, ভিসেল কোবে এবং মেসির শৈশবের ক্লাব নিউয়েলস ওল্ড বয়েজের সঙ্গে।

# 'ক্ষুদ্রতম টেস্ট', কেপটাউন পিচ নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত আইসিসির

**দুবাই, ৯ জানুয়ারিঃ** দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে কোনও দিন টেস্ট সিরিজ জেতেনি ভারত। এ বার ছিল মাত্র দু-ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। যুগ্মবিজয়ী হয় ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা। সেঞ্চুরিয়নে প্রথম টেস্টে ইনিংস ও ৩২ রানের বড় ব্যবধানে জিতেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রথম টেস্ট শেষ হয়েছিল তিনদিনেরও কম সময়ে। নিউ ইয়ার টেস্ট নিয়ে আগ্রহ ছিল তুঙ্গে। কেপটাউনে ক্রিকেট ইতিহাসের ক্ষুদ্রতম টেস্ট দেখেছিল বিশ্ব। মাত্র ৬৪২ বলেই শেষ টেস্ট ম্যাচ! ভারত ৮ উইকেটের বড় ব্যবধানে জেতে। তবে দেড় দিনেই ম্যাচ শেষ হওয়ায় নিউল্যান্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ডের পিচ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এ বার আইসিসি আসরে নামল। ক্রিকেট ইতিহাসের ক্ষুদ্রতম টেস্ট হয়েছে কেপটাউনে। পিচে অসমান বাউন্স ছিল। সঙ্গে দুরন্ত গতি। ব্যাটারদের জন্য খুবই কঠিন পরিস্থিতি ছিল। বিদায়ি টেস্ট খেলতে নামা দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক ডিন এলগারও অস্বস্তি প্রকাশ করেছিলেন পিচ

নিয়ে। ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা সাংবাদিক সম্মেলনে পরিষ্কার বার্তা দিয়েছিলেন, এমন পিচে খেলতে অসুবিধে নেই, তবে ভারতে খেলতে এসে কোনও টিম যেন কান্নাকাটি না করে। শুধু তাই নয়, আইসিসিকে পক্ষপাতদুষ্টও বলেন রোহিত শর্মা। ম্যাচ রেফারির উদ্দেশে বার্তা দিয়েছিলেন, তাঁরা যেন চোখ কান খোলা রাখেন। আইসিসির তরফে এক প্রেস বিবৃতিতে কেপটাউনের পিচ নিয়ে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে। নিউল্যান্ডসের পিচকে ' বলছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা। আইসিসি ম্যাচ রেফারি ক্রিস ব্রড বিবৃতিতে বলেন, 'দক্ষিণ আফ্রিকার পিচ ব্যাটিংয়ের জন্য খুবই কঠিন ছিল। বল হঠাৎ লাফিয়ে উঠেছে। কিছু ক্ষেত্রে যা খুবই বিপজ্জনক ছিল। শট খেলা কঠিন। অনেক ব্যাটারই হাতে চোট পেয়েছেন। অসমান বাউন্সের জন্যই বেশ কিছু উইকেট পড়েছে।' কেপটাউনের পিচকে অসন্তোষজনক রেটিং দেওয়ার অর্থ, সঙ্গে এক ডিমেরিট পয়েন্টও দেওয়া হল। পাঁচ বছরের জন্য এই পয়েন্ট থাকবে। ৬ ডিমেরিট পয়েন্ট হলে সেই ভেনুকে নির্বাসিত করতে পারে আইসিসি।

কোপা দেল রে

# শেষ ১৬-তে রিয়াল-আতলেতিকো, বার্সার প্রতিপক্ষ সহজ

**মাদ্রিদ, ৯ জানুয়ারিঃ** কোপা দেল রের শেষ ষোলোতেই দেখা হয়ে যাচ্ছে মাদ্রিদের দুই তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল ও আতলেতিকোর। তবে স্পেনের ফুটবলের আরেক পরাশক্তি শেষ ষোলোতে উঠেছে রিয়াল। শেষ ষোলোতে তাদের প্রতিপক্ষ আতলেতিকো আগের রাউন্ডে লুগোর মাঠ থেকে জিতে এসেছে একই ব্যবধানে। আর বার্সেলোনা শেষ ষোলোতে উঠেছে বারবাস্ত্রোর

বার্সেলোনা পেয়েছে তুলনামূলক সহজ প্রতিপক্ষ। জাভি হার্নান্দেজের দল শেষ ষোলোতে খেলবে স্পেনের তৃতীয় বিভাগের দল ইউনিওনিসতাসের বিপক্ষে। ১৮ জানুয়ারি রিয়ালের ম্যাচটি আতলেতিকোর মাঠে। বার্সেলোনাকেও খেলতে হবে প্রতিপক্ষের মাঠে, ইউনিওনিসতাসের বিপক্ষে তাদের ম্যাচটি ১৭ জানুয়ারি। ৬ জানুয়ারি আরানদিনাকে ৩-১ গোলে হারিয়ে বিপক্ষে ৩-২ গোলে জিতে। তাদের প্রতিপক্ষ ইউনিওনিসতাস আগের রাউন্ডে হারিয়েছে ভিয়ারিয়ালকে। ১-১ গোলে সমতায় থাকা ম্যাচটি টাইব্রেকারে তারা জিতেছে ৭-৬ ব্যবধানে। শেষ ষোলোতে বাকি ৬ ম্যাচে মুখোমুখি ওসাসুনা-রিয়াল সোসিয়েদাদ, জিরোনা-রায়ো ভায়েকানো, ভ্যালেন্সিয়া-সেল্‌তা ভিগো, টেনেরিফে-মায়োর্কা, আতলেতিকো বিলবাও-আলভেস, হেতাফে-সেভিয়া।

# রিয়ালের সঙ্গে চুক্তি হয়ে গেছে এমবাপের!

**মাদ্রিদ, ৯ জানুয়ারিঃ** কিলিয়ান এমবাপে কি পিএসজি ছাড়ছেন? এই প্রশ্ন ফুটবলমহলে ঘোরাফেরা করছে। বলা হচ্ছে, নতুন মরশুমে ফরাসি তারকা যেতে চলেছেন রিয়াল মাদ্রিদে। ইতিমধ্যেই নাকি চুক্তিও হয়ে গেছে। ফরাসি নামী সংবাদমাধ্যম ম্যারাকাটো এক রিপোর্টে জানিয়েছে, এমবাপে স্প্যানিশ ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে চুক্তি প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছেন। যদিও এর আগে শোনা গিয়েছিল, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের কোনও একটি ক্লাবের সঙ্গেই চুক্তি করবেন এমবাপে। এর আগে ২০২২ সালেও একবার রিয়ালের সঙ্গে চুক্তি প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছিলেন এমবাপে। সেখান থেকে হঠাৎ ইউ-টার্ন নিয়েছিলেন বিশ্বকাপজয়ী এই তারকা। মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে নিজের দেশের ক্লাব পিএসজির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন তিনি। সেই সময়ের করা পিএসজির সঙ্গে ২ বছরের চুক্তি শেষ হচ্ছে চলতি গ্রীষ্মে। এমবাপে পিএসজির সঙ্গে আর চুক্তির মেয়াদ বাড়াতে চান না, এমন গুঞ্জন উঠেছে গণমাধ্যমে। ২৫ বছরের তারকা এখনও নিজে কিছু বলেননি। সামনের কয়েকদিনের মধ্যেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। এমবাপে অবশ্য পিএসজি-কে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ১৬-তে পৌঁছে দিয়েছেন।

'রেস্ট ইন পিস'

# 'সম্রাট' বেকেনবাওয়ারের মৃত্যুতে যেভাবে শোক জানালেন মেসি

**ফ্লোরিডা, ৯ জানুয়ারিঃ** দিয়েগো মারাদোনা, পেলে, মারিও জাগালো...একে একে নিভছে ফুটবল-আকাশের আলো! এ ধারায় সর্বশেষ সংযোজন ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার। গত পরশু জার্মানিতে নিজের বাড়িতে মারা গেছেন ৭৮ বছর বয়সী কিংবদন্তি ফুটবলার। গতকাল বেকেনবাওয়ারের পরিবার তাঁর মৃত্যুর খবর প্রকাশ করার পর শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে ফুটবল-বিশ্ব। চারদিক থেকে আসতে শুরু করে শোকবার্তা। সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার লিওনেল মেসিও জানিয়েছেন শোক। আর্জেন্টিনাকে অধিনায়ক হিসেবে ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ জেতানো মেসি শোক জানিয়েছেন নিজের ইনস্টাগ্রামে। জার্মানির হয়ে খেলোয়াড় হিসেবে ১৯৭৪ ও কোচ হিসেবে ১৯৯০ বিশ্বকাপ জেতা বেকেনবাওয়ারের মৃত্যুর পর ইনস্টাগ্রামে তাঁর খেলোয়াড়ি জীবনের ছবি দিয়ে স্প্যানিশ ভাষায় লিখেছেন- 'কিউইপিডি'। এর ইংরেজি মানে 'আরআইপি (রেস্ট ইন পিস)'। বাংলা অর্থ-শান্তিতে ঘুমান। অনেক বছর ধরেই অসুস্থায় ভুগছিলেন বেকেনবাওয়ার। এ কারণে তাঁকে দেখা যেত না ফুটবলের কোনও অনুষ্ঠানে। কয়েক বছর ধরে তিনি সংবাদমাধ্যমের সামনেও খুব একটা আসেননি। সেই 'কাউজারের' মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর ইনস্টাগ্রামকেই শোক প্রকাশের জায়গা হিসেবে বেছে নিয়েছেন মেসি। বেকেনবাওয়ারের মৃত্যুতে মেসির সঙ্গে শোক জানিয়েছেন তাঁর আর্জেন্টিনা দলের সতীর্থ নিকোলাস তালিয়াফিকোও। মেসির মতো তিনিও বেকেনবাওয়ারের একটি পুরোনো ছবি ইনস্টাগ্রামে দিয়ে লিখছেন, 'শান্তিতে ঘুমান, কাইজার (সম্রাট)।' এর সঙ্গে তালিয়াফিকো বাড়তি হিসেবে যোগ করেছেন, 'ইতিহাসের অন্যতম সেরা ডিফেন্ডার (বেকেনবাওয়ার আসলে ছিলেন লিবেরো, যার মানে রক্ষণ ও আক্রমণভাগের সংযোগ স্থাপনকারী খেলোয়াড়)।'

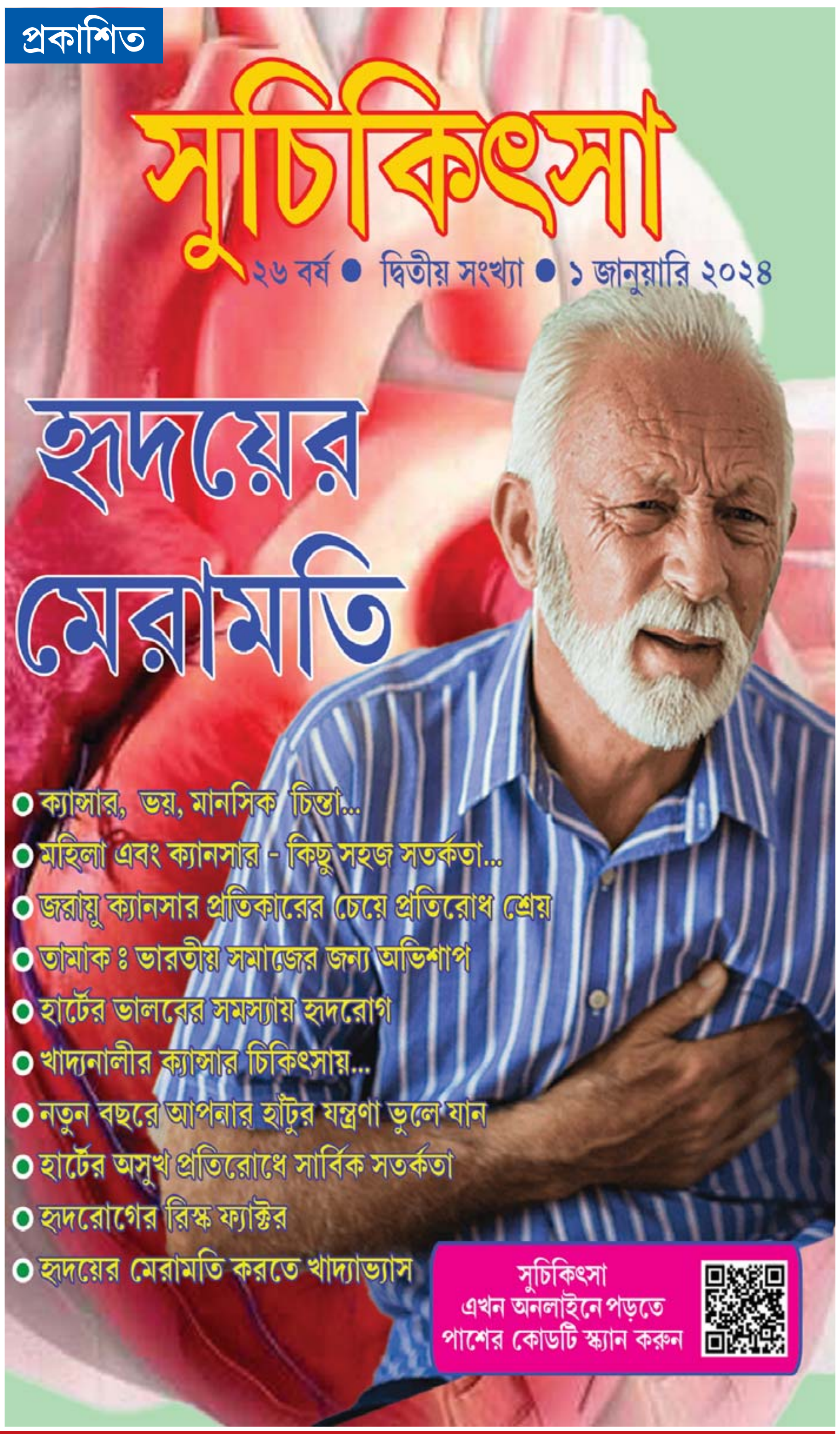




# 'কাজটা করতে পেরেছি', এফএ কাপে ইউনাইটেডের স্বস্তির জয়ের পর টেন হাগ

**ম্যানচেস্টার, ৯ জানুয়ারিঃ** ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের জন্য স্বস্তির জয়ই বলতে হবে। চ্যাম্পিয়নস লিগে 'এ' গ্রুপের তলানির দল হিসেবে বিদায়ের পর তারা বাদ পড়ছে লিগ কাপ থেকেও। আর প্রিমিয়ার লিগে ধুঁকতে থাকা ইউনাইটেড আছে পয়েন্ট তালিকার ৮ নম্বরে। হেরেছে সর্বশেষ ম্যাচেও। তবে গতকাল এফএ কাপে তৃতীয় বিভাগের দল উইগানের বিপক্ষে ২-০ গোলে জিতেছে টেন হাগের দল। উইগানের মাঠে পাওয়া এ জয়ে টুর্নামেন্টে চতুর্থ রাউন্ডে পৌঁছে গেছে তারা। ইউনাইটেডের হয়ে দুটি গোল এসেছে দিয়েগো দালোত ও ব্রুনো ফার্নান্দেজের কাছ থেকে। এই জয়ে স্বাভাবিকভাবেই খুশি কোচ টেন হাগ, ''এফএ কাপে জয় ছাড়া অন্য কিছু ভাবার সুযোগ নেই, এটা নকআউট। আপনি কাজটা শেষ করতে চাইবেন। এটাই আমি

ড্রেসিংরুমে বলেছি, কাজটা করতে পেরেছি।'' দালোত ম্যাচের ২২ মিনিটে দলের প্রথম গোলটি করেন। মার্কাস রাশফোর্ডের বাড়ানো বলে ডি বক্সের বাইরে থেকে গোল করেন পর্তুগিজ তারকা। ম্যাচে দ্বিতীয় গোলটি পেতে ইউনাইটেডের অপেক্ষা করতে হয় ৭৪ মিনিট পর্যন্ত। পেনাল্টি থেকে গোল করেন আরেক পর্তুগিজ তারকা ফার্নান্দেজ। টেন হাগের দল শট নিয়েছিল ৩৩টি, যেখানে পোস্ট বরাবর ছিল ১৪টি। একা রাশফোর্ডই ৮ বার পোস্ট বরাবর শট নিয়েছে, লক্ষ্যে ছিল ৪টি। তাই আরও গোল করতে না পারার আক্ষেপও আছে টেন হাগের, ''প্রথমার্ধে আমার মনে হয় আমরা ৫-৬টি ভালো সুযোগ তৈরি করেছিলাম। আমার মনে হয়, আমরা ভালো ফুটবল খেলেছি। আমাদের আরও গোল করা উচিত ছিল, যদি আপনি গোল না করেন, আপনার মনোযোগ ঠিক রাখতে হবে এবং আমরা মনে হয় সেটা করেছি।'' আরও গোল করতে না পারার আক্ষেপ ছিল দালোতের কণ্ঠেও, ''আমাদের গোলটি দরকার ছিল। আমরা অনেক সুযোগ তৈরি করেছিলাম, আরও গোল করতে পারতাম।''

দুরন্ত বার্তা প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com